আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন
বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিনন্দন

ঢাকা ডেস্কঃ পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে অভিনন্দন **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ ॥ সংখ্যা ৩৯ ॥ সোমবার ॥ আষাঢ় ১৪ ॥ ১৪২৯ ॥ জিল ক্বদ ২৮ ॥ ১৪৪৩ ॥ Vol. 26 ॥ Issue 39 ॥ 27 June ॥ 2022 ॥ USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

গর্ভপাতের অধিকার কেড়ে নিলো সুপ্রিম কোর্ট

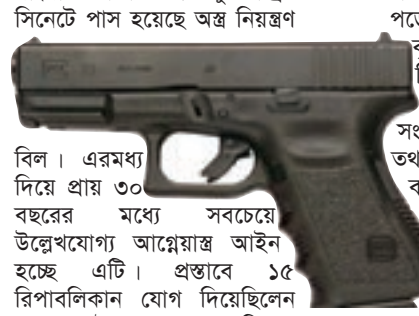
বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় গর্ভপাত আইনের অধিকার বাতিল করেছে সুপ্রীম কোর্ট। শুক্রবার আইনটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীদের গর্ভপাত অধিকার কেড়ে নিলেন আদালত। ঐতিহাসিক ওই রায়ের কারণে লাখো নারী আর গর্ভপাতের আইনি অধিকার পাবেন না। দেশব্যাপী গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়া প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো একটি আইন বাতিল হতে পারে, এমন কথাবার্তা উঠেছিল অনেক আগে থেকেই। গত মাসের শুরুর দিকেই সুপ্রিম কোর্টের ফাঁস হওয়া একটি গোপন খসড়া নথিতে গর্ভপাত অধিকার আইন বাতিল হতে পারে বলে আভাস মিলেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত দেশব্যাপী গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়া ১৯৭৩ সালের 'রো বনাম ওয়েড' আইনি সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার পক্ষে রয়েছেন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সেটাই করলেন। রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুপ্রিম কোর্ট নারীর গর্ভপাত অধিকার আইনটি বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, এখন অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গর্ভপাতের অনুমতি দিতে পারে অথবা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। ওই রায়ের **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সম্ভাবনার পদ্মা সেতু

রাজীব আহাম্মদঃ একে তো বৈরী নদী, তার ওপর টাকার টানাটানি। প্রশ্ন ছিল, কীভাবে নির্মাণ হবে পদ্মা সেতু? জবাব ছিল, সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়। শত বাধা পেরিয়ে অসম্ভবকে জয় করে সেই 'সম্ভব না' শব্দগুচ্ছকে হারিয়ে প্রমত্ত পদ্মার ওপর নির্মিত হয়েছে অপার সম্ভাবনার সেতু। পানিপ্রবাহে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী পদ্মা। পদ্মায় গত দুই যুগে যত পানি গড়িয়েছে, সেতু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক তার চেয়ে কম হয়নি। রাজনীতিতে বারবার ঝড় তুলেছে। সব ঝড়ঝাপ্টা জয় করে খরস্রোতা পদ্মায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে এ সেতু। সবচেয়ে বড় সংশয় ছিল, এত বড় সেতু বাংলাদেশ নির্মাণ করতে পারবে কিনা। যমুনার বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে হালের লেবুখালীর পায়রা সেতু- সব বড় **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সিনেটে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে পাস হয়েছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল। এরমধ্য দিয়ে প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্র আইন হচ্ছে এটি। প্রস্তাবে ১৫ রিপাবলিকান যোগ দিয়েছিলেন ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে। বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ৬৫টি, বিপক্ষে পড়েছে ৩৩টি। বৃহস্পতিবার রাতে এ বিল পাস হয়। এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ তথ্য জানায়। নিউ ইয়র্কের বাফালো ও টেক্সাসের উভালডে শহরে দুটি ভয়ংকর বন্দুকহামলার ঘটনায় ৩১ জন নিহত হওয়ার পর এ বিল পাস হলো। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়



হিজাব উঠে যাচ্ছে সৌদী আরবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সৌদি আরবের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় নারীদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তালমেলাতে লক্ষ্য স্থির করেছেন তিনি। হাতে নিয়েছেন 'ভিশন ২০৩০' প্রকল্প। এর আওতায় নারী স্বাধীনতা, উন্নয়ন আর প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই নারীদের পর্দাপ্রথা থেকে শুরু করে একের পর এক 'বাধা-বিপত্তি' অপসারণ শুরু করেছেন ক্রাউন প্রিন্স। **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া



রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ১৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাসায় ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। শুক্রবার ছাড়পত্র পাওয়ার পর **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

গুজরাট দাঙ্গা থেকে মোদির দায়মুক্তি

ঢাকা ডেস্কঃ গুজরাটে ২০০২ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভারতের বর্তমান হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই দাঙ্গায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় যাদের সিংহভাগই ছিল মুসলিম। দাঙ্গার শুরু থেকেই নানা অভিযোগ-সন্দেহ ওঠে যে গুজরাটের তৎকালীন বিজেপির রাজ্য **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

পথমেলা কমিটি

স্পন্সর ও গ্রান্ড মার্শার কমিটি
শাহ্ নেওয়াজ, আলেফ বারী টুটুল
নুরুল আজিম, মঈনুল ইসলাম
ডাঃ সারোয়ার, এটর্নী মঈন চৌধুরী
বেলাল হোসেন, মাকসুদুর রহমান
মিল্টন ভূঁইয়া

কোঃ কনভেনর
মোস্তাফিকুর রহমান সান্টু, মোস্তাকিম
সোলায়মান আলী, জসিম ভূঁইয়া,
রেজা রশিদ, আহসান হাবিব, আবদুর রশিদ বাবু
দেওয়ান মনির, রুহুল আমিন সিদ্দিকী

জয়েন্ট কনভেনর
দেওয়ান মনির, শেখ লোমান পলাশ
সারোয়ার খান বাবু, জিয়াউর রহমান টিটো
শাহিন চৌধুরী, ডিউক খাঁন, মিয়া মোঃ দুলাল

অর্থ কমিটি
এস.এম হাসান, জাফর মিতা, আনোয়ার হোসেন
জাকির এইচ মিঞা, ভিক্টর এলাহি (লিয়াকত)
এটর্নী হাসান মালিক, এস,কিউ আলম

নিরাপত্তা কমিটি
মির্জা মনিরুজ্জামান (শামীম), জামিল সারোয়ার
সৈয়দ এনায়েত আলী, হাকিম আলী,
মিজানুর রহমান মিন্টু, মানিক বাবু, প্রিন্স আলম

রিসিপশন কমিটি
রকি আলিয়ান, জে.এফ.এম রাসেল
তাজ রায়ান, মশিউর মজুমদার

লটারী কমিটি
খালেদ আকতার, ডালিয়া, মাসুম ব্যাপারী
মোঃ সামসুদ্দিন (বশির), আনিসুর রহমান
মাকসুদ চৌধুরী

স্টেজ কমিটি
আতিকুল ইসলাম (জাকির)
তাহমিনা চৌধুরী, অনিক রাজ

মেলা পর্যবেক্ষণ কমিটি
মোঃ আবদুল খালেক (প্রধান)
শাহজাহান চৌধুরী, ডেইজী ইয়াসমিন
ইসমাইল চৌধুরী, রিপা আহমেদ
কাজী আমিনুল ইসলাম (স্বপন), মঞ্জুর মোর্শেদ

সাংস্কৃতিক কমিটি
জাফর উল্লাহ্ মিলন, শাহাদাত হোসেন রাজু
মাহবুবুর রহমান
ডাঃ নার্গিস, রহমান, বাবলী হক, আসমা বেগম

আপ্যায়ন কমিটি
আকাশ রহমান, ডাঃ রফিক আহমেদ
রফিক আহমেদ

প্রকাশনা ও প্রচার
বেলাল আহমেদ, মনিরুল ইসলাম
মোমেন মজুমদার, বিএম বাদশাহ্

সেনিটেশন কমিটি
আব্দুল আলিম, ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুস সোবহান
মোল্লা এম. এ মাসুদ, শাহ মাহবুব শেখ

ফার্স্ট এইড কমিটি
ডাঃ বর্ণালী হাসান, ডাঃ চৌধুরী সারওয়ার হাসান
ডাঃ শিবলী, ডাঃ ইউসুফ (স্বপন), ডাঃ হক

স্টল কমিটি
হাসান জিলানী, মিঠু আহমেদ, রেদোয়ানুল হক
আসাদুল বারী আসাদ, মোঃ হোসেন দীপু

উপদেষ্টা কমিটি
মাহবুব এ চৌধুরী, জাকারিয়া মাসুদ জিকো
ডাঃ খন্দকার মাসুদুর রহমান, প্রদীপ সাহা
আবদুর রহিম হাওলাদার, আবদুল নূর ভূইয়া
সারোয়ার চৌধুরী (সিপিএ), কাজী পারভেজ
জয়নাল আবেদীন, কামাল পাশা বাবুল, লিটু চৌধুরী
মহিউদ্দিন দেওয়ান, সরদার নুরুজ্জামান,
মীর নিজামুল হক, লুৎফুর রহমান বাবু
ডাঃ আমার আশরাফ, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
আনিসুর রহমান, চিশতী সিপিএ, ফিরোজ আহমেদ
লতিফুর রহমান ভূইয়া, নওশাদ এ চৌধুরী

স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
এস.এম. হাসান
৩৪৭-৯৯৮-৮২৯২

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)

JBBA আয়োজনে

WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA INC. WHRDUSA EST: 1994

ইভেন্ট পার্টনার
SHOW TIME MUSIC

JACKSON HEIGHTS
POTHOMELA
জ্যাকসন হাইটস
পথমেলা
২০২২

SUNDAY 10AM-7PM
JUNE 26 2022
PLACE : 73TH STREET
BETWEEN 37TH AVENUE & BROADWAY



র‍্যাফেল ড্র'তে গাড়ীসহ
১০টি আকর্ষনীয় পুরস্কার

Grand Marshal
SHAH NAWAZ MBA
Ph: 718-776-7852

Grand Marshal
NURUL AZIM
516-451-3748

Grand Marshal
Dulal Behedo
President & CEO

Grand Marshal

Grand Marshal
Mohammed Masud Rana
Diamond Director

Grand Marshal
Dr. Shajadi Parvin
CEO
Sarah
917-745-0949



INCLUDES
SARI- CLOTH STALLS
JEWELRY STALLS
VARIETY FOOD STALLS
RAFFLE DRAWS

ALL DAY FREE ENTERTAINMENT
বেবী নাজনীন,
তপন চৌধুরী, বিপ্লবসহ
প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা

শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ)
চীফ কো-অডিনেটর, মেলা কমিটি
৩৪৭-৪৭৬-৯৪২৪

আতিকুল ইসলাম জাকির
যুগ্ম সদস্য সচিব, মেলা কমিটি
৭১৮-৫৫২-৭২৪২

ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুস সোবহান
সাধারণ সম্পাদক, ডব্লিউএইচআরডি
৬৪৬-৩৭১-৩৬১৪

মোঃ মফিজুর রহমান
কো-অডিনেটর, মেলা কমিটি
৯২৯-৩৯৫-৩৯৪৫

জাহাঙ্গীর আলম জয়
কো-অডিনেটর, মেলা কমিটি
৬৪৬-৫১২-৮৫৫১

আলমগীর খান আলম
সদস্য সচিব, মেলা কমিটি
৬৪৬-৫৪৬-৬০৩৮

Choudhury S Hasan MD
Gastroenterologist
Ph: 917-319-4406

Immigrant Elder Home Care LLC
Authorized Homecare

EXPERT GROUP INC.
EXPERT HOME CARE

ABUBOKOR HANIP
PEOPLE TECH
TECHNOLOGY

Blue Green
Insurance Brokerage

TAREQ HASAN KHAN
CEO
Global MS Inc

Mizanur Rahman
Milton Bhuiyan
Businessman

WORLD HOME CARE
Call us (347) 476-9424

Sarwor Khan
Licensed Real Estate Salesperson
Exit Realty Prime
Ph: 347-665-7580

Eng. Mohammad
A. Khalek
Cell: 917-667-732

কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও
সভাপতি প্রার্থী
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নিউইয়র্ক

Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

Moin Choudhury, Esq
Attorney at Law
Democratic District Leader
at Large, Queens, NY
Tel:917-282-9256

RS
Tech Industries
We Provide Spoken English and Basic Computer Training

TRENDY USA
TRENDY SHAREE USA

MHC
MAKKA HOME CARE
Mohammad Amir Hossain (Kamal)
Cell: 917-693-8661

SYLHET MOTORS

718-255-1881
917-364-0728
718-427-6564
Law Office Of Michael Gasi Esq.
And Associates, P.C.

917 306 2981
Aasha Home Care
Aasha
Eshaa
Vice President

ALLIED
MORTGAGE GROUP
Mohammed Jan Fahim
Senior Loan officer
516-348-3428

ধন্যবাদান্তে

গিয়াস আহমেদ
সভাপতি, জেবিবিএ
৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

মোল্লা এম.এ মাসুদ
কনভেনার, মেলা কমিটি
৯১৭-২৫৪-৮৯৫৫

তারেক হাসান খান
সাধারণ সম্পাদক, জেবিবিএ
৯১৭-৩৪৫-৪৮৫০

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // June 13 // 2022

শাহজাহান শেখ পুনরায় ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মনোনীত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সিটিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটি সার্ভিসে বিশেষ অবদানের জন্যে আবারও ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের মেম্বার মনোনীত হলেন শাহজাহান শেখ। এটি হচ্ছে তার চতুর্থ মেয়াদের মনোনয়ন। ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনিসা এল গিবসন গত ২২ জুন এক চিঠিতে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিলম্যান, স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান এবং স্টেট সিনেটরগণের পরামর্শক্রমে দু'বছর মেয়াদী এ মনোনয়ন প্রদান করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস বরোর কমিউনিটি বোর্ডে শাহজাহান শেখ ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন। গাজীপুরের কাপাসিয়ার সন্তান শাহজাহান শেখ গত ৬ বছরের কর্মকালে তিনি অভিবাসী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে প্রশাসনের সাথে দেন-দরবারের পাশাপাশি কমিউনিটিকে বহুজাতিক সমাজের সাথে পরিচিত করতে নিরলসভাবে শ্রম দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিউইয়র্ক সিটির একটি কলেজে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।





খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিএনপির মানব বন্ধন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি, বিদেশে সুচিকিৎসা এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সম্মুখে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধন করেছে। ২১ জুন মঙ্গলবার 'কনসার্ন সিটিজেন্স অব বাংলাদেশী আমেরিকান্স'র ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। সমাবেশ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্তে মুক্তি সহ তার উন্নত চিকিৎসার্থে বিদেশ গমনের ব্যবস্থাকল্পে যুক্তরাষ্ট্র প্রশসনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। সমাবেশ শেষে ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্তাকর্তাদের কাছে একটি স্মরকলিপি হস্তান্তর করা হয়। সমাবেশ থেকে দাবী-দাওয়া বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহনকারীরা মঙ্গলবার দুপুরে বিভিন্ন ষ্টেট থেকে আগত বিএনপি নেতা-কর্মীরা কন্সটিটিউশন এভিনিউর সামনে 'হ্যারি এস.ট্রু ম্যান বিল্ডিং খ্যাত স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভবন' প্রাঙ্গণ মানব বন্ধনে অংশ নেন। এসময় তারা ব্যানার, পোস্টার, প্লাকার্ড হাতে নিয়ে 'রিলিজ খালেদা জিয়া, ফ্রী ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' সহ সরকার বিরোধী নানা শ্লোগানে মুখর করে তুলে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিক্ষোভ শেষে কেন্দ্রীয় সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা কর্তব্যরত কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।



সমাবেশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভাপ-প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল ও সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আনোয়ার হোসেন, গোলাম ফারুক শাহীন, মোহাম্মদ বশীর, মার্শাল মুরাদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ এবং ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সহ-সভাপতি শাহাদৎ সোহরাওয়ার্দি, মজনু মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সালেহ পরশ, নিউজার্সি বিএনপির তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, কাওসার আহমেদ ছাড়াও আলহাজ্ব বাবরউদ্দিন, মাহফুজুল মাওলা নান্নু, পারভেজ সাজ্জাদ, আহবাব হোসেন, শাহাদাত হোসেন রাজু, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, ভিপি জসিম উদ্দিন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, শহীদুল হক সিকদার, বদরুল হক আজাদ, মাকসুল হক চৌধুরী, আবু তাহের, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, এমলাক হোসেন ফয়সল, নিরা রাব্বানী, দেওয়ান কাউসার, আনিছুর রহমান, আশরাফ হোসেন, হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, কাজী আসাদুল্লাহ, কামরুল হাসান, খলকুর রহমান, নাসিম আহমেদ, ডিউক, জহির উদ্দিন, আমানত হোসেন, গোলাম হোসেন, খোরশেদ আলম, মো. আজিজুর রহমান প্রমুখ যোগ দেন।

এ সময় বিএনপি নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষায় নি:শর্ত মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বিদেশ প্রেরণের দাবি জানিয়ে বলেন, এক প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বেগম জিয়ার জীবন। তার জীবন রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বিদেশে উন্নত ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত






WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ ব্রোডওয়ে এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যাসেলটন এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পদ্মা সেতু আশীর্বাদ হোক জাতির জন্য

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এটি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ সহজ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে। সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ওঠার পর বড় বড় বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করতে হয়। ২৩ বছর আগে এই সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেতু নির্মাণের প্রথম উদ্যোগের সময়টা বিবেচনায় নিলে এটির বাস্তবায়নের সময়কাল আরো দীর্ঘ হবে। নানা জটিলতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয় বারবার। শেষ পর্যন্ত সেতু নির্মাণ আদৌ সম্ভব হবে কিনা এমন দ্বিধাও ছিল। নির্মাণশৈলীর বৈচিত্র্য, নতুন প্রযুক্তির সংযোজন বা বৃহৎ আকারের জন্য নয় বরং বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত ও অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয়ের কারণে এটি বিশেষভাবে আলোচিত। তবে এ সেতু বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। পদ্মা সেতুর কারণে বেশি লাভবান হবে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ২১ জেলার মানুষ। বিশেষ করে এই অঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে। খুলনায় ২৭ শতাংশের বেশি ও বরিশালে ২৬ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। উত্তরাঞ্চলের পর এ দুটো বিভাগে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। সেতুর সুবিধা নিয়ে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় শামিল হতে পারবে। ওই অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য রাজধানীসহ সারা দেশে তুলনামূলক কম খরচে সরবরাহ করা যাবে। তাই এসব অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্যসম্পদ দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। ২০১৯ সালে এক জরিপে দেখা গেছে, সেতু হলে এ অঞ্চলের ৩০ শতাংশ মানুষের আয় ১৬ থেকে ২০ শতাংশ বাড়বে। যশোর ও পটুয়াখালীতে দুটো রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড) নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। পদ্মা সেতুর সুবিধা নিয়ে ইপিজেডগুলো ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরো গতি আনবে। সেতু বিভাগ বলছে, সেতু চালু হলে জাতীয় উৎপাদন ১ দশমিক ২৩ শতাংশ বড়বে। পদ্মার ওপারের দু'টি বিভাগের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। দেশী-বিদেশী অন্যান্য গবেষণা সংস্থাও অর্থনৈতিক এই সম্ভাবনার কথা বলছে। রেলসেতু সংযোজন হলে সম্ভাবনা আরো বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের আশা। ভারতের সাথে বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি সহজ হবে। ওই সব এলাকা থেকে রাজধানী ঢাকায় আসতে ২৪-৩৬ ঘণ্টা লাগে। এখন সেই সময় ৬-৭ ঘণ্টায় নেমে আসবে। আশা করা হচ্ছে, এর ওপর রেলসেতু সংযোজিত হয়ে এটি দেশকে সংযুক্ত করবে ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ের সাথে। সব মিলিয়ে সেতুটি আমাদের অর্থনীতির নতুন আশার সঞ্চার করেছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন হলে আমাদের অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ করবে। এখন দরকার সারা দেশের সাথে এর মসৃণ যোগাযোগ স্থাপন। বন্যায় পানি প্রবাহের কথা বিবেচনায় পরিবেশবান্ধব পরবর্তী ধাপের অবকাঠামো উন্নয়ন করা গেলে পদ্মা সেতুর সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক পক্ষগুলো একে অন্যকে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিরোধিতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। বাস্তবে এ সেতুর নির্মাণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষকে কিছু বিতর্ক ছাড়া কর্তব্য পালনে আন্তরিক দেখা গেছে। তাই দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে সবারই বেরিয়ে আসা উচিত। আবার প্রচারণা আর কৃতিত্ব নেয়ার মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টাও শোভন নয়। এমন সেতু পৃথিবীতে আরো অনেক রয়েছে। সাগরে একাধিক দ্বীপকে সংযোগকারী সেতু এবং দৈর্ঘ্যে কয়েকগুণ বড় সেতুরও অভাব নেই। উন্নত দেশগুলো একক প্রচেষ্টাতেই সেগুলো বানিয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অর্জনের মূল্যায়ন করতে হবে। এটি নির্মাণে আমাদের সহযোগী ছিল একটি চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও কৌশলগত পরামর্শ ও সহযোগিতা বিশ্বের অন্য অনেক দেশ থেকেও নিয়েছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পদ্মা সেতু আমাদের একটি জাতীয় অর্জন। আমরা আশান্বিত, জাতীয় উন্নয়নে এটি অভূতপূর্ব অবদান রাখবে। আশীর্বাদ বয়ে আনবে দেশবাসীর জীবনে।



আমির হোসেন আমু

সাফল্য সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা

জনগণের সংগ্রামই ইতিহাস নির্মাণ করে, সেই ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জনগণের চিন্তা-চেতনা, আকাংখা এবং স্বপ্ন দিয়ে তৈরি যে রাজনৈতিক দল, তার ভাষা আপামর জনসাধারণেরই কণ্ঠের ভাষা। আমরা ভাগ্যবান, আমরা তেমনই একটি রাজনৈতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার। আমাদের দল আওয়ামী লীগ, আমাদের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের বাঙালী জাতীয়তাবোধ সব একাকার এ মাটির ঐতিহ্যে, সাংস্কৃতিতে, কৃষ্টিতে এবং স্বাধীনতায়।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আওয়ামী লীগ একটি সংগ্রামী রাজনৈতিক গণসংগঠন। আর তাই এই দলটি জন্মলগ্ন থেকেই জনগণ-নির্ভর জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক, নির্ভীক, ত্যাগী, উদার অসাম্প্রদায়িক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবমান। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের আগের অনেক বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু আমি আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কথাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। চেষ্টা করব এ কারণে যে, এ দেশের মানুষের জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে প্রথমে এই একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, যা বাংলার মূল শিকড়কে আশ্রয় করেই ক্রমে মহিরূহ আকার ধারণ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মুসলিম লীগের মধ্যে মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ববঙ্গ, বিশেষ করে ঢাকা। ওই সময়ই শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের বিশাল কর্মী বাহিনীর মধ্যে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। জনপদের সাধারণের মধ্যে অনায়াসে বিচরণ, বাস্তব অভিজ্ঞান, স্মরণশক্তি ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণ ছিল তাঁর। অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশে যে আওয়ামী লীগ গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠনের হাল তৈরি হচ্ছিল আগে থেকেই। দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতির প্রাধান্য, নেতৃত্বের মূল্যবোধ ও তার বিকাশ, সময়োচিত কর্মসূচি প্রণয়ন, জনগনের চিন্তা ও আকাংখার প্রতিফলন-এসব কিছুই মুজিব ধাতস্থ করেছিলেন রাজনীতির শুরু থেকেই।

ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে মুসলিম লীগের একটি শাখা অফিস ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শাখা অফিসকে কেন্দ্র করেই- অফিসটি ঢাকায় হলেও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের নাজিমুদ্দীনবিরোধী তরুণরা রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। মুসলিম লীগকে নতুন করে সংগঠিত করার জন্য 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। শামসুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুসলিম লীগ সভাপতি আকরম খাঁ সদস্য সংগ্রহ বই দিতে অস্বীকার করলে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে।

এমন সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা হাইকোর্টে দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কার্পাস মামলাটি পরিচালনা করার জন্য ঢাকা আসেন। তখন বিরোধী বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এরই মধ্যে তিনি মুসলিম লীগের বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পক্ষে নতুন দল গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তিনি ঢাকার নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে, যাতে করে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং একমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই জনগণের ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামটিও তাঁর দেওয়া।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সকাল ১০টায় কে এম দাশ লেনের বশির সাহেবের রোজ গার্ডেনের বাসভবনে মুসলিম লীগ কর্মী, নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ও শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক হন এবং যুগ্ম সম্পাদক হন একজনই, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে কয়েকটি দেশে সফর করতে পাঠিয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি বলেছিলেন, এ দেশের ভবিষ্যতের নেতৃত্বের ভার তাঁকেই নিতে হবে। কেএসপি সরকারের পতনের পরই কেএসপি সর্বত্রই জঙ্গি মনোভাব নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। হামিদুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে ১৯৫৮ সালের ৩ এপ্রিল এবং পল্টনে জনসভা করে ৪ এপ্রিল। ১৯৫৮ সালের ৫ এপ্রিল পরিষদের সভা বসে। সভায় অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ কক্ষের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি শুরু হয়ে যায়। সেই মারামারির জের চলে শীতকালীন অধিবেশন পর্যন্ত। ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অন্যান্য দিনের মতো বিরোধী দল পরিষদ কক্ষে হৈচৈ-মারামরিতে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, আওয়ামী লীগের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে তারা আঘাত করে মারাত্মকভাবে। সেই আঘাতেই ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী ঢাকা মেডিকেলে ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। অন্যদিকে জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি করেন ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁকে তাড়িয়ে শেষে নিজেই পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা দখল করে বসেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর প্রথম ধাপেই গ্রেপ্তার হলেন, মুচলেকা দিয়ে অনেক নেতাই মুক্তি পেয়েছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মেজাজে ওই ধরনের কিছু কোনোদিনই ছিল না। তিনি মুচলেকা দিলেন না, ফলে তিনি মুক্তি পেলেন ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর। আওয়ামী লীগের জন্য এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে গুরুতর সময়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে সময় যে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তা অবশ্যই ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর প্রথম ধাপেই গ্রেপ্তার হলেন, মুচলেকা দিয়ে অনেক নেতাই মুক্তি পেয়েছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মেজাজে ওই ধরনের কিছু কোনোদিনই ছিল না। তিনি মুচলেকা দিলেন না, ফলে তিনি মুক্তি পেলেন ১৯৫৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর। আওয়ামী লীগের জন্য এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে গুরুতর সময়।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারী হঠাৎ করেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে আইয়ুব খান সরকার। বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই ছাত্র-জনতা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিরোধী দলের রাজনীতিকরাও ক্রমেই নড়েচড়ে ওঠেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান তাঁর পক্ষে দেশে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। প্রেসিডেন্টের অপার ক্ষমতা। উভয় ইউনিট থেকে ৪০ হাজার করে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচিত করে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ গঠন করা হলো রাতারাতি। ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ১৯৬২ সালের ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দেওয়া হয়। দেশের সব রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করে। কবে, কোথায়, কখন এনডিএফ গঠিত হয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না।

১৯৬২ সালের ৬ জুন শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পান, বললেন আইয়ুবের এই সংবিধান গ্রহণযোগ্য নয়।

১৯৬২ সালের ২৪ জুন ৯ জন বিরোধী দলের নেতা এক যুক্ত বিবৃতি দেন, আইয়ুব খানবিরোধী ওই বিবৃতিটি ছাপা হলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়, রাজনীতির বাতাস বইতে শুরু করে। বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন- নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক ও মাওলানা পীর মোহসীন উদ্দিন আহমদ। ১৯৬২ সালের ৮ জুলাই পল্টনে ৯ নেতা সামরিক আইন ও আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। ১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই আইয়ুব দলবিধি গঠন করে, দল পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন বিবরণ দিয়ে অনুমতি নেওয়ার প্রচলন শুরু করে। ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তখন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এনডিএফ গঠিত হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সমগ্র পাকিস্তানে জনসভার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলন গড়ে তোলেন। জেল থেকে বের হওয়ার পরপর অপরিসীম পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিদেশে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে হোটেলে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসায় আওয়ামী লীগের এক বিশেষ সম্মেলন ডাকেন। এতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, সব জেলা ও মহকুমা শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত হন। এখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়ে পুনরুজ্জীবন ঘটায়। এতে এনডিএফের নেতারা বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে যান। উল্লেখ্য, একমাত্র আওয়ামী লীগেরই নিবেদিত এবং সংগঠিত কর্মী বাহিনী ছিল অলিগলি-মহল্লায়।

আওয়ামী (বাকিং ৩৭ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

জুন/জুলাই	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	১	২
ফজর	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৮	৩.৪৮	৩.৪৯	৩.৪৯	৩.৫০
সূর্যোদয়	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮
জোহর	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	০১.০০
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২
এশা	১০.১১	১০.১১	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.০৯	১০.০৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

‘পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার’



এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন

বাঙালী জাতির জন্য আরেকটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে যাচ্ছে ২৫ জুন। যতদিন বাঙালী জাতি বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকবে, ততদিন এই দিনটির কথা সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল হয়ে থাকবে।

জাতির দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হলো ওই দিন। বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ এই মাহেন্দ্রক্ষণের স্বাক্ষী হতে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে বসবাসরত বাঙালীরাও এই ঐতিহাসিক দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মু-জিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওই দিন সকালে বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদী পদ্মার ওপর নির্মিত ৬.১৫ কি: মি: দীর্ঘ এই নান্দনিক সেতুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এর পরের দিন সকাল ৬টা থেকে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ হলো ও দূর হতে চলেছে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘদিনের সীমাহীন দুর্ভোগ ও দূর্দশার।

উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়া প্রান্তে সকাল ১০টায় সুধীসমাবেশে অংশ নেন। এরপর তিনি টোল দেন এবং সেতুর ফলক উন্মোচন করেন। পরে তিনি গাড়িতে সেতু পাড়ি দিয়ে জাজিরা প্রান্তে আরেকটি ফলক উন্মোচন করেন। এরপর বিকেলে তিনি মাদারীপুরের শিবচরে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। শিবচরের জনসভায় ১০ লাখ লোকের জমায়েত করার পরিকল্পনা নেয় আওয়ামী লীগ। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে বসবাসরত বাঙালীরাও এই উপলক্ষে আনন্দ সমাবেশসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের সবচেয়ে বৃহৎ অর্জন বললে অত্যুক্তি হবে না। এই অর্জন এসেছে জাতির পিতার তনয়া মান-নীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার, এটা আমাদের গৌরব ও আত্ম-মর্যাদার প্রতীক। বিশ্বব্যাংক কথিত ‘দূর্নীতির ষড়যন্ত্রের’ অভিযোগ তুলে ২০১২ সালে পদ্মাসেতুর অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়ালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরবর্তীতে নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মানের এক সাহসী ঘোষণা দেন। দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতিবিদ যখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মানের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিদেশী অর্থায়ন ছাড়াই এই দেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নে অবিচল থাকেন।

সকল জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহকে অমূলক প্রমান করে পদ্মা সেতু আজ বাস্তবতা। দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব এবং ইস্পাত কঠিন সংকল্প ও মনোবলের কারনে এটা সম্ভব হয়েছে। ৭১’-এ বঙ্গবন্ধুর মতো তিনি আবার প্রমান করেছেন বাঙালী



বীরের জাতিও এ জাতি কোন দেশ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা ষড়যন্ত্রের কাছে কখনো মাথানত করে না বা চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না। যা তিনি শিখেছেন তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে। পদ্মা সেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসের সোনালী ফসল, যা বাংলাদেশের সামর্থ্য ও সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। তিনি সেতুটি নির্মান করে সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন, এমন একটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ সম্পন্ন করে দেশের ও প্রবাসের কোটি কোটি বাঙালীর দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। গর্বিত বাঙালী জাতি দেশের জন্য তার এই অসামান্য অবদানকে চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

অর্থনীতিবিদদের মতে পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনবে এবং এর ফলে দেশের জিডিপি কমপক্ষে ১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। তারা মনে করেন পদ্মা বহুমূখী সেতু দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সরাসরি যোগযোগ স্থাপনের পাশাপাশি দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটকে পাল্টে দেবে। ২৫ জুন পদ্মাসেতুর উদ্বোধনের পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মোংলা ও পায়রা বন্দরের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আরো বাড়বে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশকে সংযুক্ত করবে এবং যোগাযোগ, বাণিজ্য, শিল্প ও পর্যটনসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক অবদান রাখবে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত। কংক্রিট ও স্টিলের কাঠামো দিয়ে নির্মিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পদ্মা সেতুতে উপরের স্তরে একটি চার লেনের মহাসড়ক এবং নীচের স্তরে একটি একক ট্র্যাক রেলপথ রয়েছে। ৬.১৫০ কিমি (৩.৮২১ মাইল) দীর্ঘ এবং ২২.৫ মিটার (৭৪ ফুট) প্রস্থসহ সেতুটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু এবং এটি গঙ্গার উপর সবচেয়ে দীর্ঘতম সেতু। এর মোট স্প্যান ও পিলারের সংখ্যা ৪২ ও ৪১। এই সেতুর পাইলের সর্বোচ্চ গভীরতা ১২২ মিটার, যা অন্য সব সেতুর মধ্যে সর্বোচ্চ।

মূল সেতু নির্মাণ করেছে চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, নদী শাসন কাজের জন্য চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন এবং দুটি অ্যাপ্রোচ রোড ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের আবদুল মোনেম লিমিটেডকে নিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বুয়েট এবং কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ব্রিজ নির্মাণের তদারকি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মুল সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। তার আগে ২০১৩ সালের ১২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাজিরা ও মাওয়া পয়েন্টে এ্যাপ্রোচ রোড ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর কাজ উদ্বোধন করেন। ৭ অক্টোবর ২০১৭ সেতুর প্রথম স্প্যান বসে শরিয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে। পদ্মা সেতুর মূলরেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালের জুলাই মাসে।

এক নজরে পদ্মা ব্রীজ

* আনুমানিক খরচ ঃ ৩০,১৯৩ কোটি টাকা (ইউএস ডলার ৩.৮৬৮ বিলিয়ন)
* মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ঃ ৬.১৫০ কিঃ মিঃ
* প্রশস্তঃ ২২.৫ মিটার মিটার
* ভায়াডাক্ট ঃ ৩.১৪৮ কিঃ মিঃ (রোড), ৫৩২ মিঃ (রেল)
* এপ্রোচ রোড ঃ ১২.১১৭ কিঃ মিঃ
* উচ্চতা ঃ ১২০ মিঃ
* জমি অধিগ্রহণ ঃ ১৪৭১ হেক্টর
* মূল সেতুর কাজের উদ্বোধন ঃ ডিসেম্বর ১২, ২০১৫
* প্রথম স্প্যান স্থাপন ঃ ০৭ অক্টোবর, ২০১৭
* এপ্রোচ রোডের কাজ শুরু ঃ নভেম্বর ১২, ২০১৩
* মোট পিলার ও স্প্যান ঃ ৪২টি ও ৪১টি
* লেন ঃ ০৪ লেন
* লোড লিমিট ঃ ১০,০০০ টন
* পানির মধ্যে গভীরতা ঃ ১২২ মিঃ
* মূলরেল প্রকল্পের কাজ শুরু ঃ জুলাই, ২০১৮
* মোট রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ঃ ১৬৯ কিঃ মিঃ
* রেল লাইন স্থাপনের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৩৯,২৪৬.৭৯ কোটি টাকা (ইউএস ডলার ৪.৫৫ বিলিয়ন)
* রেল লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হবে ঃ জুন, ২০২৪

লেখক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত মিনিস্টার (প্রেস)



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকমুক্ত দিবস

সমস্যার গভীরে মাদকাসক্তি

আফতাব চৌধুরী



মাদকাসক্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক কারণের সঙ্গে সামাজিক কারণও জড়িয়ে আছে। বিশৃঙ্খল পারিবারিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও একজন মাদকে আসক্ত হতে পারে। জনস্বার্থে প্রচারের উপাদান বিকৃত সংস্কৃতিপূর্ণ হলে, কৈশোর, যৌবনে বিদ্রোহী ও বেপরোয়া মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে, সহজ আনন্দ লাভের বাসনায় বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের প্রভাবে, মাদকের প্রতি কৌতুহলে, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়াস, মাদকের কুফলের অজ্ঞতায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলায়, মাদকের সহজলভ্যতায়, বেকারত্ব, হতাশা, আর্থিক অভাব-অনটন ইত্যাদি কারণে ব্যক্তি বিশেষের মাদকাসক্তি ঘটে থাকে। যখন কোনও যুবক তার আপনজন ও শুভাকাঙ্খীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় তখনই সে নিঃসঙ্গতায় ভুগে। নিঃসঙ্গতা মানুষের জীবনে বিরাট অভিশাপ। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা কাটাতে প্রয়োজন হয় অবিরাম নেশার। যখন সে আরো কোণঠাসা হয়ে একাকীত্ববোধ করে আপনজন এবং হিতাকাঙ্খী বন্ধুদের কাছ থেকে আরও বেশী দূরে সরে যায় তখন প্রয়োজন হয় নতুন বন্ধুর। সে খুঁজে নেয় নেশা জগতের মাদকাসক্ত বন্ধুদের। মিশে যায় নেশার জগতে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাদকাসক্তি সৃষ্টিকারী ওষুধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিভাজন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

(১) স্নায়ু নিস্তেজক প্রশান্তিদায়ক মাদক। বলা ভাল, আচ্ছন্নতা উদ্রেককর মাদক। এর মধ্যে রয়েছে আফিম থেকে সৃষ্টমাদক- আফিম, মরফিম, হেরোইন, পেথিড্রিন, কোডেইন, মেথাজেন, ইত্যাদি, বারবিচুয়েট শ্রেণীর মাদক-গার্ডিনাল, সোনোবিল, সেকোনাল, অ্যামাইটাল, ক্লোরাল, সেপ্রোবোমেট, ডায়াজিপাস, নাইট্রোজেপাম, সেবাকুয়ালন ইত্যাদি। অ্যালকোহল শ্রেণীর মাদক-হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা মাদক ইত্যাদি।

(২) স্নায়ু উত্তেজক মাদকের মধ্যে রয়েছে কানবিস জাতীয় মাদক-গাঁজা, ভাং, চরস, সিদ্ধি। অ্যাসকিটাসিন জাতীয়- সেথিড্রিন, ডেকসোড্রিন, প্রেলুড্রিন, রিটালিন, ফেন-ফ্ল্যুরামিন ইত্যাদি। কোকেন জাতীয় মাদকের মধ্যে রয়েছে কোকেন বড়ি, নস্যি, পেস্ট ইত্যাদি।

(৩) মায়াবিভ্রমকারী মাদকের মধ্যে এলএসডি, স্যাসকোলিন।

(৪) তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মাদক রয়েছে। এর মধ্যে তামাক ও নিকোটিন, সিগারেট, চুরুট, বড়ি, হুক্কা, জর্দা, খৈন, সাদাপাতা ইত্যাদি। পেট্রোলিয়াম উদ্ভুত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ভিস্ক, নিস্ক আধা শোকা (এরালডাইট) ইত্যাদি।

আফিম জাতীয় নেশার প্রতিক্রিয়া- এলকালয়েড বেশি থাকায় এটি বিশেষভাবে ঘুম পাড়ায়। খুব তাড়াতাড়ি দেহের যন্ত্রণা কমায়। এর থেকে তৈরী যন্ত্রণানাশক ওষুধের নাম হেরোইন। এটি নেশার রাজা। বাদামী রঙের (ব্লাউন সুগার) এবং সাদা রঙের হেরোইন নেশা জগতে বিশেষভাবে পরিচিত। হেরোইন পাউডার ধূমপানের মাধ্যমে নাকের ভিতর দিয়ে টেনে নেওয়া এবং তরল হেরোইন ইনজেকশনের মধ্য দিয়ে শিরায় ব্যবহার হয়ে থাকে। নেশা গ্রহণের মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শরীরে একটা খিচুনি হয়। সেবনকারী বাস্তব জগৎ থেকে মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্ন জগতে চলে যায়। এর স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে নেশাদ্রব্য গ্রহণ করার পরিমাণের উপর এবং আসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কের সহ্য ক্ষমতার উপর। দেহে হেরোইনের কার্যকারিতা কমতে শুরু করতেই শুরু হয় নানা উপসর্গ। এর থেকে মুক্তি পেতে আবার চাই হেরোইনের নতুন মাত্রা। হেরোইন প্রত্যাহার জনিত লক্ষণ খুবই মারাত্মক। শারীরিক মানসিক যন্ত্রণার জন্য সময়মত হেরোইন না পেলে আসক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। বারবিচুরেট ধরনের ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম দিকে বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হলেও পরবর্তীতে নেশার জন্য বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে গার্ডিনাল, থেপ্রোবাসেট, ডায়াদিপাম ইত্যাদি। মস্তিষ্কে এ ধরনের ড্রাগের প্রভাবে চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতা আসে। পরিবেশ বেখেয়ালি হয়। আসে আছন্ন নিদ্রাভাব, ভ্রান্তি, মতিভ্রম দেখা দেয়। ওষুধের কার্যকারিতা কমে গেলে মৃগী রোগীর গায়ে খিচুনি এবং প্রলাপ বকা শুরু হয়।

ক্যানাবিস জাতীয় ওষুধের প্রতিক্রিয়া-গাঁজার ধোঁয়া, সিগারেটের মশালায় চরস ধোঁয়া বা সিদ্ধি-ভাং সেবনের পর পরই আসে মানসিক আনন্দ, বেশি কথা বলার প্রবণতা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, শুকনো কাশি, হৃদস্পন্দন ও রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটা ইত্যাদি। ওষুধের পরিমাণ বাড়লে সেবনকারী ভয় পেয়ে যায়। বিভিন্ন ভয়ের দৃশ্য দেখে নিজেকে এবং কখনও অন্যকে হত্যা পর্যন্ত করতে চায়।

অ্যাসফিটাসিন ওষুধের প্রতিক্রিয়া- এটা বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। চোখের তারা মোটা হয়। ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে। ক্ষিধে নষ্ট হয়ে যায়, অনিদ্রা দেখা দেয়। বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে মৃত্যু ঘটতে পারে। নেশাখোররা এগুলো ঐ ওষুধ-বড়ি হিসেবে খায় কখনও তরলীয় ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করায়।

বিভিন্ন ধরনের নেশার হাত থেকে আমাদের যুবসমাজকে বাঁচাতে হলে পরিকল্পিতভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সরকারি সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে বেসরকারি স্তরেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, নিউইয়র্ক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেডারেল মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

(১৬ পাতার পর)

নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নির্মাণকাজ হচ্ছে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প। পুরো বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে একটি একটি করে পিলার ও প্যান উন্মত্ত পদ্মার বুক চিড়ে তৈরি হচ্ছে। আজ পদ্মা সেতু ও সেতুসংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠামো গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এমন চ্যালেঞ্জিং, অত্যাধুনিক, বিশালাকার ও নান্দনিক স্থাপনার নানাবিধ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত এবং বাংলাদেশ সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে নির্মাণ, নিরাপত্তা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে করেছে আত্মবিশ্বাসী এবং বাড়িয়েছে তার কর্মদক্ষতা। মহতি এ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনগণের আস্থার প্রতীক হিসাবে নিজের অবস্থানকে করেছে সুদৃঢ়।

এক নজরে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

* ১০.৫ কিমি. দীর্ঘ জাজিরা অ্যাপ্রোচ রোড এবং ব্রিজ অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ।
* ১.৬৭ কিমি. দীর্ঘ মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড এবং ব্রিজ অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ।
* মূল সেতু ও নদীশাসনে নিয়োজিত সহস্রাধিক প্রকৌশলী, দেশি-বিদেশি পরামর্শক এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা।
* একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রিগেড (৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড) কর্তৃক সেতুর সামগ্রিক নিরাপত্তা।
* নদীভাঙন রোধকল্পে নদীর তীরবর্তী মাওয়া-কান্দিপাড়া-যশোলদিয়া এলাকায় ১,৩০০ মিটার আপৎকালীন জরুরি নদীশাসন।
* কাঁঠালবাড়ী ফেরিঘাট সংযোগ সড়ক (৬ কিমি.) প্রশস্তকরণ।
* শিমুলিয়া ফেরিঘাট এলাকার ৩ কিমি. রাস্তা।
* পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিমি. দীর্ঘ অত্যাধুনিক রেললাইন।
* ঢাকা হতে মাওয়া এবং জাজিরা হতে ভাঙ্গা পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫ কিমি. দীর্ঘ দেশের সর্বপ্রথম অ্যাক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে (এন-৮)।
* পদ্মা বহুমুখী সেতু ও পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং সংস্কার।

লেখক: সেনা কর্মকর্তা

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে রহমত আলীর প্রশ্নঃ

আমার এক বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে উল্লেখ করা ছিলো যে তিনি বিবাহিত এবং তার সন্তান আছে। কিন্তু যখন ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিস থেকে পিটিশন এপ্রুভ হয়েছিলো। ঐ এপ্রুভাল নোটিশে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের নাম উল্লেখ ছিলো। এ কারণে এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং স্তানের ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

রহমত আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আমার ধারণা ঐ ভাই অবিবাহিত এবং ২১ নিম্ন বয়সের। ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি হিসেবে চাচার সাথে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য কোয়ালিফাই করবেন। ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে একজন ইমিগ্র্যান্ট হবেন এমন ব্যক্তির স্পাউস এবং অনুর্ধ্ব ও অবিবাহিত।

এই অবিবাহিত এবং অনুর্ধ ২১ বছর বয়সের সন্তান ঐ ব্যক্তির ফ্যামিলি অথবা এমপ্লয়মেন্ট প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে পিটিশন ফাইল করেছেন। এরপর ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি প্রক্রিয়ায় তার স্পাউস এবং সন্তান পেপার ওয়ার্কের জন্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনার এইসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

কংগ্রেস ইবি-৫ সংস্কার এবং ইন্টিগ্রিটি এ্যাক্ট-২০২২ পাশঃ

আপনাদের পুনরায় জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে ইবি-৫ সংস্কার সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হলোঃ

ইউএস কংগ্রেস ইবি-৫ সংস্কার এবং ইন্টিগ্রিটি এ্যাক্ট -২০২২ পাশ করেছে। ফলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ইবি-৫ আঞ্চলিক সেন্টার প্রোগ্রাম পুনরায় চালু করা হবে। ন্যূনতম ইবি-৫ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধ হবে এবং গ্রামাঞ্চলে (রুরাল এরিয়া) বার্ষিক ইবি-৫ কোটায় ইমিগ্র্যান্ট ভিসার শেটা, উচ্চকর্মহীন এলাকায় কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো প্রকল্প পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।

বিলটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টঃ

ইবি-৫ রিজিওনাল সেন্টার প্রোগ্রাম ২০২৭ পর্যন্ত পুনরায় শুরু হবে। ২০২১ সালের জুন থেকে এই প্রোগ্রামের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নতুন পাশ হওয়া বিলে ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড টার্গেট এমপ্লয়মেন্ট এরিয়া (টিইটি) সহ উচ্চ কর্মহীন এলাকায় এবং অবকাঠামো প্রকল্পে ন্যূনতম বিনিয়োগ ৮ লাখ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

কুইন্স থেকে এস হকের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএসএ'র গ্রিনকার্ডধারী। আমি আমার ২ সন্তানসহ এদেশে এসেছিলাম। গ্রিনকার্ড পাবার পর তাদের নিয়ে আমি দেশে চলে যাই। দেশে যাবার পর আমার স্বামীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশে আমি বিয়ে করেছি। তারপর আমার এই স্বামীকে নিয়ে আমি এদেশে চলে আসি। আমার সন্তানেরা বাংলাদেশে তাদের বাবার কাছে রয়ে যায়।

এখন আমার সন্তানেরা এখানে চলে আসতে চায়। কিন্তু আমার গ্রিনকার্ডধারী সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে ২ বছরের বেশি থাকায় তাদের গ্রিনকার্ড নষ্ট করে ফেলেছে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তাদের এদেশে আনার কোন উপায় আছে কিনা?



এস, হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে আপনার সন্তানেরা বিনা অনুমতিতে ২ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করছে। একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্টকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস'র বাইরে এক বছরের কম সময় অবস্থান করতে পারেন। যদি এক বছরের বেশি সময় ইউএসএ'র বাইরে অবস্থান করার পরিকল্পনা থাকে তবে এদেশের বাইরে গেলে পুনরায় এদেশে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। পুনঃ প্রবেশের অনুমতি (রি-এন্ট্রি পারমিট) ইস্যু হবার তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত এটা বৈধ থাকে। অর্থাৎ ইমিগ্রেশনের লিখিত অনুমতি নিয়ে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে ২ বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। গ্রিনকার্ড বৈধ থাকবে যদি এটা ধরে রাখা যায়।

সাধারণত একজন গ্রিনকার্ডধারী ৬ মাসের কর্ম সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন না। কিন্তু এর বেশি সময় ইউএসএর বাইরে অবস্থান করে ফিরে আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে। বিনা অনুমতিতে একজন গ্রিনকার্ডধারী যদি একবছর বা তার বেশি সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করে পুনরায় এদেশে প্রবেশ করতে চায় তবে ইমিগ্রেশন অফিসার এই প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কারণ নিয়ম অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী এক বছরের কম সময়ের মধ্যে আবার এদেশে ফিরে আসবেন।

ইউএস এ এক বছর অনুপস্থিত থাকার পর পুনঃ প্রবেশের অনুমতি না থাকায় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপনার সন্তানেরা তাদের গ্রিনকার্ডের স্ট্যাটাস হারিয়ে ফেলেছে কারণ তারা বাংলাদেশে এক বছরের বেশি সময় কোন অনুমতি ছাড়াই অবস্থান করেছে। এ ব্যাপারে আপনার জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে এক গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তানদের জন্য আবার আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনিতো একজন গ্রিনকার্ডধারী সেকারণে আপনি আপনার সন্তানদের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

আমাদের ধারণা আপনার সন্তানেরা ২১ নিম্ন বয়সের। ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ ক্যাটাগরিতে পড়ে। উল্লেখ্য যে গ্রিনকার্ডধারী তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন না। তবে ২১ উর্ধ্ব অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে জানা থাকা প্রয়োজন কোন ক্যাটাগরীতে কাদের জন্যে আবেদন করা যায়।

গ্রিনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিতদের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তান

গ্রিনকার্ডধারী সন্তানদের দুটি ক্যাটাগরী হচ্ছে

ক) ২১ নিম্ন বয়সের এবং (খ) ২১ উর্ধ্ব বয়সের।

একজন গ্রিনকার্ডধারী বিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারে না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

পদ্মাসেতু শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, গাইবে বাংলাদেশের জয়গান

শিতাংশু গুহ



দেশের টাকায় দেশের সেতু বাংলাদেশের পদ্মাসেতু। পদ্মাসেতু একটি মাইলস্টোন, এটি দেশের জন্যে আরো সন্মান, মর্যাদা এনে দেবে। খুলে দেবে নুতন অর্থনৈতিক দিগন্ত। বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং সরকার-কে।

আমি বহুদেশে অনেক সেতু দেখেছি, পদ্মাসেতু দেখিনি, ২৪ জুন ২০২২ এর উদ্বোধন, সবার মত আমিও উত্তেজিত, আনন্দিত, গর্বিত। এটি দৃষ্টিনন্দন, আইকনিক, দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান, নিশি অবসানে নুতন সূর্যোদয়। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

কথায় বলে, 'এক লক্ষ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয়না', পদ্মাসেতু নিয়ে কত কোটি কথা হয়েছে, পক্ষে-বিপক্ষে কত নিউজ ছাপা হয়েছে তা কে জানে? গুগুল জানাচ্ছে, উদ্বোধনের আগেই পদ্মাসেতু নিয়ে এক কোটি এগারো লাখের বেশি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, যা ঐতিহাসিক ঘটনা।

পদ্মা পাড়ের মানুষ উচ্ছসিত সুন্দর ভবিষ্যতের আশায়। এটি বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। স্বপ্নের পদ্মাসেতু ঋণমুক্ত। এটি শুধু একটি সেতু নয়, এক মহাকাব্য, যে কাব্যের রচয়িতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এ কৃতিত্ব তাঁর। তিনি বলেছেন, 'এটি শুধু সেতু নয়, প্রকৌশল জগতের বিস্ময়'।

এই সেতু পুরো দেশে 'বিজয় ডঙ্কা' বাজিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ এতে আনন্দিত। আমায় একজন বললেন, পৃথিবীতে এমন বহু সেতু আছে, এতে এত আনন্দের কি আছে? আমি বললাম, তা আছে, আমাদের তো নেই? আমাদের হলো, এতেই আমাদের আনন্দ।

একটি কার্টুন দেখছিলাম, সেতুর নীচে ম্যাডাম জিয়া, মির্জা ফখরুল ও অন্যরা সাঁতার কাটছেন। ফখরুল বলছেন, 'ম্যাডাম সেতু তো হয়ে গেলো, আমরা কি এখন নৌকা দিয়ে পার হবো? ম্যাডাম বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বলেন, 'চুপ, নৌকাও তো ওদের?।

আনন্দটা সেখানেই, দেশে যা কিছু মহৎ, কল্যাণকর বা এমনকি স্বাধীনতা পর্যন্ত সবই আওয়ামী লীগের অবদান। আমাদের যমুনা বহু-মুখী সেতু আছে, সেটিও উদ্বোধন হয়েছিলো ১৯৯৮ সালে, শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় ছিলো।

পদ্মাসেতু'র উদ্বোধনের কষ্টে ম্যাডাম জিয়ার হার্ট এটাক হয়েছে। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। সুস্থ হয়ে তিনি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত থাকুন। সরকার ম্যাডাম জিয়া ও নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিরোধিতা করলেও এ আনন্দযজ্ঞে সবাই অংশীদার থাকুক।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা উঠে গেছে, এটিও পদ্মাসেতু'র শুভ-প্রভাব। পদ্মাসেতু নিয়ে যাঁরা সমস্যার কথা ভাবছেন, তাদের বলা যায়, যাঁরা পদ্মাসেতু বানাতে পারেন, তাঁরা সমস্যাও সমাধা করতে পারবেন। যাঁরা ভাবছেন সেতু ভেঙ্গে পড়বে তারা নিরাশ হবেন, প্রযুক্তি এখন অনেক উন্নত, সেতু ভাঙ্গবে না, শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সেতু নিয়ে একটি গল্প বলি, গল্প নয় সত্যি। সেতুর নাম, 'মোস্তার শহরের পুরাতন সেতু', নির্মিত হয় ১৫৬৬ সালে। তৈরী করেছেন টার্কিস বিল্ডার মাষ্টার মিমার হজদিন। সেতুটি উদ্বোধন পর্যন্ত তিনি মৃত্যু'র প্রহর গুনছিলেন, কারণ ইস্তাম্বুলের সুলতান ঘোষণা করেছিলেন যে, 'এবার ব্রীজ না টিকলে বিল্ডার মাষ্টারের মুন্ডুচ্ছেদ করা হবে'। প্রথমবার সেতু নির্মাণে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মোস্তার শহরের সেতুটি শুধু টিকেছিলো তা নয়, এটি চার শতাব্দীর বেশি দাঁড়িয়েছিল (১৯৯৩ সালে বসনিয়া যুদ্ধের সময় তা ধ্বংপ্রাপ্ত হয়)। উন্মত্ত পদ্মার বুক চিরে গড়ে ওঠা আমাদের পদ্মাসেতু বহু শতাব্দীকাল ধরে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং গাইবে বাংলাদেশের জয়গান, 'জয় বাংলা বাংলার জয়'।

নিউইয়র্ক।

e-mail: guhasb@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

প্রধানমন্ত্রীর সততা ও সাহসিকতার প্রতীক পদ্মা সেতু



জুনাইদ আহমেদ পলক

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। ৮৮ শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতাও ছিল ৮৮ ভাগ। বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি না, এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, বাংলাদেশ হলো 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র দেশ। বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়নের দ্বিতীয় বছরে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের জিডিপি ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়, যা আজও রেকর্ড। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক ও আধা গণতন্ত্রী শাসকেরা স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতার অংশীদার করে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে দেশ শাসন করে। তাদের আমলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কখনোই ৪ থেকে ৫ শতাংশের ওপরে ওঠেনি।

কিন্তু আমরা যদি ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনার সময়কে বিবেচনায় নিই, তাহলে কী দেখতে পাই? বঙ্গবন্ধুর পরে অর্থনীতি, উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রকে তিনি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ, যা কোভিড-১৯ মহামারির আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৮ শতাংশের ওপর। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪১তম অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের কাছে উন্নয়নের বিস্ময়। বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন অভিযাত্রায় এবার বিশ্বের কাছে বিস্ময় জাগানো আরও মাইলফলক অর্জন যোগ হতে যাচ্ছে ২৫ জুন। এদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। এটি শুধুই একটি সেতু নয়; এটি একদিকে যেমন একসময়ের ৮৮ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার ইতিহাস সৃষ্টির সেতু, অন্যদিকে তেমনি ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাহস ও সততার উদাহরণ সৃষ্টির সেতু। এ নিবন্ধের অবতারণা পদ্মা সেতু নির্মাণকে ঘিরেই।

২০১৫ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয়। এ নির্মাণযজ্ঞ চলার মধ্যেই কানাডার ফেডারেল কোর্টের রায়ে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সরকার সাত বছরে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। অর্থনীতিবিদসহ অনেকেই বলেছিলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন দূরদর্শী নেতা। প্রমত্ত পদ্মা নদীর ওপর সেতু একটি নির্মাণ তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। কারণ, পদ্মা সেতু নির্মিত হলে তা শুধু



দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাবে না, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, শিক্ষা, বাণিজ্য–সব ক্ষেত্রেই এ সেতুর বিশাল ভূমিকা থাকবে। সমন্বিত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এ অঞ্চলকে ট্রান্সএশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠিত হবে। মোংলা বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যাবে বহুগুণ। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পর্যটনসহ শিল্পের প্রসার ঘটবে। পদ্মার দুই পারে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই নগরীর আদলে শহর গড়ে উঠবে। বিশ্বব্যাংকের স্বাধীন পরামর্শক এবং সেতু বিভাগের নিয়োজিত পরামর্শক সংস্থার সমীক্ষা থেকেও জানা যায় পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে। সমীক্ষায় বলা হয়, পদ্মা সেতু নির্মিত হলে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ। এ ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পায় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের পদ্মা সেতু। ১৯৯৯ সালে পদ্মা সেতুর প্রাক্□-সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ২০০১ সালের ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

পরিতাপের বিষয়, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়নের শুরু সরল পথে হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এ সেতুর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বিশদ সমীক্ষার পর ২০০৪ সালে জাইকা মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণের সুপারিশ করে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তারা বিশদ সমীক্ষার আলোকে পদ্মা সেতু প্রকল্প একনেকের সভায় পাস করেনি। এর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু নির্মাণে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পদ্মা সেতু নির্মাণ অঙ্গীকার আকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। দেশের মানুষের সৌভাগ্য, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। তিনি আবারও পদ্মা সেতু নির্মাণ অগ্রাধিকার দিয়ে এর বাস্তবায়ন দ্রুততর করার উদ্যোগ নেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পদ্মা সেতু প্রকল্প দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। ২০১১ সালে বিশ্বব্যাংক অভিযোগ করে, তারা পদ্মা সেতু প্রকল্পে 'বিশ্বাসযোগ্য' দুর্নীতির ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছে, উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অভিযোগের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং বিশ্বব্যাংককেই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে বলেন। বিশ্বব্যাংক কানাডীয় এসএনসি-লাভালিনের বিরুদ্ধে কানাডীয় রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তী সময়ে কানাডীয় আদালতে একটি মামলা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ২৯ জুন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক পদ্মা সেতুর ঋণ বাতিল করেন। প্রশ্ন হলো, যে প্রকল্প ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ, এর বাস্তবায়নে তো একটি টাকাও ছাড় করা হয়নি।

পুনরায় ঋণ পেতে বিশ্বব্যাংক সরকারকে একের পর শর্ত দিতে থাকে। বিশ্বব্যাংকের দাবি অনুসারে সরকার সৈয়দ আবুল হোসেনকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেতু বিভাগের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলে এবং তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। তিনি চাকরিও হারান। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানকে ছুটিতে যেতে হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণসহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি।

এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর অবস্থান নেন, তিনি ২০১২ সালের জুলাইয়ে জাতীয় সংসদে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। এটি ছিল সময়োপযোগী সাহসী উচ্চারণ, যা দেশ-বিদেশে সব মহল কর্তৃক সমাদৃত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে ৩১ জানুয়ারি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট এবং এডিবি, জাইকা ও আইডিবিকে লেখা দুটি পত্রে পদ্মা সেতু প্রকল্পে তাদের অর্থায়নের প্রয়োজন নেই বলে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন।

২০১৫ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয়। এ নির্মাণযজ্ঞ চলার মধ্যেই কানাডার ফেডারেল কোর্টের রায়ে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সরকার সাত বছরে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। অর্থনীতিবিদসহ অনেকেই বলেছিলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু তা হয়নি। প্রকৃত সত্য হলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা, সাহস ও সততার কাছে ষড়যন্ত্র পরাভূত হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তাই পদ্মা সেতু কেবলই একটি সেতু নয়, এটি জননেত্রী শেখ হাসিনার সততা ও সাহসিকতার প্রতীক।

লেখক: সংসদ সদস্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

২৪ ঘণ্টায় দেড় হাজারের বেশি করোনা শনাক্ত

বাংলাদেশে পরপর গত চার দিনে করোনায় একজন করে মৃত্যু হয়েছে। তবে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এ সময় ১ হাজার ৬৮৫ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৮৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১২ দশমিক ১৮। আগের দিন এ হার ছিল ১৪ দশমিক ৩২। ১ হাজার ৩১৯ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর আগে দেশে করোনা শনাক্তের হার ১০এর ওপরে ছিল গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১০ দশমিক ২৪। এরপর শনাক্তের হার ধারাবাহিকভাবে কমে ছিল। বাংলাদেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে করোনা সংক্রমণের চিত্রে কয়েক দফা ওঠানামা করতে দেখা গেছে। করোনা পরিস্থিতি প্রায় সাড়ে তিন মাস নিয়ন্ত্রণে থাকার পর গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। করোনার নতুন ধরন অমিক্রনের প্রভাবে দ্রুত বাড়তে থাকে রোগী শনাক্ত ও শনাক্তের হার। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে নিয়মিতভাবে রোগী শনাক্ত ও শনাক্তের হার কমেছে। দেশে সংক্রমণ কমে আসায় আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। তুলে নেওয়া হয় করোনাকালীন বিধিনিষেধ। গত ২৫ মার্চ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১০০-এর নিচেই ছিল। এরপর থেকে তা প্রতিদিন বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় যে ১ হাজার ৬৮৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ৫৮৪ জন ঢাকা বিভাগের। এর মধ্যে ১ হাজার ৫১১ জনই মহানগরসহ ঢাকা জেলার। বাকি বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামে ৭১, বরিশাল ১০, রাজশাহী ৮, খুলনা ৫, সিলেট ৩ এবং রংপুরে ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়। সংক্রমণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ১৯ লাখ ৬২ হাজার ২১৩ জনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬ হাজার ৪১৭ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ২৯ হাজার ১৩৫ জনের। দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, 'নো মাস্ক, নো সার্ভিস' নীতি প্রয়োগসহ ছয় দফা ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সরকারের করোনাসংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি। গত মঙ্গলবার রাতে ভার্চুয়ালি এক সভায় কমিটি এসব পরামর্শ দেয়। পরামর্শের মধ্যে আরও রয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনসাধারণকে আবারও উদ্বুদ্ধ করার জন্য সব গণমাধ্যমকে অনুরোধ জানানো, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও জনসমাগম বর্জন করতে হবে। ধর্মীয় প্রার্থনার স্থানে (যেমন মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

বিশ্বে বাসযোগ্য নগরের তালিকায় শীর্ষে এই শহর

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাই এখন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ইকনমিস্ট ইন্টালিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)-এর রিপোর্টে অকল্যান্ডকে পেছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এসেছে এই শহর। আর অকল্যান্ড নেমে গেছে ৩৪তম স্থানে। ২০১৮ এবং ২০১৯-এর পর আবারও বিশ্বের সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরের তকমা ছিনিয়ে নিল ভিয়েনা। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশ ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। তাই, ইউক্রেনকে এই সমীক্ষায় রাখা হয়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সামগ্রিক স্থিতাবস্থা, উপযুক্ত পরিকাঠামো, অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যপরিসেবা এবং সংস্কৃতি ও বিনোদনের বিপুল সুযোগই ভিয়েনার বাসিন্দাদের মন জয় করে নিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বাসযোগ্য প্রথম ১০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ইউরোপেরই ছ'টি শহর। ভিয়েনার পরই রয়েছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ও সুইজারল্যান্ডের জুরিখ। ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা। সপ্তম ও নবম স্থান দখল করেছে যথাক্রমে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ও নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম। কানাডার কালগেরি শহর যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে। ভ্যাঙ্কুভার পঞ্চম ও টরন্টো অষ্টম স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, জাপানের ওসাকা ও অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন যুগ্মভাবে দশম হয়েছে। তালিকায় ৩৩তম স্থানে রয়েছে লন্ডন। স্পেনের বার্সেলোনা ও মাদ্রিদ পেয়েছে যথাক্রমে ৩৫ এবং ৪৩তম স্থান। ইতালির মিলান দখল করেছে ৪৯তম স্থান। প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে নেই নিউ ইয়র্ক। এই মার্কিন শহরে রয়েছে ৫১তম স্থানে। আর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তালিকায় ১৬৬তম স্থানে রয়েছে। এবার তালিকা করা হয় বাসযোগ্য ১৭৩ শহরের। এর আগের বছর ১৪০ শহরের তালিকায় ঢাকা ছিল ১৩৭তম।

ইতিহাসে 'দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট' পাওয়ার পথে ভারত

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ভারতের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বিজেপি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে দ্রুপদি মুরমুকে। তিনি ওড়িশার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। যদি দ্রুপদি মুরমু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী হিসেবে প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্করণ করবেন তিনি। তাছাড়া ভারতের ইতিহাসে প্রথম উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে প্রেসিডেন্ট হবেন দ্রুপদি মুরমু। এর আগে ২০০৭ সালে প্রতিভা পাটিল ভারতের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ২০১২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ৬৪ বছর বয়সী দ্রুপদি মুরমু একজন প্রবীণ রাজনীতিবীদ। ওড়িশার বিভিন্ন সিনিয়র পদে কাজ করেছেন তিনি। আগে ছিলেন স্কুল শিক্ষক। বর্তমানে ঝাড়খ-ের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছেন। ভারতের সংসদে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। ফলে দ্রুপদি মুরুম নিশ্চিতভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, উপজাতি সম্প্রদায়ের হওয়ায় দ্রুপদি মুরমুকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ভোট দেবে অন্যান্য দলগুলোও। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিজেপির সংসদীয় বোর্ড সভা হয়। সেখানেই দ্রুপদি মুরমুকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলা হয়।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যনীতি প্রয়োজন

নূরে আলম সিদ্দিকী

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশদূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ, প্লাস্টিক বর্জ্য অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। বিষয়গুলো পরিবেশসচেতন মানুষ ও বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের কারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যেসব উদ্বেগের কথা অনেক আগে থেকে বলে এসেছেন, সেসবই আজ বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে। হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ঋতু পরিবর্তন, অগ্নিকান্ডে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে চলে এসেছে। অনেক প্রজাতির পশু-পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। এ সবই এক ভয়াবহ আগামীর ইঙ্গিত করছে।

শিল্প বিপ্লব-পূর্ব যুগে মানুষের ভোগের চাহিদা এতটা ব্যাপক, সর্বজনীন আর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল না। তখন বেশির ভাগ মানুষ অতি বিলাসদ্রব্যের চাহিদা পূরণের চেয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণকেই প্রাধান্য দিত এবং এই চাহিদাগুলোর বেশির ভাগই স্থানীয় উৎস থেকে পূরণ করার চেষ্টা করা হতো। এর পরও অনেক পণ্য ও খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল, যা বর্তমান সময়ের মতো এতটা ব্যাপক ছিল না। কিন্তু শিল্প বিপ্লব-পরবর্তী যুগে নিত্যনতুন ভোগ্যপণ্য আর বিলাসদ্রব্যের উদ্ভাবন, উৎপাদন ও উন্নয়ন মানুষকে বৈচিত্র্যময় ভোগবাদিতার দিকে ঠেলে দেয়, যার ব্যাপ্তি প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে নিত্যনতুন কলকারখানা তৈরি হয়েছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণও বেড়ে চলেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণই হচ্ছে কার্বন নিঃসরণ। সেই কার্বনের প্রধান উৎস হচ্ছে কলকারখানার ধোঁয়া। বিশ্বের মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ বেশির ভাগ কলকারখানার মালিক অথবা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী। কলকারখানাগুলোতে একদিকে যেমন অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে অতি উচ্চমূল্যের বিলাসদ্রব্য, যেগুলোর ভোক্তা পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। কাজেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাণিজ্য-বিনিয়োগনীতির মৌলিক কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশদূষণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগনীতিতে কিছু পরিবর্তন বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত পরিবেশ বিপর্যয় অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে। এই নীতি বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও বেসরকারি খাতের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি সরকারেরও ভূমিকা আছে। সরকারগুলো তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা প্রভৃতিতে জ্বালানির উৎস হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে প্রাধান্য দেবে এবং সেই সঙ্গে হ্রাসকৃত শুল্কে, প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সৌরশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত পরিবেশবান্ধব সোলার প্যানেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সব ধরনের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ও বাণিজ্যিক বাধা দূর করে বাণিজ্যিক উদারীকরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে।

অতিরিক্ত মৎস্য আহরণের কারণে মহাসমুদ্রের জীববৈচিত্র্য আর কোরাল রিফ আজ হুমকির সম্মুখীন। সারা বিশ্বে প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার বা তার সমপরিমাণ অর্থ সরকারিভাবে ব্যয় করা হয়, যেগুলো অতিরিক্ত মৎস্য আহরণকে উৎসাহ কিংবা সহায়তা প্রদান করে এবং যা ওশেনিক ইকোসিস্টেমকে ধ্বংস করছে।

জি-টোয়েন্টিভুক্ত দেশগুলো বিশ্ব জিডিপির শতকরা ৮৫ ভাগ ধারণ করে এবং বিশ্বের কার্বন নিঃসরণ এর শতকরা ৮০ ভাগ এই দেশগুলোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আন্তর্জাতিক আইনেও সেসব দেশ পরিবেশ রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড গঠনে বাধ্য। তবে বর্তমানে যা করা হচ্ছে তা ক্ষতির তুলনায় খুবই সামান্য।

গবেষণা আর ইনোভেশনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে নতুন ধরনের গ্রিন এনার্জি আবিষ্কৃত হয়। একই সঙ্গে এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা হয় যেখানে কলকারখানাগুলো অপেক্ষাকৃত কম জ্বালানিনির্ভর হয়। এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি কার্বন নিঃসরণের শতকরা ২ ভাগের জন্য দায়ী। এগুলোও ইনোভেশনের মাধ্যমে তা কমিয়ে আনতে হবে। বিদ্যুৎ, বায়ু ফুয়েল ও হাইড্রোজেনচালিত যানবাহনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে টেসলা, বিএমডাব্লিউ, ফোকসভাগেন আর হোন্ডার মতো অন্য কম্পানিগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বেশির ভাগ গাড়ি হবে বিদ্যুৎ ও হাইড্রোজেনচালিত। আর এভাবেই নতুন প্রযুক্তির উৎকর্ষের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনের পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংরক্ষণের আরো নতুন ও কার্যকর কৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় পরিবেশদূষণের কারণে। আর পরিবেশদূষণের প্রধান কারণ হচ্ছে মানহীন শিল্পায়ন আর অপরিকল্পিত নগরায়ণ। কাজেই পরিকল্পিত নগরায়ণ, দূষণমুক্ত কলকারখানা স্থাপন আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সীমাহীন ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবজাতির অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। আর এ জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আর কঠোর পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যনীতির বাস্তবায়ন।

লেখক: পরিবেশ বিষয়ক লেখক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

পদ্মাকাহন : আমাদের স্বপ্নের সেতু



ড. বেনজীর আহমেদ

গোল্ডেন গেট ব্রিজ, সানফ্রানসিসকো। স্কুলের নিচের ক্লাসে বইয়ে এক আমেরিকান কবিতা পড়েছিলাম এ ব্রিজ নিয়ে লেখা। বইয়ের এক পাতা, মাঝ বরাবর অর্ধেকে ব্রিজটির দম্ভপূর্ণ ছবি, ডান পাশে কবিতাটি ছাপা। স্কুলবয়সি এক শিশুর মনে আঁকিবুকি জিজ্ঞাসা-কোথায় আমেরিকা? কোথায় সানফ্রানসিসকো? কেমন সেটা?

১৯৭৬ সালে ঢাকায় এসেছি। পরিচিত এক বড় ভাই বিমানে চাকরি করত। তখন বিমানবন্দর তেজগাঁওয়ে। একদিন তার কাছে যাই-বিমানবন্দর দেখব, সেই সঙ্গে বিমানের ওঠানামা। বড় ভাই ট্রানজিটে নিয়ে গেলেন, স্ন্যাকস করব। খেতে খেতে পরিচয় এক আমেরিকান যাত্রীর সঙ্গে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কখনো আমেরিকা গিয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আসবে এক সময়। আমি বললাম, যাব সানফ্রানসিসকো। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখব।

আইফেল টাওয়ার কি ফ্রান্সকে পরিচিতি দেয়, নাকি ফ্রান্স আইফেল টাওয়ারকে? স্ট্যাচু অব লিবার্টি, টুইন টাওয়ার, পেট্রোনাস টাওয়ার-এগুলো মর্ডান মার্ভেল, তাদের দেশকে পরিচিতি দেয়, তার শৌর্যবীর্য-উৎকর্ষের মহিমা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। প্রমত্ত পদ্মার বুকে দানবাকৃতি সেতু হবে, পদ্মা পারের মানুষকে একাকার করবে, দেশকে বিভাজিত ব-দ্বীপের বিভক্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে, সম্ভব? ভেবেছে কি কেউ?

আশির দশকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আমি দক্ষিণের জেলা গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসতাম, তখন যাওয়া-আসার সবচেয়ে ভালো সময় ছিল বর্ষাকাল। আমরা সকাল ১১টার দিকে সহপাঠী সিনিয়র-জুনিয়র মিলে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ২০-২৫ জনের একটি দল হৈহৈ করে লঞ্চে উঠতাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল আড্ডা, লঞ্চের আপার ক্লাস, সামনে-পেছনে। কেউ কেউ তাস নিয়ে বসে যেত। তারপর রাত নেমে এলে নদীর ঠান্ডা বাতাস খেতে খেতে ঘুম এসে যেত। লঞ্চে রান্না খুব সুস্বাদু ছিল, নাকি বাড়ন্ত বয়সের দুর্নিবার ক্ষুধা-যে কারণেই হোক খাবার খুব মজা ছিল। খেয়েই ঘুম। সকালে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করতাম, মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টির কাছাকাছি পৌঁছলাম কিনা। কাঠপট্টির কাছাকাছি পৌঁছলেই সদরঘাট ৩০-৪০ মিনিটের দূরত্ব। আর সদরঘাট মানেই তখন ঢাকা। প্রায় দিনের যাত্রা, তাও বলেছি, ঢাকা যাওয়ার সবচেয়ে ভালো যোগাযোগ ছিল বর্ষাকাল।

শীতকালে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটিতে বাড়ি গেলে ঢাকা আসা-যাওয়ার ভিন্ন সংগ্রাম, এ অন্য এক যাত্রা। আমার মফস্বল শহর। শহরের সবাইকে চিনি। সব রিকশাওয়ালা পরিচিত। বিকালে কাউকে বলে রাখতাম ঢাকা যাব। তখন মাওয়ায় কোনো ঘাট ছিল না। রিকশাওয়ালা ভোররাতে এসে খুব ভোরে ডেকে তুলত। রেডি হয়ে রিকশায় করে ৮-১০ কিলোমিটার দূরে হরিদাসপুর ঘাটে যাই। তারপর ভোর ৬টায় ছোট একতলা লঞ্চে করে ৫-৬ ঘণ্টায় পৌঁছাতাম টেকেরহাট। রোড সাইডে চায়ের দোকানে অপেক্ষা। সাড়ে ১২টার দিকে বরিশাল-ফরিদপুর রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি বাসে ফরিদপুর গোয়ালচামট বাসস্ট্যান্ড। তারপর আবার লোকাল বাস অথবা বেবিট্যাক্সি করে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট। বললাম যত সহজে, সেটা তত সহজ ছিল না। পথে টেকেরহাট ফেরি, দিগনগর ফেরি, দৌলতদিয়া ঘাটের আগেও গোয়ালন্দ ফেরি।

দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে পৌঁছতে পড়ন্ত বিকাল। সেখানে পৌঁছে আগে ঘাটের সেসব বিখ্যাত হোটেলে লাঞ্চ। তারপর লাঞ্চ করে পদ্মা পার হয়ে আরিচা ঘাটে আসতে আসতে সন্ধ্যা। তারপর মুড়ির টিন বাসে করে গাবতলী। সেখান থেকে রিকশায় মিরপুর রোড ধরে যখন আমার প্রিয় জহুরুল হক হলে পৌঁছেছি, তখন রাত ৮টা কিংবা ৯টা। সমস্ত শরীর,ট্রাভেল ব্যাগ ধুলায় ধূসরিত। পুরু ধুলাবালির আস্তরণ।

মাওয়া ঘাটের বয়স খুব বেশি নয়। স্বপ্ন সেতু চালু হচ্ছে। পারাপারের অপেক্ষায় অ্যাম্বুলেন্সে মৃত্যু হবে না কারও আর।

সহজ করে বলি। কয়দিন আগেও মেলা হইচই। ঢাকায় সবজির দাম বেড়েছে। বেগুন কেজি ৬০ টাকা। সেদিন সকালে দক্ষিণের কৃষক বেগুন বেচেছেন কেজি ১৭ টাকায়। ২৫ জুনের পর তাকে অন্তত ১৭ টাকায় আর বেগুন বেচতে হবে না, যখন ঢাকায় সেটির দর ৬০ টাকা।

যোগাযোগ মানে চলাচল। আর চলাচল মানেই আর্থিক সমৃদ্ধি। পুরো দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়ন হবে, নগরায়ণের গতি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসা বাড়বে, নতুন করে কর্মসংস্থান হবে কোটি মানুষের। মেগা প্রকল্পগুলো চেহারা পালটে দেবে।



বঙ্গবন্ধু স্টিমারে করে বাড়ি যেতেন। সড়ক যোগাযোগ সে সময় তেমন ছিল না বললেই চলে। সেজন্য আমার এলাকার মানুষ মামলা-মোকদ্দমা, জমি-জমার রেকর্ড সংক্রান্ত দেনদরবারের বিষয় ছাড়া তাদের সে সময়ের জেলা শহর ফরিদপুরমুখো হতো না। খুলনা নৌপথ সহজ ছিল। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি এজন্যই সবাই খুলনা পছন্দ করত। এজন্য খুলনা শহরে আমাদের এলাকার মানুষের চোখে পড়ার মতো উপস্থিতি এখনো রয়েছে।

পদ্মা সেতু চালু হলে বর্ষায় দিগন্তছোঁয়া অপর পারের উদ্দেশে বদর বদর বলে ব্যাপারীর নৌকা এখন আর পাড়ি খুব একটা দেবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি কুবের-এ ধরনের চরিত্রগুলো আমাদের অগ্রযাত্রার আবাহন বিস্তৃত ও ধোঁয়াশা হয়ে ইতিহাসের আরও গভীরে প্রোথিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সংগ্রামী কুবেরদের বঞ্চনা, শোক ও লাঞ্ছনাও জাদুঘরমুখী হবে।

মিষ্টিপাগল বাঙালী। আমাদের দেশে জন্ম হলে মিষ্টি, পরীক্ষায় পাশ করলে মিষ্টি, বিয়ে হলে মিষ্টি, মৃত্যু হলে মিলাদের মিষ্টি, পরীক্ষায় ফেল করলেও মিষ্টি আছে-দোয়া অনুষ্ঠানের মিষ্টি, যাতে ভবিষ্যতে পাশ করা যায়। ভালো খবরে মিষ্টি, বাজি ধরে মিষ্টি, উৎসব পালা-পার্বণেও মিষ্টি।

আগামীকাল স্বপ্ন সেতুর যাত্রা শুরু। সারা দেশে উৎসবের আমেজ। ঈর্ষা এক মারাত্মক মানবীয় দুরাচার। একশ্রেণির বাঙালির মধ্যে সেটা অনেক প্রকট। তাই উৎসবের মিষ্টি মেজাজ দেখে ক্ষিপ্ত ও ঈর্ষাতাড়িত হয়ে তেতোর ফেরিওয়ালা নোটিশ দিয়েই হাজির হয়েছেন। আপনার তেতো আপনিই গেলেন। আমাদের শোনার দেখার সময় নেই। এ পর্যন্ত এ সেতু নিয়ে আমাদের দেশীয় কুশীলবরা তাদের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে যত ভানুমতির খেল দেখানোর চেষ্টা করেছেন, তাতে করে দুর্দমনীয় বাঙালীর, এ দেশের মানুষের কিছু আসে যায় না।

আমি নিশ্চিত এগুলো নিয়ে ভবিষ্যতে মানুষের তেমন আগ্রহ না থাকলেও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম খরস্রোতা নদীতে একটি উদীয়মান জাতির সাহসী নেতৃত্ব কীভাবে লক্ষ্যে স্থির থেকে এই অনন্য ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল বিনির্মাণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রকৌশলীরা পলিবাহিত চঞ্চলা অস্থির প্রমত্ত পদ্মার বুকে এক সু-বিশাল সেতু নির্মাণ করেছেন এবং তার নির্মাণ প্রয়াসের বাঁকে কত বিস্ময়, চমক ও চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করেছে এবং প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও নির্মাণকর্মীরা কীভাবে সেগুলোর সমাধান করেছেন-সেসব গবেষণার খোরাক হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য দুই দার্শনিক নীতিতে চিহ্নিত করেছেন-'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনের স্বপ্ন।' দেশের সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে ক্ষুধা পরাজিত হওয়ার পথে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই গোবাল পাওয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়। এর প্রায় একশ বছরের মতো সময়ের আগে সানফ্রানসিসকো পোতাশ্রয়ের মূলে গোল্ডেন গেট ব্রিজ নির্মিত হয়। সেটি ছিল তাদের এক অর্জিত শৌর্যবীর্যের প্রতীক।

জাতির পিতা এ দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলেন। এ ক্ষুদ্র সময়ে তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের শুভযাত্রা শুরু করেছিলেন। আজ দারিদ্র্য পরাজয়ের পথে। ২৫ জুন বৈশ্বিক মঞ্চে 'আমার টাকায় আমার সেতু/বাংলাদেশের পদ্মা সেতু' শুভযাত্রার মাধ্যমে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে আমাদের নব-যাত্রা শুরু হচ্ছে-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি থাকছেন তার হুইসেল ব্লোয়ার।

লেখক: মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।

পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

কর্নেল ফারুক আহমেদ

(এএফডব্লিউসি, পিএসসি)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রমত্ত পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত সুপ্রশস্ত পদ্মা সেতু আজ এক বাস্তবতা। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের প্রাক-সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে সেতুর প্রাথমিক নকশা সম্পন্ন হওয়ার পর দেশবাসীর স্বপ্ন যখন ঝুঁড়ি হয়ে কেবল মেলতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই দেখা দেয় অর্থায়নের অনিশ্চয়তা। দেশের এ সংকটময় মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের এক যুগান্তকারী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শুরু হয়ে যায় পদ্মা সেতু নির্মাণের বিশাল প্রকল্পমালা, সরকারের সেতু বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শুরু হয় পদ্মা সেতু নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'জনগণের সেনাবাহিনী' দেশ ও জনগণের জন্য যে কোনো চ্যালেঞ্জিং কাজে সর্বদাই এগিয়ে এসেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খ্যাতিমান প্রকৌশলী ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার সময় পদ্মা সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে মতপ্রকাশ করেন।

ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অসংখ্য রাস্তা, কক্সবাজারে মেরিন ড্রাইভ, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, জাতীয় মহাসড়ক, হাতিরঝিল প্রজেক্টসহ অনেক প্রকল্প সুচারুরূপে সম্পাদন করায় পদ্মা সেতু নির্মাণে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা অত্যন্ত যৌক্তিক। ফলত এই সেতু তৈরির প্রথম থেকেই সেতুসংশ্লিষ্ট সব স্থাপনার নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শক হিসাবে সেতু বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কাজ মোট পাঁচটি প্যাকেজের আওতায় পরিকল্পিত-মূল সেতু, নদীশাসন, দক্ষিণ প্রান্তে ১০.৫৭ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড, উত্তর প্রান্তে ১.৬৭ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড এবং প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক ও প্রকৌশলীদের বাসস্থান (সার্ভিস এরিয়া-২)। মূল কাজ শুরুর ঠিক আগে পদ্মা সেতুর এলাইনমেন্ট বরাবর নদীর ব্যাপক ভাঙন মোকাবিলায় সেতু বিভাগের অনুরোধে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পদ্মা নদীর পাড় বরাবর মাওয়া-কান্দিপাড়া-যশোলদিয়া এলাকায় ১.৩ কিলোমিটার নদীশাসন সম্পন্ন করে পদ্মা সেতুর মূল এলাইনমেন্টকে বড় ধরনের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাত ধরে ৮ অক্টোবর ২০১৩ সালে জাজিরা অ্যাপ্রোচ রোড শুরু করার মাধ্যমে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নির্মাণকাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়।

তিনটি প্যাকেজের (জাজিরা ও মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড এবং সার্ভিস এরিয়া-২) জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান আব্দুল মোনেম লিমিটেড-হাইওয়ে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট এবং পরামর্শক হিসাবে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ডিসেম্বর ২০১৪ সালে মূল সেতু ও নদীশাসনের কাজের জন্য যথাক্রমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড ও সিনোহাইড্রো করপোরেশন লিমিটেডকে নিয়োগ করা হয়।

এভাবে সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহদাকার মেগা প্রকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য এটি একটি বড় পেশাদারি স্বীকৃতি। এর পাশাপাশি স্ট্র্যাটেজিক এই সেতুর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড নামে একটি নতুন ব্রিগেড গঠন করে, যার কার্যক্রম ১২ মার্চ ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয়। এ নিবন্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সম্পাদিত কাজগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

জাজিরা অ্যাপ্রোচ রোড : এই অ্যাপ্রোচ রোডে রয়েছে ৪ লেনবিশিষ্ট ১০.৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল সড়ক, ২ লেন-বিশিষ্ট ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সার্ভিস সড়ক, পাঁচটি সেতু, ৮টি আন্ডারপাস, ২০টি কালভার্ট, একটি সার্ভিস এরিয়া, টোলপ্লাজা, থানা এবং ফায়ার স্টেশন বিল্ডিং। বর্ণিত কাজ ২০১৩ সালে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ২০১৭ সালে।

মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড : এই অ্যাপ্রোচ রোডে রয়েছে ৪ লেনবিশিষ্ট ১.৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল সড়ক, ২ লেন-বিশিষ্ট ১.৮৯ কিলোমিটার সার্ভিস সড়ক, একটি কালভার্ট, সার্ভিস এরিয়া, টোল প্লাজা, থানা এবং ফায়ার ষ্টেশন বিল্ডিং। অ্যাপ্রোচ রোডটি ২০১৪ সালে শুরু হয়ে ২০১৬ সালে শেষ হয়েছে।

সার্ভিস এরিয়া-২ : এই এরিয়ার মধ্যে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ৩০টি কটেজ, রিসিপশন বিল্ডিং, সুপারভিশন অফিস, সুইমিং পুল, টেনিস কমপ্লেক্স ও মোটেল-মেস তৈরি করা হয়েছে। ২০১৪ সালে শুরু হয়ে ২০১৬ সালে এই প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে।

জাতীয় মহাসড়ক এন-৮ : দেশের সর্বপ্রথম অ্যাক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে এন-৮ পদ্মা সেতুকে উত্তরে ঢাকা এবং দক্ষিণে ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এন-৮ মহাসড়কটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মহাসড়কটির কাজ ২০১৬ সালের ১৬ আগস্ট উদ্বোধন করেন এবং ২০২০ সালের ১২ মার্চ এর কাজ সমাপ্ত হয়। মহাসড়কটি ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, যার আওতায় রয়েছে ৫টি ফ্লাইওভার, ২টি ইন্টারচেঞ্জ, ৪টি ওভারপাস, ২৯টি সেতু, ৫৪টি কালভার্ট এবং ১৯টি আন্ডারপাস। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর এন-৮ সড়ক ব্যবহার করে অতি স্বল্প সময়ে মানুষ ও মালামাল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১টি জেলা থেকে রাজধানী ঢাকায় পৌঁছাতে পারবে, যা ওই অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে করবে ত্বরান্বিত।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প : সাশ্রয়ী মূল্যে বিপুল পরিমাণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের সুবিধার্থে পদ্মা সেতুর মূল নকশায় নিচের স্তরে ব্রডগেজ রেললাইনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকারের একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্টের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের মাধ্যমে এই প্রকল্পটির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি আর্থিক বিবেচনায় (৩৯,২৪৬ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ প্রকল্পগুলোর অন্যতম। ১৪ অক্টোবর ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। এই রেল প্রকল্পটির দৈর্ঘ্য ১৭২ কিলোমিটার এবং এর আওতাধীন রয়েছে ২৩.২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্ট বা উড়াল রেল সেতু, ৫৯টি বড় দৈর্ঘ্যরে সেতু, ১৪২টি কালভার্ট, ১৩৫টি আন্ডারপাস ও ২০টি স্টেশন। এ পর্যন্ত প্রকল্পের শতকরা ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পদ্মা সেতু এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদির নিরাপত্তা : দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের পাশাপাশি কৌশলগত কারণে স্ট্র্যাটেজিক এই সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। এর নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে বলা হয় 'চৎড়ঃবপঃড়ৎ ড়ভ চধফসধ ইৎরফমব'। এই ব্রিগেডটি ২০১৩ সাল থেকেই সেতু, সংশ্লিষ্ট জনবল, নানাবিধ স্থাপনা ও সেতুর নীচে বিস্তীর্ণ নৌপথের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

সিনেটে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাস

(প্রথম পাতার পর)

এখন বিলটি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে তোলা হবে এবং সেখানে পাস হতে হবে। এর পর এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সই করলে তা পরিণত হবে আইনে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। নতুন আইনে ২১ বছরের আগে অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে তথ্য যাচাই বাছাইয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়াতে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের কথা বলা হয়েছে। এতে রাজ্যগুলোকে 'লাল পতাকা' আইন বাস্তবায়নে উৎসাহিত করার জন্য অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ আইনের আওতায় হুমকি বিবেচিত ব্যক্তির কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়া যায়। বিলটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, কয়েক দশকের মধ্যে এ প্রথম কোনো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের কাছ থেকে এ ধরনের সমর্থন পেল। ঐতিহাসিকভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র আইন কঠোর করার পদক্ষেপ আটকে দেয় রিপাবলিকানরা। কিন্তু দলটির প্রায় ১৫ জন তাদের অবস্থান থেকে সরে এসে বিলের পক্ষে ভোট দিলেন। এদিকে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন (এনআরএ) এ বিলের বিরোধিতা করেছে। গত মাসে জো বাইডেন বলেছিলেন, প্রস্তাবগুলো 'সঠিক পথের দিকে পদক্ষেপ' কিন্তু এখনও যথেষ্ট নয়। সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ফেডারেল অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। যা এক দশক পরে অকার্যকর হয়ে যায়। পরে ২০১২ সালে এ আইন কঠোর করার পদক্ষেপ নেওয়া হলে কংগ্রেসে তা যথেষ্ট সমর্থন পায়নি।

গর্ভপাতের অধিকার কেড়ে নিলো সুপ্রিম কোর্ট

(প্রথম পাতার পর)

পরপরই মিসৌরি প্রথম কোনো অঙ্গরাজ্য হিসেবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে নির্মম আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'আমেরিকার নারীরা আজ তাঁদের মায়েদের চেয়ে কম স্বাধীনতা ভোগ করছেন।' এদিকে, অধিকার সংগঠন দ্য আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন এক টুইটে বলেছে, 'আদালত কী বলেছে, সেটি ব্যাপার না। কাউকেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাচ্চা নিতে বাধ্য করা উচিত নয়গর্ভপাত আমাদের অধিকার।'

বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিনন্দন

(প্রথম পাতার পর)

জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের এ সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়ও পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তৈরি করবে, বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এ মানুষ ও পণ্যকে দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য টেকসই পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রসারে বাংলাদেশের নেতৃত্বের আরেকটি উদাহরণ হলো পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের নিজের অর্থায়নে নির্মিত এই সেতুটি দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের এলাকাগুলোকে ঢাকা ও অন্যান্য এলাকাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ধারণা করা হচ্ছে, সেতুটি দেশের জিডিপি ১ দশমিক ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি করবে। কারণ পদ্মা সেতু চালু হলে তা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকা- বাড়াবে। সরবরাহ ব্যবস্থাতেও উন্নতি আসবে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য এই সেতু অন্যরকম এক আবেগের নাম। কারণ লঞ্চ বা ফেরিতে পদ্মা পার হয়ে ঢাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে দশকের পর দশক ধরে তারা দুর্ভোগ সয়েছেন এ এই সেতু চালু হলে তা দেশের পর্যটন খাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ এতে করে ঢাকা থেকে কুয়াকাটা কিংবা সুন্দরবন ভ্রমণের সময় অনেকটা কমে আসবে।

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

(প্রথম পাতার পর)

হাসপাতালের নানা প্রক্রিয়া শেষ করে বিকাল সোয়া ৬টার দিকে গুলশানের ভাড়া বাসা 'ফিরোজায়' পৌঁছান সাবেক প্রধানমন্ত্রী। এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে তার চি-কিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহ-াবুদ্দিন তালুকদার জানান, হার্টের যে ঝুঁকি নিয়ে খালেদা জিয়া হাসপাতালে এসেছিলেন- তা এখন স্থিতিশীল আছে। কিন্তু তিনি এখনো সুস্থ হননি। দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে তাকে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বাসায় রেখে চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। গত ১০ জুন গভীর রাতে বুকে ব্যাথা নিয়ে রাজধানীর এভারকেয়ার হাস-পাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের অধীনে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। পরে দ্রুত এনজিওগ্রাম করে তার হার্টে একটি রিং বসানো হয়। তার শারীরিক সর্বশেষ অবস্থা জানাতে এভারকেয়ার হাস-পাতালের অডিটোরিয়ামে শুক্রবার বিকালে সংবাদ সম্মেলন করে মেডিকেল বোর্ড। এতে বোর্ডের প্রধান ডা. শাহবুদ্দিন তালুকদার বলেন, ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) এখনো অসুস্থ। তিনি যে অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিলেন সেই অবস্থা এখন স্থিতিশীল। কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ যেমন লিভার সিরোসিসের রক্তক্ষরণ বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। কিডনি সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। হার্টের দুইটা ব্লক এখনো রয়ে গেছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতি কোভিড বাড়ছে বলে মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে আপাতত বাসায় নেয়া হোক। পরে যদি কোনো কমপ্লিকেশন হয় তাহলে তাকে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা হন খালেদা জিয়া। তার ছোট ভাইয়ের গাড়িতে করে 'ফিরোজায়' পৌঁছান তিনি। এ নিয়ে গত দেড় বছরে পাঁচ দফা তাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সী খালেদা জিয়া হার্টের সমস্যা, লিভার সেরোসিস ছাড়াও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। বহু বছর ধরে আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, দাঁত ও চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় রয়েছে তার।

গুজরাট দাঙ্গা থেকে মোদির দায়মুক্তি

(প্রথম পাতার পর)

সরকার পরোক্ষভাবে দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ থামাতে ইচ্ছাকৃত-ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি। তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০০৫ সালে নরেন্দ্র মোদির ভিসার আবেদন পর্যন্ত খারিজ করে দিয়েছিল। তবে ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নিয়োগ করা একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিচার বিভাগীয় সেই তদন্ত কমিটির সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গুজরাটে একটি আপিল করেন দাঙ্গায় নৃশংস হত্যাকা-ের শিকার রাজ্যের অত্যন্ত সুপরিচিত মুসলিম রাজনীতিক এবং কংগ্রেস এমপি এহসান জাফরির বিধবা স্ত্রী জাকিয়া জাফরি। কিন্তু আদালতে ২০১৩ সালের এক রায় তার আপিল খারিজ করে দেয়। কিন্তু মিসেস জাফরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দাঙ্গা নিয়ে নতুন তদন্তের আবেদন করেন। মামলায় তার অভিযোগ ছিল তদন্তে ষড়যন্ত্রকারীদের সুরক্ষাচ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এক রায়ে যুক্তির ঘাটতি থাকার কথা বলে মিসেস জাফরির আপিল খারিজ করে দেয় এবং নরেন্দ্র মোদিকে দায়মুক্ত করে দেওয়া গুজরাটের আদালতের রায় বহাল রাখে। গুজরাট দাঙ্গার প্রথম তদন্ত করেছিল রাজ্য পুলিশ। পরে ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট নতুন তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ একটি কমিটি নিয়োগ করে। চার বছর পর ২০১২ সালে ঐ কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয় যেখানে বলা হয়, দাঙ্গায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংশ্লিষ্টতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আহমেদাবাদের মুসলিম অধ্যুষিত গুলবাগ এলাকায় সশস্ত্র হিন্দুদের যে হামলায় এমপি এহসান জাফরিসহ ৩৫ জন মুসলিম মারা গিয়েছিল সে ঘটনার তদন্তেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত ৬৩ জন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ ঐ তদন্তে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মিসেস জাফরি ক্রমাগত বলে গেছেন দাঙ্গার সময় পুলিশ সহ রাজ্য সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং পরোক্ষভাবে সহিংসতায় ইন্ধন দিয়েছেন

হিজাব উঠে যাচ্ছে সৌদী আরবে

(প্রথম পাতার পর)

সামাজিক সংস্কারের অধীনে মহিলাদের হিজাব পরতে হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই হিজাব শিথিলতা চলে এসেছে সৌদি নারী সমাজে। কারও কারও মাথা থেকে তো একবারেই উড়ে গেছে 'হি-জাব' নামের একসময়কার অপরিহার্য পোশাকটি। সেই 'স্বাধীনতা'র সঙ্গে তালমেলাতে মাথা থেকে উড়ে যাচ্ছে চুলও। সেলুনে গিয়ে 'বয়কাট' দিচ্ছেন পেশাজীবী নারীদের কেউ কেউ। এএফপি। 'বয়কাট'কে পেশাদার নারীদের 'কাট' হিসাবে বর্ণনা করেছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদেরই একজন সৌদি ডাক্তার সাফি (ছদ্মনাম)। মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল তার ঢেউখেলানো কোমল রেশমি চুলগুলো। রিয়াদের একটি সেলুনে গিয়ে হেয়ারড্রেসারকে চুলগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। 'বয়কাট' চুল নিয়ে তৃপ্তিসহ বেরিয়ে এলেন সেলুন থেকে। এটিকে তারা বলতে চান 'পেশাজীবীদের কাট'। এ ধরনের 'কাট' অবাঞ্ছিত পুরুষদের মনোযোগ থেকে রক্ষা করবে বলে মনে করেন সাফি। তিনি বলেন, 'এই স্টাইলটি একটি ঢালের মতো-যা আমাকে দুষ্ট মানুষের হাত থেকে রক্ষা করতে মনোবল জোগাবে।' সাম্প্রতিক সময়ে মধ্য রিয়াদের একটি সেলুনে 'বয়কাট'-এর চাহিদা বেড়েছে। হেয়ারড্রেসার লামিস জানালেন, প্রতিদিন গড়ে ৩০ জনের মধ্যে সাত থেকে আটজন গ্রাহক এই স্টাইলে চুল কাটার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'নারীরা শ্রমবাজারে প্রবেশের পর থেকে স্টাইলটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।' লামিস জানান, অনেক মহিলা হিজাব পরেন না বলেই বয়কাটের বিস্তৃতি ঘটছে। 'বয়কাট' চুলের ৪১ বছর বয়সি দুই সন্তানের মা আবির মোহাম্মদ পুরুষদের পাশাপাশি চাকরি করেন একটি পোশাকের দোকানে। তিনি বলেন, 'আমি একজন পেশাজীবী নারী। চুলের যত্ন নেওয়ার সময় পাই না বলেই এই স্টাইলটি আমার পছন্দ হয়েছে।' রোজ নামের আরেক নারী জানান, 'বয়কাট আমাকে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস দেয়। আর তারই ফলে আমি অভিভাবক ছাড়াই যা খুশি তা করতে পারি।''ন-ারীরা হিজাব আর আবায়া পরবে কি-না, এটা সম্পূর্ণ নারীদের ব্যাপার'- ২০১৮ সালের ১৮ মার্চ এ কথা বলেছিলেন ক্রাউন প্রিন্স। তারই ধারাবাহিকতায় হিজাব মাথা থেকে সরে যাওয়ার পর এবার চুল ছাঁটতে শুরু করেছেন সৌদি আরবের নারীরা। এক কথায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতার গ- পেরিয়ে সৌদি নারীরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনত। নারীরা এখন শহরগুলোতে গাড়ি চালাতে পারেন। গাড়ির গ্যারেজেও কাজ করছেন। অবিবাহিত নারীরা পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই হোটেলের থাকার অনুমতি পেয়েছেন আরও দুবছর আগে। কনসার্ট কিংবা ক্রীড়া ইভেন্টেও নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। পুরুষ আত্মীয়ের অনুমতি ছাড়াই বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন সৌদি নারীরা।

সম্ভাবনার পদ্মা সেতু

(প্রথম পাতার পর)

অবকাঠামো নির্মাণে ছিল বিদেশি ঋণ, অনুদান এবং পরামর্শ। ঋণের শর্ত মেনে বিদেশি প্রকৌশলী ও পরামর্শকদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে এসব সেতু।

টাকার চাপ: সেতু বিভাগ বলছে, পদ্মায় সেতু নির্মাণে ১৩টি চ্যালেঞ্জ ছিল। তাদের মতে সবচেয়ে বড় চাপ ছিল, অর্থায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার জোগান। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ঠিক রাখা ছিল বিশাল চাপ। এ কারণেই মনে করা হয়েছিল নিজের টাকায় সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়। পদ্মা সেতু প্রকল্পের পরিচালক শফিকুল ইসলাম বলেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার জোগান ঠিক রাখা সবচেয়ে বড় চাপ ছিল। কিন্তু সরকারের সর্বোচ্চ সহায়তার কারণে কখনোই সংকটে পড়তে হয়নি। পদ্মা সেতু প্রকল্পের যাত্রা হয়েছিল মাত্র পাঁচ হাজার কোটি টাকা নির্মাণ ব্যয় প্রাক্কলন করে। প্রকল্পের অনুমোদনের সময়ও ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। সেই টাকা জোগাড়েই দাতাদের কাছে ঋণ চাইতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজ টাকায় এর তিনগুণ ব্যয়ে সেতু নির্মাণ করে সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে বাংলাদেশ। নিজের টাকায় সেতু নির্মাণ হলেও ঠিকাদারের বিল ও সেতুর যন্ত্রাংশ আমদানি ব্যয় ডলারে মেটাতে হয়েছে। গত ৯ বছরের বাজেটে প্রতিবছর পদ্মা সেতুর জন্য তিন থেকে ছয় হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ রাখা হলেও সেই টাকায় শুধু বেতন-ভাতা ও দেশীয় বাজার থেকে কেনাকাটার ব্যয় মেটানো হয়েছে। একটি মাত্র প্রকল্পে প্রতিবছর বাজেটে এত টাকা বরাদ্দ রাখাকে অসম্ভব ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাধা বলা হয়েছিল। এই চাপ গত আট বছর সইতে হয়েছে দেশের অর্থনীতিকে। ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিস্তারিত নকশাসহ পদ্মা সেতু প্রকল্পের মোট খরচ ৩০ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। নকশার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে পৌনে দুই কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে সেতু বিভাগ। সেতু নির্মাণে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে অর্থ বিভাগ। এত ব্যয়ে সেতু নির্মাণের সমালোচনা ছিল। একে বিলাসী প্রকল্পও বলা হচ্ছিল। তবে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে প্রতিদিন ৪১ হাজার ৫৫০টি যানবাহন পদ্মা সেতু পারাপার হবে। সেতু কর্তৃপক্ষের (বিবিএ) প্রক্ষেপণ অনু-যায়ী, ১৮ বছরেই যানবাহনের টোল থেকে উঠে আসবে পদ্মা সেতুর সমুদয় নির্মাণ ব্যয়। ৩৫ বছরে ১ লাখ কোটি টাকার বেশি আসবে টোল থেকে। ফলে পদ্মা সেতু নির্মাণ লাভজনক হবে দেশের জন্য। সমীক্ষা অনুযায়ী, পদ্মা সেতুর কারণে বছরে ৬৮০ কোটি টাকা পরিবহনে সাশ্রয় হবে। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করবে এ সেতু।

রাজনৈতিক চাপ: দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার চুক্তি বাতিল করে ২০১২ সালে। সরে যায় সহ-অর্থায়নকারী জাইকা, এবিডি ও আইডিবি। দুর্নীতির অভিযোগ তখন দেশের রাজনীতিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছিল। ঋণদাতাদের চাপে সেই সময়কার যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনকে মন্ত্রিত্ব হারাতে হয়। অভিযোগ ওঠে, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের বিরুদ্ধেও। প্রকল্পের পরিচালক রফিকুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দুর্নীতির মামলায় জেলে যান সেই সময়কার সেতু সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। দুর্নীতি তদন্তে দুদকও মাঠে নেমেছিল। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন তদন্তে। আওয়ামী লীগকে দুর্নীতির এই অভিযোগে প্রবল চাপের মুখে পড়তে হয় রাজনীতিতে। তখনও অভিমত এসেছিল, পদ্মা সেতু আর হবে না। বিরোধী দল, বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের প্রবল সমালোচনায় তখন জেরবার ছিল সরকার। আবার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনু-যায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে সেতু নির্মাণেরও চাপ ছিল। এই উভয় সংকট কাটাতে নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের চাপ নিতে হয়। শুরুতে এটা অসম্ভব মনে হলেও, ধীরে ধীরে স্বপ্নের সেতুর নির্মাণকাজ এগিয়েছে। এ সেতু নির্মাণের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নদী ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ: নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ নিলেও বড় বাধা ছিল পদ্মা নদী নিজেই। পদ্মাকে বশ মানিয়ে সেতু বানাতে প্রায় সাত বছর লেগেছে। কখনও তীব্র স্রোত, কখনও ভাঙনের মতো খামখেয়ালি বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এককভাবে এত বড় প্রকল্প নির্মাণের অভিজ্ঞতাই ছিল না বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের। বিশ্বব্যাংক সরে যাওয়ার পর মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ দেখিয়েছিল পদ্মা সেতু নির্মাণে। কিন্তু পদ্মার উত্তাল রূপ দেখে এখানে সেতু নির্মাণ অসম্ভব মত দিয়ে চলে যায় তারা। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরাও আশঙ্কা করেছিলেন, পদ্মা সেতু হবে না। কিন্তু বিদেশি পরামর্শকদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। নির্মাণকাজ শুরু হয় মাওয়া প্রান্ত ছয় নম্বর পিলারের পাইলিংয়ের মাধ্যমে। মূল সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আবদুল কাদের জানান, পাইলড্রাইড শুরুর পর হতবুদ্ধি হয়ে যান তাঁরা। ৬০ মিলিমিটার পুরো স্টিলের পাইল পাইপ ১২২ মিটার গভীরে ঢোকানোর পরও মিলছিল না পাথরের স্তরের। নদীর অত গভীরেও কাদামাটির কারণে পাইল দেবে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়। এর সমাধান না হলে সেতু ধসে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই বাধা জয় হয় বিদেশিদের সঙ্গে বাংলাদেশিদের প্রকৌশল জ্ঞানে। পাতালে মিহি সিমেন্টের জমাট বাঁধানো ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পদ্মা সেতু। আবদুল কাদের প্রায় ১৬ বছর পদ্মা সেতু প্রকল্পে কাজ করছেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষও মনে করতেন সেতু নির্মাণ সম্ভব নয়। তারা বলতেন, এ সেতু হবে না। ২০১৭ সালে স্প্যান স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত এ কথা শুনেছেন তিনি। তবে সেতু যত দৃশ্যমান হয়েছে-মানুষের মনোভাবও তত বদলেছে। বর্ষার তিন মাস বন্যায় আর শীতের দুই মাস ঘন কুয়াশায় পদ্মা সেতুর কাজ বারবার ব্যাহত হয়েছে। পদ্মা সেতুর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য পানিবিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বলেছেন, পদ্মায় বর্ষায় স্রোতের গতি সেকেন্ডে চার থেকে সাড়ে চার মিটার। স্রোতের তোড়ে ইস্পাতের শিকল ছিঁড়ে মাঝনদীতে সেতুর মালপত্রসহ রাখা বার্জ ভেসে গেছে। থরথর করে কাঁপত বার্জ। করোনা মহামারির কারণে বিদেশ থেকে মালপত্র আনা এবং বিদেশি জনবলের আসা-যাওয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। ২০২০ সালের ৩১ জুলাই রাতে আকস্মিক ভাঙনে সেতুর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট এলাকা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। ১২৬টি রোডওয়ে ডেক স্যাব এবং ১৯২টি রেলওয়ে স্ট্রিঞ্জারসহ কয়েক কোটি টাকার মালপত্র নদীতে চলে যায়। প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা সমকালকে জানান, চোখের পলকে মালপত্র টেনে নিয়ে যায় পদ্মা নদী। মালপত্র উদ্ধারে ক্রেন দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল; বরং ক্রেন বাঁচাতে মালপত্র বাঁচানোর আশা বাদ দেওয়া হয়। এমন দানবীয় নদীর সঙ্গে লড়াই করে নির্মিত পদ্মা সেতু অসম্ভব জয় করার এক রূপকথা।

রাশিয়ার বিমানে কূটনীতিকদের তুলতে

আমেরিকা থেকে রাশিয়ার কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে দেশে ফেরত আনার জন্য রুশ বিমান ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি মার্কিন সরকার। এর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে মস্কো। এ প্রসঙ্গে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমেরিকান পক্ষ লাগাতারভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ধ্বংস করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, যে সম্পর্ক এরইমধ্যে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে চলে গেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা রাশিয়ার ১২ জন কূটনীতিক বহিষ্কার করে, যারা জাতিসঙ্ঘ সদর দফতরে দায়ত্বি পালন করছিলেন। এসব কূটনীতিকের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগ এনেছে আমেরিকা। তবে রাশিয়া আমেরিকার পদক্ষেপের নিন্দা জানায় এবং অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। ইউক্রেনে মস্কোর সামরিক অভিযান শুরুর পর রাশিয়ার সব ধরনের বিমানের জন্য আমেরিকার আকাশসীমা নিষিদ্ধ করে ওয়াশিংটন। একইভাবে আমেরিকার অন্য মিত্র দেশগুলোও রাশিয়ার বিমানের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পশ্চিমাদের এসব পদক্ষেপের জবাব হিসেবে রাশিয়াও তাদের জন্য একই ব্যবস্থা নিয়েছে।

২০২২ সালের ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

(পরিবর্তন হতে পারে)

-চলবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
লেফটেন্যান্ট **গভর্নর** সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
প্রতিনিধি নিউ ইয়র্ক,
মনোনীত হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক ডিসট্রিক্ট ২ নম্বর মিউনিসিপ্যাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট নিউ ইয়র্ক,
মনোনীত হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক ডিসট্রিক্ট ৪ নম্বর মিউনিসিপ্যাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট নিউ ইয়র্ক,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৭৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৫ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৬৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৭১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৭২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৭৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৫ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৯/৬৫, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৬৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৯/৬৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৯/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৬/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২০/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৯/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৫/৬৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩২/৬৯, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৮/৭০, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২২/৭০, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৪/৭০, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১১/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৪/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৬/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৭/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২২/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৪/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৮/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৯/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩০/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪০/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৬/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৯/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬০/৭১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৪/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৮/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৯/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১০/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৮/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৫/৭২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন

রিপাবলিকান পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রনক্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৭৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৮১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৮২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৮৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৮৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৭৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৮১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৮৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৭৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৮১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৮৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৭৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮১, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮৪, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৭৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮১, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮২ পার্ট এ , নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮৪, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৮৭, নির্বাচিত হবে: ১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৭৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৮৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৯ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৫/৮১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৮১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪২/৮১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৩/৮১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৩/৮৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন

রিপাবলিকান পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক কাউন্টি কিংস,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৪৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৫৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
মনোনীত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৪৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৯ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৪৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৪৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৫৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৪২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৪৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৫ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৪৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৪৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৪৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৬ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৫৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৫ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৬০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৬৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৪৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৪৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৫১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৫২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৯ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৫৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ৫৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৫ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৪২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২২/৪২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৭/৪২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন

২০২২ সালের ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

(পরিবর্তন হতে পারে)

-চলবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্টি কমিটি ০০৮/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১১/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩১/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৬/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪০/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫৬/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫৭/৪৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৩/৪৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৬/৪৪, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৭/৪৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৮/৪৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৯/৪৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৪৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৭/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৮/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৯/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৭/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৮/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩০/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৮/৪৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৩/৪৮, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৪৮, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৪৮, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৫০, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৯/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৯/৫১, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৪/৫১, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৯/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৯/৫২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৫/৫২, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৪/৫২, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৫৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৫৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৪/৫৩, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪২/৫৩, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৫/৫৪, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৯/৫৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০২/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৩/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৪/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১০/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৬/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৭/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৮/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৯/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৪/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৭/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩১/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৫৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন

কাউন্টি কমিটি ০৪০/৫৫, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫৩/৫৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫৯/৫৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৬৩/৫৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৩/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৫৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৯/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২০/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৬/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৭/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৯/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪২/৫৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৩/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫২/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৫৪/৫৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৫৮, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৫৮, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৪/৫৮, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৭/৫৯, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৮/৫৯, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৪/৬০, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮৩/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

রিপাবলিকান পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য, মনোনীত হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি ০০১/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

কাউন্টি কমিটি ০০৭/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৮/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১০/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১১/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১২/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০২২/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৫/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৬/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৪/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৬/৪৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৪৬, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৭/৪৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৬/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩২/৪৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৩/৪৭, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৬/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৭/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪০/৪৭, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৪৯, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৯/৪৯, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৬/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

কাউন্টি কমিটি ০২৯/৪৯, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩২/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৪৯, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৬/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৪ জন
কাউন্টি কমিটি ০৩৮/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪০/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪১/৪৯, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৪৩/৪৯, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৩/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৫/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০০৬/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৪/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৫/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৮/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০১৯/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২০/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২১/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৩/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০২৬/৫১, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৭৬/৬৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৭৭/৬৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৭৮/৬৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৭৯/৬৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮০/৬৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮১/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮২/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮৩/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮৫/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন
কাউন্টি কমিটি ০৮৬/৬৪, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি

গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য, মনোনীত হবে: ১ জন
লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য, মনোনীত হবে: ১ জন
সিভিল কোর্টের বিচারক কাউন্টি কুইন্স মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ২৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ২৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ২৯ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৩০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৩২ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৩৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৩৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৩৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৪০ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ২৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ২৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৩৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৩৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৩৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৩৯ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ২৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ২৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ২৯ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৩৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৩৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৩৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (পুরুষ) ৩৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৪ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৪ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৯ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩০ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৪ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৫ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেত্রী ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৫ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৪ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৪ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ২৯ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩০ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩২ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৩ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৪ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৫ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৫ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৬ পার্ট বি, নির্বাচিত হবে: ১ জন
ডিসট্রিক্ট নেতা ডেমোক্র্যাটিক লিডারশীপ ডিসট্রিক্ট ৩৭ পার্ট এ, নির্বাচিত হবে: ১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ২৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ২৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৭ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৮ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ২৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১৪ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৪ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৫ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৮ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৬ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৭ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১১ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি ৩৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৮ জন
বিচারবিভাগীয় সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি ২৮ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১০ জন
কাউন্টি কমিটি (মহিলা) ০৩০/২৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি (মহিলা) ০৩২/২৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি (মহিলা) ০৪২/৩৯, নির্বাচিত হবে: ১ জন

২০২২ সালের ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

(পরিবর্তন হতে পারে)

-চলবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্টি কমিটি (পুরুষ)
০৩১/২৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি (পুরুষ)
০৩২/২৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন
কাউন্টি কমিটি (পুরুষ)
০৪০/২৮, নির্বাচিত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি
গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য:
১জন
কাউন্টি কমিটি
০৪৮/২৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন

কাউন্টি কমিটি
০৫৮/২৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৬২/২৪, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৭/২৫, নির্বাচিত হবে: ২ জন

কাউন্টি কমিটি
০০১/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১২/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০১৪/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন

কাউন্টি কমিটি
০২১/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন
কাউন্টি কমিটি
০৫৪/২৬, নির্বাচিত হবে: ২ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে রিচমন্ড কাউন্টির প্রাথমিক নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

ডেমোক্রেটিক পার্টি
গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন
লেফটেন্যান্ট গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য,
মনোনীত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন
স্টেট কমিটির সদস্য (মহিলা) ৬১ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

রিপাবলিকান পার্টি
গভর্নর সমগ্র শহরের জন্য, মনোনীত হবে:
১ জন
অ্যাসেম্বলি সদস্য ৬৩ নম্বর অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট, মনোনীত হবে: ১ জন

কনজারভেটিভ পার্টি
কাউন্টি কমিটি ০৩৫/৬৩,
নির্বাচিত হবে: ২ জন

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট vote.nyc দেখুন।

অথবা, কল করুন:

টোল ফ্রি: (৮৬৬) ৮৬৮-৩৬৯২

টিটিওয়াই: (২১২) ৪৮৭-৫৪৯৬

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট **www.nyc.pollsitelocator.com** দেখুন।

অথবা আপনার ফোন কিংবা ট্যাবলেটে এই **QR code** টি স্ক্যান করুন

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, **nyc.electiondayworker.com** মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Rodney L. Pepe-Souvenir- প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

আগামীকাল প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২

আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানতে, ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে
কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন:

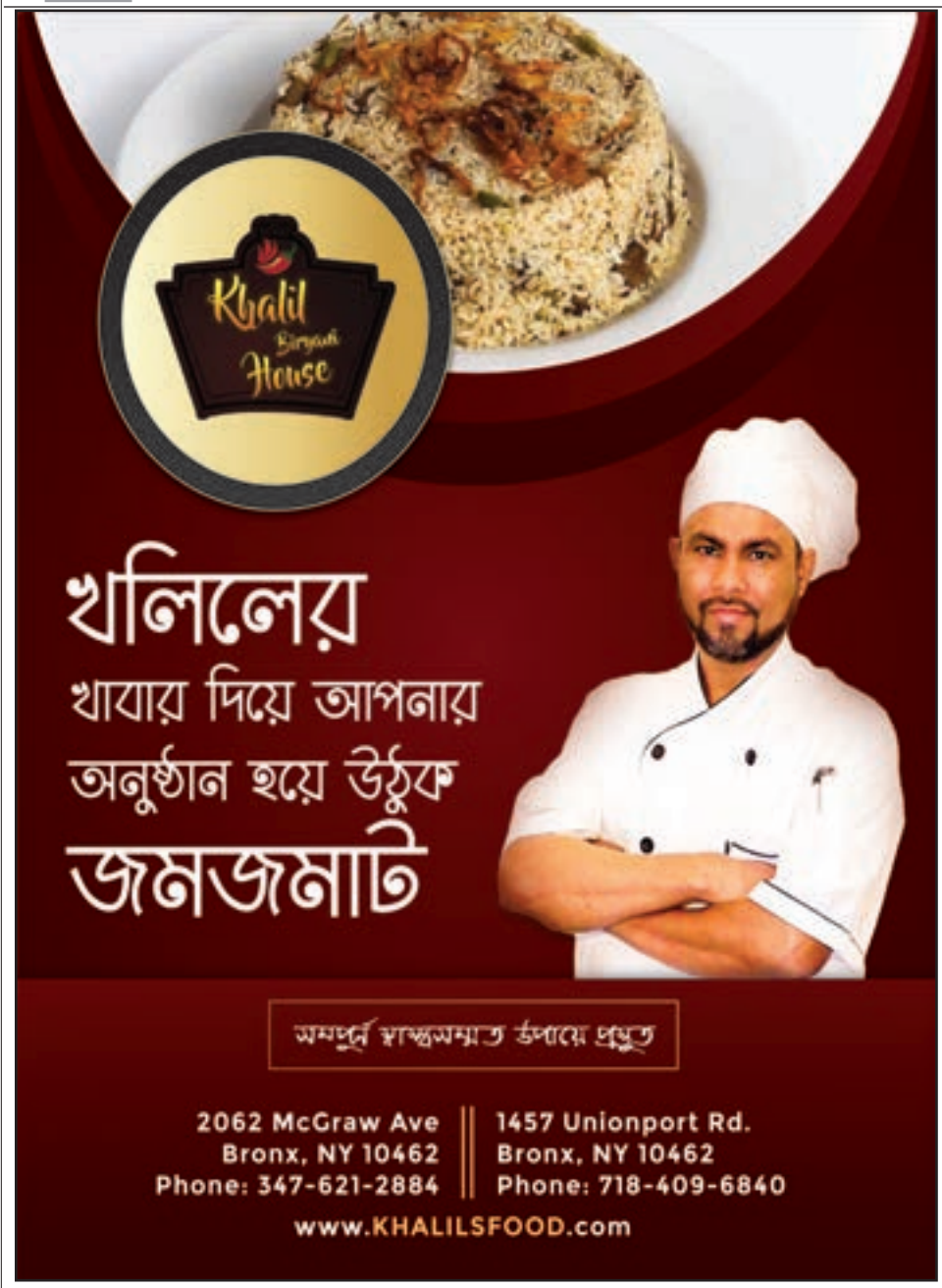
vote.nyc

অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692** ● টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, nyc.electiondayworker.com মাধ্যমে আবেদন করুন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Rodney L. Pepe-Souvenir – প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane







পালাক্রমে রাস্তার কোনও এক পাশে পার্কিং (Alternate Side Parking)-এর সম্পূর্ণ নিয়মটি 5ই জুলাই ফিরে আসছে

nyc.gov/ASP

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF SANITATION



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

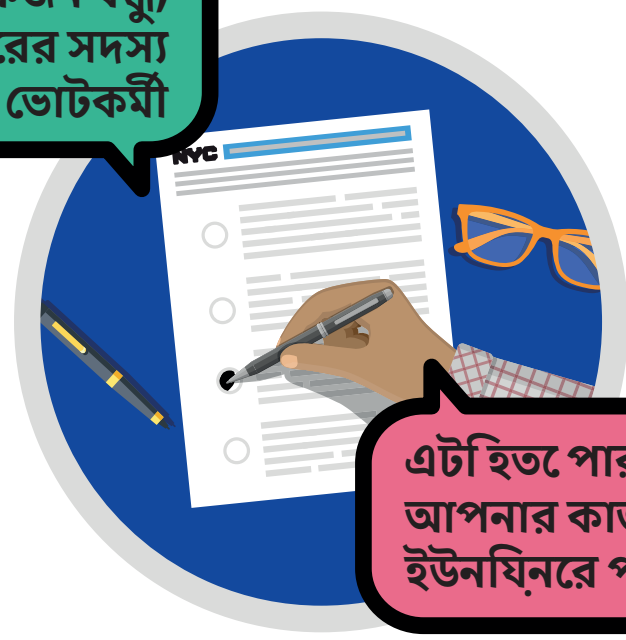
ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

আপনার নিজের ভাষায় ভোট দেওয়ার অধিকার আছে

ভোটিং বু থে আপনি একজন অনু বাদক নিয়ে আসতে পারেন

এটি হতে পারে একজন বন্ধু,
পরিবারের সদস্য
অথবা ভোটকর্মী



এটি হতে পারনো
আপনার কাজরে মালকি অথবা
ইউনয়িনরে প্রতনিধিি

জুন প্রাইমারী

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বু ধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
12	13	14	15	16	17	18 আগে থেকে ভোট শুরু হচ্ছে
19	20	21	22	23	24	25
26 আগে থেকে ভোট শেষ হচ্ছে	27	28 ভোটের দিন	29	30	1	2

দ্য সিভিক এনগেজমেন্ট কমিশন
এর শুধু মাত্র নির্বাচিত ভাষায় অনু বাদক থাকবে
এবং ভোটের স্থানে

আরও জানার জন্য
participate.nyc.gov তে যান

NYC Civic Engagement Commission

আগুন লাগা এড়ান!

ইলেকট্রনিক বাইক ও স্কুটারের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি গুরুতর আগুনের কারণ হতে পারে

নিরাপদ ব্যবহার

- ডিভাইসগুলি অগ্নি নিরাপত্তার মানগুলি পূরণ করে কিনা তা পরীক্ষা করুন —**(UL)** ট্রেডমার্ক সন্ধান করুন।
- ডিভাইসগুলি দিয়ে দরজা ও জানালা আটকে দেবেন না।

নিরাপদ চার্জিং

- প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
- বিছানা ও কাউচের কাছাকাছি চার্জ করবেন না কিংবা সারারাত বা কারও অনুপস্থিতিতে চার্জ করবেন না।

নিরাপদ স্টোরেজ

- ডিভাইসগুলি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখবেন না — ঘরের তাপমাত্রায় রাখুন।
- জ্বলনশীল বা দাহ্য কোনও জিনিসের কাছে রাখবেন না।

নিরাপদে বাতিল করা

- **রিচার্জেবল ব্যাটারিগুলি আবর্জনায় বা রিসাইক্লিংয়ে ফেলে দেওয়া বেআইনি।**
- বাতিল করার বিকল্পগুলির জন্য **nyc.gov/batteries** দেখুন।
- আপনি যদি আপনার ইলেকট্রনিক বাইক, স্কুটার বা হোভারবোর্ডের ব্যাটারিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন (গন্ধ, আকৃতি/রঙের পরিবর্তন, লীক হওয়া বা অদ্ভুত আওয়াজ), তাহলে অবিলম্বে 911 এ কল করুন।

বিস্ফোরণ বা আগুন লাগার ক্ষেত্রে

1. অবিলম্বে বেরিয়ে যান
2. আপনার পিছনের দরজা বন্ধ করুন
3. 911 এ কল করুন



nyc.gov/batteries | 311 এ কল করুন

NYCsanitation • NYCzerowaste

sanitation

Emergency Management

BFAD-0622: BATTERY FIRES AD 11X15-BP-BN



জ্যামাইকার স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে চুরি

(শেষের পাতার পর)

আটটার দিকে ১৬৮ স্ট্রীট এবং ১৬৮ প্লেসের মাঝে হিলসাইড এভিনিউর উপর অবস্থিত এবং সুপরিচিত স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে রবারীর ঘটনা ঘটে। এসময় দূর্বৃত্তরা রেষ্টুরেন্টেটির তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে রেজিষ্টারে থাকা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ডলার লুট করে নিয়ে যায়। দূর্বৃত্তরা রেজিষ্টারটিও ভাঙচুর করে। খবর ইউএনএ'র।

হিলসাইড এভিনিউর এলাকাটি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র। দিনে দুপুরে এমন ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে গেছে। ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করা হয়েছে। এর আগে স্থানীয় একটি ফোন ও অপর একটি রেষ্টুরেন্টে অনুরূপ চুরির ঘটনা ঘটে।

কবুল হজ নিষ্পাপ বানিয়ে দেয়

(শেষের পাতার পর)

-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়, 'ইসলাম কী?' রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ইসলাম মানে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা, সামর্থ্য থাকলে হজ করা। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৬৯৫)

'হজ' কেবল সামর্থ্যবানদের ওপর ফরজ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'আর প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)

ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, এক ওমরাহ থেকে পরবর্তী ওমরাহর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ। আর জান্নাতই মকবুল হজের পুরস্কার। (বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩)

বিশ্বনবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে 'সর্বাধিক উত্তম আমল কোনটি?' তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ইমান আনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, 'এরপর কোনটি?' তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কোনটি?' তিনি বলেন, হজে মাবরুর বা মকবুল হজ করা। (বুখারি, হাদিস : ১৪২৯)

হজে যাওয়ার ফজিলত

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ, ওমরাহ অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে গাজি, হাজি ও ওমরাহকারীর সওয়াব দান করবেন। (শুআবুল ঈমান)

অন্য হাদিসে এসেছে: যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর তার মৃত্যু এসে যায়, আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজের সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি ওমরাহর উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর তার মৃত্যু এসে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ওমরাহর সওয়াব দান করবেন। (মুসনাদে আবি ইয়ালা : ৬৩৫৭)

হজ মানুষের পাপ মোচন করে

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনোরূপ অশ্লীল কথা বা গুনাহর কাজে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হজ সম্পন্ন করে, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে। (বুখারি, হাদিস : ১৫২১)

হজ নারী ও দুর্বলদের জন্য জিহাদস্বরূপ

রাসুল (সা.) বলেন, দুর্বলদের জিহাদ হচ্ছে হজ। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৯০২)

অন্য হাদিসে এসেছে : রাসুল (সা.) বলেন, বৃদ্ধ, শিশু, রোগী ও নারীদের জিহাদ হচ্ছে হজ ও ওমরাহ। (সুনানে নাসায়ি : ২৬২৬)

আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। সুতরাং আমরা (নারীরা) কি জিহাদে শরিক হব?' তিনি বলেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে হজে মাবরুর। (বুখারি, হাদিস : ১৫২০)

হজযাত্রীরা আল্লাহর প্রতিনিধি

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, বিশ্বনবী (সা.) বলেন, আল্লাহর পথের সৈনিক, হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীরা আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদের দান করেন।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৯৩)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র হজ করার সামর্থ্য ও তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্যানিক অ্যাটাক থেকে বাঁচতে হলে

(শেষের পাতার পর)

অ্যাটাকের স্থায়িত্বকাল ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মতো হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ৩০ মিনিটের বেশি হতে পারে। প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে।

প্যানিক অ্যাটাকের শারীরিক উপসর্গ: দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা হার্টরেট বেড়ে যাওয়া, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, ঝিমুনি ভাব, দুর্বলতা, পেটে ব্যথা, মানসিক উপসর্গ, প্রচন্ড নার্ভাস হওয়া, প্রচন্ড ভয় পাওয়া, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা করা, একা থাকতে চাওয়া এবং লোকের সঙ্গ এড়ানো।

এক গবেষণায় পাওয়া গেছে, সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে এ রোগ বিস্তারের হার বেশি। প্যানিক ডিজঅর্ডার যেকোনো বয়সেই দেখা দিতে পারে। তবে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের ঝুঁকি থাকে বেশি। প্যানিক ডিজঅর্ডারের পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করলেও মূলত মস্তিষ্কে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ও হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এর জন্য দায়ী।

পাশাপাশি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক নিয়ামক, যেমন: বৈবাহিক কিংবা দাম্পত্যজীবনে জটিলতা, কোনো দুর্ঘটনা, আর্থিক সমস্যা, অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ বা গর্ভপাত, কোনো প্রত্যাশিত কাজে সফলতা না পাওয়া, মাদকাসক্তি, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, এই রোগের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে অন্যদের তুলনায় ৪ থেকে ৮ গুণ বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

করণীয়: ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়ার সাথে কিছু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা, অর্থাৎ সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সেলিং দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে আছে: কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি, রিল্যাক্সেশন টেকনিক, ফ্যামিলি থেরাপি ইত্যাদি। এই রোগের উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সময় মতো সহায়তা ও উপসর্গের সচেতনতার সাহায্যে রোগটিকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যানিক অ্যাটাক নিয়ে উদ্বিগ্ন বা মানসিক চাপে থাকলে এবং কীভাবে মোকাবেলা করবেন, সে চিন্তা হলে অভিজ্ঞ সাইকোথেরাপিস্ট, কাউন্সেলর ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন।

শুরু হয়েছে 'কাউনডাউন'
৬০ দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর

(শেষের পাতার পর)

ক্ষণগণনা' শুরু করেছেন। গত ৫ জুন রোববার বহুল আলোচিত এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'বদরুল-মঈনুল' প্যানেল জয়লাভ করে। এতে সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান সভাপতি এবং বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মঈনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাদের নেতৃত্বে পূর্ণ প্যানেল নির্বাচনে জয়লাভ করায় এবং 'বদরুল-মঈনুল' নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক 'জালালাবাদ ভবন' ক্রয়ের ব্যাপারে 'কাউনডাউন' অর্থাৎ 'ক্ষণগণনা' শুরু হয়েছে। একাধিক প্রবাসী জালালাবাদবাসী একথা জানিয়ে বলেন আমরা দেখতে চাই কত সময়ের মধ্যে আমরা জালালাবাদ ভবন পাই। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে নির্বাচন হওয়ার দুই মাস অর্থাৎ ৬০ দিনের মধ্যে এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নতুন কমিটির কাছে বিদায়ী কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই হিসেবে আগামী ৫ আগষ্ট-এর মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর হওয়ার কথা।

এ ব্যাপারে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল জানান, সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নতুন কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তরের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে আমরা সেটাই অনুসরণ করবো। তবে একটু সময় থাকবে এই জন্য যে, নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বর্তান কোষাধ্যক্ষ। তাই আয়-ব্যয় সহ যাবতীয় হিসেব নিকাশ শেষ করে দায়িত্ব হস্তান্তরে একটু সময় লাগতে পারে, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দায়িত্ব হস্তান্তর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিকে নির্বাচনের দিন ভোট গণনা শেষে বিজয়ী বক্তব্যে নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইণুল ইসলাম বলেন যে, এস্টোরিয়াতেই ১০০ দিনের মধ্যে জালালাবাদ ভবন হবে। তার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তার সমর্থকরা বলেন, মঈনুল ইসলাম নিউইয়র্কের সপরিচিত রিয়েল এষ্টেট বিজনেসম্যান। তার হাতে এবং জানাশুনু একাধিক বাড়ী/ভবন রয়েছে। তাই তার পক্ষে ১০০ দিনের মধ্যে ভবন ক্রয় বা নির্ধারণ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সভাপতি কাজী আসাদুল্লাহ সম্পাদক মিঠু

(শেষের পাতার পর

)সভাপতি ও মাহবুবুর রহমান মিঠুকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। গত ১৯ জুন রোববার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা এবং সাধারণ সদস্যরা উপস্থিতি ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব কওে সংগঠনের সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন বিশেষ উপদেষ্টা অধ্যাপক মনির হোসেন খানে। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাজী আসিফ দৌলা। সভায় বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯ এর আক্রমণে যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমানের সুস্থতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা অলিউল্লাহ মো. আতিকুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা সরকার ইসলাম, উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম, ভিপি জসীমউদ্দীন, মাহবুবুর রহমান মিঠু, কাজী আসাদুল্লাহ, নাদিরুজ্জামান সরকার প্রমুখ।

সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে নতুন করে অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান এবং মমিনুল হককে উপদেষ্টা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তোফায়েল আহমেদ, মফিজুল ইসলাম রুমি, মান্নান দেলোয়ার, সৈয়দ শরীফ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সালমান খান জালাল, আকবর হোসেন, আব্দুস সালাম, শরিফুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ রুবেল, সেলিম মিয়া, সায়েদ আহমেদ ইমরান, ইয়াসমিন আক্তার ইভা, রায়হান সরকার, ফেরদৌস খান, দেলোয়ার মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার রাশেদুল হক, মোজাম্মেল হক, রফিকুল ইসলাম, আবু নাসের, আবদুল খালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নব নিবাচিত সভাপতি কাজী আসাদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মিঠু সংগঠনকে গতিশীল রাখতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মঙ্গলবার নিউইয়র্কের প্রাইমারী নির্বাচন

(শেষের পাতার পর)

ডেমোক্রেটিক বিভিন্ন পদেও নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনের আগাম ভোট শুরু হয়েছে। গভর্নর পদে বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুল ছাড়াও ইউএস কংগ্রেসম্যান টম সুওজি ও নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়াও ডিষ্ট্রিক্ট লীডার, জুডিশিয়াল ডেলিগেট, ষ্টেট কমিটি মেম্বার পদে একাধিক বাংলাদেশী আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ফলে জমে উঠেছে এবারের নির্বাচন। চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। এই প্রাইমারীতে যারা বিজয়ী হবেন, তারা আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সেক্ষেত্রে তাদের রিপাবলিকান প্রার্থীদের মোকাবেলা করতে হবে। উল্লেখ্য, একাধিক প্রার্থী না থানায় রিপাবলিকানদের নিউইয়র্ক প্রাইমারীতে নির্বাচনের প্রয়োজন নেই বা হচ্ছে না।

নিউইয়র্ক স্টেটের এই নির্বাচনে আসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় এই আসনের বিভিন্ন পদে একাধিক বাংলাদেশী বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখানে প্রায় ৮ হাজার বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোটার রয়েছেন। তাদের অর্ধেক ভোটার ভোটকেন্দ্রে গেলে বাংলাদেশী প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে সংশ্লিস্টরা মনে করছেন। এ জন্যই ২৮ জুন মঙ্গলবারের প্রাইমারিতে ভোট দেবার জন্য বাংলাদেশিদের ভোটকেন্দ্রে যাবার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রার্থীরা।

এখানে অ্যাসেম্বলীম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান মিজানুর রহমান চৌধুরী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন ও অ্যালবার্ট ব্যালডেও। এছাড়াও অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪-এ থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডার (পুরুষ) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বহুল আলোচিত প্রার্থী বাংলাদেশী প্রার্থী শাহ নেওয়াজ। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন।

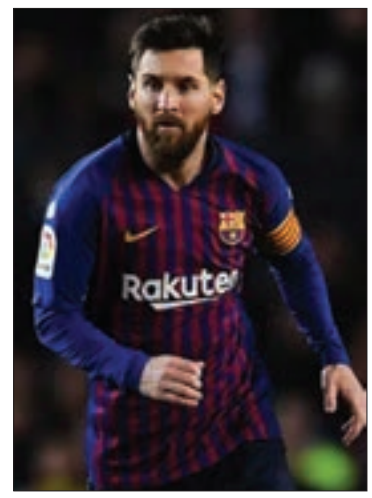
অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪-বি থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডার (নারী) পদে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশী মাজেদা উদ্দিন। ডিস্ট্রিক্ট ২৪-বি থেকে ডিস্ট্রিক্ট লিডার (পুরুষ) পদে প্রার্থী হয়েছেন জন আলবার্ট। ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মাহতাব খান ছাড়াও আহনাফ আলম, নুসরাত আলম, মোহাম্মদ উদ্দিন (সাবুল), জেমি কাজী, মোহাম্মদ এম রহমান, আনজাম সিদ্দিকী, রেবী হোসেন, দুরুদ মিয়া (রনেল), সাইফুর আর. খান (হারুন), মোহাম্মদ আকতার (বাবুল) ও রাশেদুল আলম। এই পদে ২১ জন প্রার্থী হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০জন নির্বাচিত হবেন।

অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে স্টেট কমিটির মেম্বার (নারী) পদে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশী জামিলা উদ্দিন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সামিয়া ভাট। স্টেট কমিটির মেম্বার (পুরুষ) পদে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশী মাহতাব খান ও মো. হাসানুজ্জামান। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেভিন নাবিই।

অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট লিডার (নারী) পদে প্রার্থী হয়েছেন ক্লেমেনসিয়া ফিগেরোয়া ও মার্থা টেইলর। সিভিল কোর্টের জজ প্রার্থী হয়েছেন ক্যারেন লিন, ডেভিয়ান ড্যানিয়েল, মারিয়া গঞ্জালেস ও থমাস মেদারদো অলিভিয়া।

অপরদিকে গভর্নর পদে ক্যাথি হোকুলের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রার্থী হয়েছেন অ্যান্থনিও ডেলগাদো। টম সুওজির সঙ্গে লেফট্যান্ট গভর্নর প্রার্থী হয়েছেন ডায়ানা রেয়না এবং জুমানি উইলিয়ামসের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট পদে প্রার্থী হয়েছেন আনা মারিয়া আর-সিলা। প্রাথমিক জরিপে গভর্ণর পদে ক্যাথি হুকুল এগিয়ে রয়েছেন।

গত ১৮ জুন শনিবার থেকে শুরু হয়েছে আগাম ভোট। চলে ২৬ জুন রোববার পর্যন্ত। এছাড়া বহু ভোটার অ্যাবসেন্টি ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।



মেসির জন্মদিন

(শেষের পাতার পর)

বাঁ পায়ের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন কোটি ভক্তকে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরাদের একজন হিসেবে। বিশ্ব ফুটবলে সব ক্ষেত্রেই সাফল্য পেয়েছেন আর্জেন্টাইন এ ফুটবলার।

২৪ জুন, ১৯৮৭। আর্জেন্টিনার রোজারিওর এক গ্রামে জন্ম নেন মেসি। শৈশবে হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগলেও সৃষ্টিকর্তা হয়তো চাননি এমন প্রতিভার বিকাশে কোনো কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াক। এক টিস্যু পেপারে চুক্তি স্বাক্ষর করে তাকে স্পেনে নিয়ে আসে বার্সেলোনা ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বাকিটুকু ইতিহাস। বার্সেলোনার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সেরার সিংহাসন দখল করেছেন মেসি। ক্যারিয়ারে টানা চারবার ও সর্বমোট সাতবার জিতেছেন ব্যালন ডি'অর। ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কারও আছে তার ঝুলিতে। ব্যক্তিগত অর্জনে সমৃদ্ধ মেসির ক্যারিয়ার। খেলোয়াড়ি জীবনের সায়াহ্নে চলে এলেও জয়ের ক্ষুধা এতটুকু কমেনি মেসির। বার্সার সঙ্গে দীর্ঘ পথচলা ছিন্ন করে, পিএসজিতে যোগ দিয়েও জিতেছেন লিগ শিরোপা। কোপা আমেরিকার পর, ফিনালিসিমার ট্রফি, জাতীয় দলের জার্সিতে তার শিরোপা খরা ঘুচিয়েছে।



সাহিত্য সাময়িকী

ঘুম যে আসে না
নাসরীন নঈম

করোনাকালের সময় কাটতে চায় না আমার ।
চমকে চমকে উঠি এইবুঝি আর একজন
খুব কাছের মানুষ নিরবে হারিয়ে গেল
এক সমুদ্র জলের চেয়ে একফোঁটা অশ্রু
কত মূল্যবান মানুষ কেন যে
বুঝতে চায় না ।

প্রতিটি রজনী নির্ঘুম থমকে থাকে
টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে, আমি ভিজতে থাকি
আর ভাবি এ কেমন মৃত্যু
না গোসল, না আতর, না গোলাপ,
না কাফন, না বিড় বিড় করে কলেমা পাঠ
কেউ দেখবে না, কেউ ছোঁবে না, প্রলাপে-বিলাপে
বাতাস ভারী হবে না
পলিথিনে মোড়া দেহ গর্তে ফেলে দেবে ।

এ মৃত্যু কখনও কাম্য ছিল না
এমন অসুখ কেউতো চায়নি
যার কোনো ওষুধ নেই পথ্য নেই
বুকের ভেতরে রাখা খেরোখাতা খুলে দেখি
একদিন এ সভ্যতা আমাদের দখলে ছিল
এ নদী সমুদ্র আকাশ কুর্নিশের ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে ছিল, হেঁটে হেঁটে চলে গেছি বহু দূর

বয়স বেড়েছে তাই পৃথিবীর সুখগুলো
রুমালে বেঁধেছিলাম একদিন
আজ ফিরে দেখি– যা কিছু পেয়েছিলাম
তার চেয়ে ঢের বেশি হারিয়ে ফেলেছি
একজোড়া রক্ত বর্ণ চোখ বলে
যাও ঘুমাতে যাও ।

বিকেলের ক্লান্ত সময়ে
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

কিছু ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে থাক
কিছু স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যাক নতুন এক পৃথিবীর বুকে
দিনান্তিকে বিকেলের ক্লান্ত সময়ে
গোধূলীর লাল আভা নিরবে জানিয়ে দেয়
অন্ধকার বরণ করার কোনোই ইচ্ছে নেই তার
সবুজ পাতার বুকে হলুদ বেদনা আসে
ঝরাপাতারাও শুকিয়ে জ্বালানি হয় গৃহিণীর মাটির উনুনে
বিষণ্নতার প্রহরগুলো এমনি করেই ঝরে থাক
জীবনবৃক্ষের ডালপালা থেকে
আশার কচি পাতা আবার গজিয়ে উঠুক শীতের সীমান্তে
বেলাশেষের পাখিদের ঠোঁটের আঁশটে ঘ্রাণ
মুছে যাক ভোরের কলকাকলিতে ।

তালগাছও একদিন ঘাস হয়ে যায়
দুখু বাঙাল

তুমি আছ বলেই আজো আমি রাজপথে মিছিলে মিছিলে
তুমি আছ বলেই আজো আমি অস্ত্র কাঁধে গহীন জঙ্গলে
তুমি আছ বলেই আজো আমি পাথর ছুড়ি পশ্চিম তীরে
কিন্তু কার সঙ্গে ফাইট করি বলো!
যেদিকে তাকাই দেখি প্রতিবন্ধী সব ।

হৃদপি- ড্যামেজ হয়ে গেছে কারো কারো
কারো চোখে অদিগন্ত ছানির বিস্তার
কেউ আবার শোনেই না দুই কানে পাখির কুজন
কিন্তু কার সঙ্গে ফাইট করি বলো!
যেদিকে তাকাই দেখি প্রতিবন্ধী সব ।

প্রিয়তমা, যতবার তোমাকে আমি ছুঁয়ে যেতে চাই
তুমি শুধু হয়ে ওঠো দূরারোহ দীর্ঘ তালগাছ
মনে রেখো, তালগাছে মানুষ ওঠে, হিমালয়ে ওঠে
মানুষের পদতলে তালগাছও একদিন ঘাস হয়ে যায়-
ফাইটের বিকল্প নেই সাম্যবাদ, যুদ্ধে রেডি থেকো ।

তুমি আছ বলেই আজো আমি রাজপথে মিছিলে মিছিলে
তুমি আছ বলেই আজো আমি অস্ত্র কাঁধে গহীন জঙ্গলে
তুমি আছ বলেই আজো আমি পাথর ছুড়ি পশ্চিম তীরে
প্রিয়তমা, তোমার ভালোবাসা- দীর্ঘজীবী হোক
সংগ্রাম- দীর্ঘজীবী হোক
বিপ্লব- দীর্ঘজীবী হোক ।

রাজ সাক্ষী
সৈয়দ আহমদ জুয়েদ

যত দূরে যেতে চাও- যাও,

দীঘির জলে বুনো হাঁসের যুগল সাঁতার
দেখেছিল যে চোখ তার সাক্ষী,
আমার প্রেম ।

ঝাউবনের ছায়ায় কথোপকথনে জমেছিলো
যে জুটি, তার ও সাক্ষী আমার প্রেম ।

তোমার হাত ছুঁয়ে খোঁপায় শোভা পেয়েছিলো
যে গোলাপ,
যে মালা তোমাকে প্রতিমার সুন্দরে
লাল করতো,
যে স্বপ্ন তোমাকে আদর্শিক মানবীতে
নিয়ে যেত- সেই সব কথার নীরব সাক্ষী
আমার প্রেম ।

তুমি দূরে যাবে? যাও-
আমায় ছেড়ে, আমার সময়ের গান ফেলে
দূরে যাবে! তবে যাও ....

মনে রেখো,
তোমার চলে যাওয়ার রাজ সাক্ষী হবে
আমার প্রেম

ঘটনার আড়ালে কোন এক নতুন
ঘটনার ।

অনুবন্ধ
কাজী আতীক

আমার এখনো কেবল ব্যস্ত বসে থাকা,
কম্পিউটার স্ক্রিনে অবিরাম নিবদ্ধ চোখ
আর আঙ্গুলের ডগা ছোঁয়ে ম্যাগনেটিক অক্ষর,

অথচ আমার অদম্য ইচ্ছা ছিলো-
কখনো বিলাসী আলস্য যাপনের,
যদিও সুযোগ ছিলো না বলবো না
তার সদ্ব্যবহার করা যায়নি এখনো,

তবে হয়তো- অচিরেই,
একদিন আমি ঠিকই আলস্য বিলাসী হবো,
যেমন আমার সদ্য জন্ম নেয়া নাতনী-
যার নিজের কোনো ধরাবাঁধা অনুক্রমণিকা নেই,

আমারও ইতি হবে ওসবের, অতঃপর কেবল-
নিভৃতি কুড়বো আমি নির্ভার আলস্য যাপনে ।

নোনা জলের ঢেউ
আবদুস শহীদ

নোনা জলের ঢেউ গুলো
ভাসিয়ে নিক অকৃতজ্ঞ যৌবন,
স্বচ্ছতার লেবাস পড়ে আপন
গতিতে শব্দ তুলে অসীমে
মিশে যাক সমুদ্রের জোয়ার তরঙ্গে ।

নদীর সাথে আছে সমুদ্রের গভীর পরিচয়, জলের সাথে
জলের পরিচয়, তেমনি তোমার সাথে আমার ।
সাগর জলাঙ্গীর গল্প বলা আজ না হয় থাক,
চলো সফেদ বালুতে
পদযুগলের চিহ্ন রেখে হাঁটি ।

আজ না হয় কথা হোক
সমুদ্রের উত্থাল ইশারায়
বাতাসে কেন কাঁপছে চিরল চিরল নারকেল পাতা ।

চলো আজ না হয় লাল কাকড়া তাড়াই, চোরাবালির অগোচরে । চলো
ঢেউয়ের ফেনা আঁজলা ভরে
তোমার আঁচলে বেঁধে রাখি ।
ভালবাসার কথা গুলো আড়রাতে থাকুক গাঙচিল
আজ না হয় অন্য কিছু ভাবি ।

চলো, সমুদ্রের ঘ্রাণে আকাশের
বিশালতা অনুভব করি ।
আমাদের সহজ মনে ভেসে যাক সাগর জলের আবেগ,
আমার আহবান ভেসে যাবে
বাতাসের ইতারে, তুমি হয়তো শুনবেনা ।

দেখো, কেউ সমুদ্রে নামছে না
সবাইকে আহবান জানাচ্ছে
উতলা কিংবা বাউরী বাতাস
কেউ আবেগতাড়িত নয় আজ ।

জলের আবেগে শুধু তুমি
ভেসে যাও স্রোতস্বিনী স্রোতে । পিছু ডেকে জিজ্ঞেস করি
একি জলের উচ্ছাস, না তোমার
হৃদয়ের চঞ্চল উদাসিনতা!
পাইনি কখনো জবাব ।

কিভাবে আপনার স্টাফ বা জঞ্জাল থেকে মুক্ত থাকবেন

পুনঃসাইক্লিং ও ক্ষতিকর উপাদান থেকে সঠিকভাবে রেহাই পাওয়া এবং নিউইয়র্ক সিটিকে পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে সাহায্য করা হচ্ছে প্রচলিত আইন।
জঞ্জাল মুক্তির সাহায্যে আমাদের অনুসন্ধান উপকরণ
এনওয়াইসি. গভ/ হাউ টু গেট রিড (nyc.gov/ How to Get Rid) ব্যবহার করুন।



অবহিত থাকুন!

ইমেইল যোগে পরিষেবা পেতে এবং কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য পেতে আপনার ফোনের সাহায্যে এই কোড স্ক্যান করুন কিংবা এনওয়াইসি.গভ/ডিএসএনওয়াইনিউজ **(nyc.gov/dsnynews)** দেখুন।

nyc.gov/sanitation | call 311
NYCsanitation • NYCzerowaste

sanitation

বিয়ানীবাজারের বন্যার্তদের পাশে হাজী তাহির আলী ফাউন্ডেশন ও ফাতেমা ব্রাদাস গ্রুপ





ঢাকা ডেস্ক: মানবতার সেবায় আমরা এই প্রতিপাদ্যে এগিয়ে চলা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'হাজী তাহির আলী ফাউন্ডেশন ও ফাতেমা ব্রাদাস গ্রুপ' এবার বিয়ানী-বাজারের বন্যা দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বানের জলে নিঃস্ব, অভুক্ত মানুষদের রান্না করা খাবার আর পানিবন্দি মানুষের ঘরে ত্রাণ সহায়তা পৌছানো হচ্ছে ফাউন্ডেশনের পক্ষে থেকে। শুকতারা জনমঙ্গল সমিতি খাসারিপাড়ার আয়োজনে গত ২১ জুন মঙ্গলবার দিনভর বানবাসি মানুষের পাশে গিয়ে তাদের দুঃখ, দুর্দশার কথা শুনেছেন, সাধ্য অনুযায়ী সহায়তা দিয়েছেন। এসময় তারা পূর্ব মুড়িয়া ও পৌরসভা এলাকায় আড়াইশতাধিক মানুষকে রান্না করা খাবার এবং সাড়ে তিনশ পরিবারে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন। এছাড়াও হাজী তাহির আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিয়ানীবাজার পৌরসভার নব-নির্বাচিত মেয়র ফারুকুল হকের ব্যাক্তিবর্গ ত্রাণ তহবিলে নগদ ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন বন্যা দূর্গত মানুষের সহযোগিতার জন্য।

মঙ্গলবার সকালে পৌরসভার লাসাইতলা এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে রান্না করা খাবার প্রদানের মধ্যে দিয়ে বিতরণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত খাসাড়িপাড়া শুকতারা জনমঙ্গল সমিতির সাবেক সভাপতি সহ-সভাপতি লুৎফুর রহমানের সার্বিক তদারকি ও যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সমিতির সহ-সভাপতি ফয়জু মিয়ার নেতৃত্বে বিতরনকারী দলে অনান্যের মধ্যে বিয়ানীবাজার পৌরসভার কাউন্সিলর মিছবাহ উদ্দিন ও এহসানুল ইসলাম, খাসাড়ীপাড়া শুকতারা জনমঙ্গল সমিতির সভাপতি মিজানুর রহমান রুমেল, খাসাড়ীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছওয়াব আলী, আশরাফ আলী, সাংবাদিক মুকিত মোহাম্মদ, দেলোয়ার হোসেন জাহেদ, লিমন আহমদ, পাবেল আহমদ, সুনাম উদ্দিন সহ স্থানীয় এলাকার সমাজকর্মী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় তারা বানের জলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সহায়তা তুলে দেন।

প্রতিনিধি দল হাজী তাহির আলী ফাউন্ডেশন এবং ফাতেমা ব্রদার্স গ্রুপের চেয়াম্যান, যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির উপদেষ্টা, এবি মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক আলহাজ শামছুল ইসলাম এবং নিউ-ইয়রর্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ, মূলধারার রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবি মিডিয়া গ্রুপের এমডি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও তাদের পরিবারের সকল সদস্যদের মানবিক কাজে সহযোগিতার কথা তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বন্যা দূর্গত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তরা সুদুর যুক্তরাষ্টে থাকলেও সবসময়ই এলাকার মানুষের খোঁজ খরব রাখেন, বন্যা, করোনা, দূযোর্গ সহ বছর জুড়ে এলাকার সামাজিক ও শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে চলমান থাকে। এসময় সেখানকার জনপ্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলে এবং উপকারভোগী দূর্গত মানুষেরাও ফাইন্ডেশনের দায়িত্বশীলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পরে পূর্ব মুড়িয়া এলাকায় ট্রাক ভর্তি খাবার নিয়ে যান তারা। সারপার এলাকায় প্রথম দফা বিতরণ শেষে নৌকাযোগে দূর্গত মানুষের বাড়ি বাড়ি যান তারা। সেখানে ১০টি গ্রাম ঘুরে নিজ হাতে পানিবন্দি ১২০ জনকে রান্না করা খাবার এবং সাড়ে ৩ শত পরিবারে চাল, আলু, ডাল ও মসলা সামগ্রীর প্যাকেট তুলে দেন। সেখানকার বিতরণ কার্যক্রমে ইউপি সদস্য মোহাম্মদ কয়ছর রশিদ ও মো. জামাল উদ্দিন, বিশিষ্ট মুরব্বি ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, যুবনেতা সেলিম উদ্দিন, আব্দুস সামাদ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসীর জন্য ত্রাণ সহায়তা নিয়ে যাওয়ায় তাহির আলী ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি।

উল্লেখ্য, বিয়ানীবাজার সদর ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের প্রথম নির্বাচিত সদস্য ও বিয়ানীবাজার মোকাম রোডের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মরহুম হাজী তাহির আলী ছিলেন এলাকার উন্নয়নের এক প্রাণ পুরুষ। খাসাড়িপাড়া এলাকায় শিক্ষার প্রসার, রাস্তাঘাট সহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে তার অবদান এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে। তার সন্তানরা যুক্তরাষ্টে ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানে স্থায়ী বসতি গড়লেও প্রয়াত বাবার সেবামূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ধারন ও লালন করছেন। সমাজসেবক বাবার স্মৃতিকে ধরে রাখতে বাবার নামে গড়ে তুলেছেন হাজি তাহির আলী ফাউন্ডেশন নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে বিয়ানীবাজারের শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছাড়াও এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের কল্যাণে রেখে যাচ্ছেন বিশেষ ভূমিকা।



যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ ও আওয়ামী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবিচল নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং তার সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রশংসার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী ও সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বেং পদ্মা সেতু'র উদ্বোধর উপলক্ষ্যে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ টায় নিউইয়র্ক এর জ্যাকসন হাইটসস্থ ইটজী রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও বাকসু'র সাবেক জিএস বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। পরে উপস্থিত সাংবদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল চৌধুরী, হাকিকুল ইসলাম খোকন, এম এ করিম জাহাগীর, জালাল উদ্দিন জলিল ও মোঃ আকতার হোসেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা রমেশ নাথ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু ও একে চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।





সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ড. প্রদীপ রঞ্জন কর বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২৩ জুন। আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালী জাতির গৌরবোজ্জল অজন ও সংগ্রামের ইতিহাস। এ দেশের সকল গনতান্ত্রিক-প্রগতিশীল সাহসী মিছিলের নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ৭৩ বছর ধরে আওয়ামী লীগ আছে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে গৌরবের সাথে। আজকের এইদিনে সবাইকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের আরেক মহা অবদান স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ। পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তবতা। বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও জটিল রকমের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নিজেদের অর্থেই নির্মিত হয়েছে এ সেতুটি। বহুমাত্রিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বিশ্ব ব্যাংক তহবিল প্রত্যাহার করলে প্রবাসে সর্বপ্রথম জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয় এবং সেই সাথে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নিকট প্রত্যহ শতশত লেটার কাম্পেইন শুরু হয়। কাম্পেইনের এক পর্যায় বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থকে চিঠি দিয়ে তাদের অবস্থা ব্যখা করে। এই সেতু নির্মাণের ফলে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নদীবেষ্টিত ভূখন্ড সরাসরি রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত হবে। পদ্মা সেতু যেমন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় ৫ কোটি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সুবাতাস বয়ে আনবে, তেমনি কমপক্ষে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধিও নিশ্চিত করবে। ফলে, লাভবান হবে পুরো দেশের মানুষ। প্রসার হবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের।

ড. প্রদীপ কর বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নেই নির্মিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য আত্মবিশ্বাস ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় এবং বাঙালী জাতির অদম্য প্রচেষ্টায় তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ২৫ জুন, উদ্বোধন হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু আমাদের গর্বের সম্পদ, অহংকারের নিদর্শন। এ সেতু আমাদের মর্যাদার প্রতীক, আত্মসম্মানের প্রতীক, কারও কাছে মাথা নত না করে মাথা উঁচু করার প্রতীক, সক্ষমতার প্রতীক ও উন্নয়নের প্রতীক। আর এ প্রতীক রচনার বীর ও সাহসী নায়ক সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে জানাই সহস্র সালাম।

এদিকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের পক্ষ থেকে জ্যাকসন হাইটসে আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!



SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

সাম্প্রতিক দুর্যোগ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা



ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

অনাদিকাল থেকেই নানা রকম দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে আসছে মানুষ। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা এবং এর অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্যোগকালীন সম্ভাব্য সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টাই হচ্ছে মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস। দুর্যোগ সাধারণত দুই রকমের হয়। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যটি মানবসৃষ্ট।

প্রকৃতিতে সৃষ্টি হওয়া দ্রুত ও নিয়ন্ত্রণহীন দুর্ঘটনাগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর মানুষের নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে সমাজে যে বিপর্যয় নেমে আসে সেটা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। দুটির মধ্যেই আন্তঃসম্পর্ক আছে। কারণ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাতে মানুষের আচার-আচরণের প্রভাব রয়েছে। যেমন–জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ ইত্যাদি। মানুষের তৈরি দুর্যোগ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও বাঁধ তৈরি এবং অস্ত্র ও প্রযুক্তির ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি।

দুর্যোগ যেভাবেই হোক, সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষই এর কেন্দ্রে থাকে। তাই দুর্যোগের কারণ চিহ্নিত করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগের সঙ্গে অভিযোজন করার ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। নদীর পানি যখন বাড়তে থাকে, তখন সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি সংশ্লিষ্টদের গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত পানি যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, তখন এই সুযোগ থাকে। কিন্তু ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা হঠাৎ বন্যায় সে সুযোগটা থাকে না। তবে তাৎক্ষণিক দুর্যোগকেও দুই দিক থেকে বিবেচনা করতে হয় যে এটি আসলেই হঠাৎ করেই চলে এসেছে, নাকি জানা-বোঝার ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণ রয়েছে।

এই মুহূর্তে দেশে বন্যাজনিত দুর্যোগ চলছে, যার শুরুটা হয়েছে সিলেট ও সুনামগঞ্জে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এটা কি কোনো তাৎক্ষণিক দুর্যোগ? আমি বলব, লোকজন বুঝতে পারেনি–এটা এমন কিছু নয়। এর সঙ্গে অতিবৃষ্টির সম্পর্ক যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যবস্থাপনাজনিত অভাবও রয়েছে। যেকোনো বিষয়ে বাংলাদেশে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি ও বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বেশি হয়। এবারও যেমন অতিসহজীকরণ করে বলা হলো যে সীমান্তের ওপারে অতিবৃষ্টি হয়েছে বলেই এই হঠাৎ বন্যা। বলা হচ্ছে, চেরাপুঞ্জিতে তিন দিনে যে বৃষ্টি হয়েছে, তা ১২২ বছরে হয়নি। অথচ তথ্যটি ঠিক নয়। ১৯৮৪ সালেও এমন বৃষ্টি হয়েছিল সেখানে। প্রকৃতপক্ষে সিলেট-সুনামগঞ্জে এই তাৎক্ষণিক দুর্যোগের পেছনে শুধু অতিবৃষ্টি নয়, এর পেছনে নদীর নাব্যতা, পানির স্রোতের স্বাভাবিক পথ ব্যাহত করার মতো কারণগুলোও যুক্ত হয়েছে। দেখা গেছে, উজান থেকে নেমে আসার পথে পানির স্রোতে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং এই বিষয়গুলোকে একসঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় না নিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঠিক হবে না এবং ভবিষ্যতেও আর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারব না। এখানে দুটি জিনিস আমাদের করতে হবে। প্রকৃতিকে বশ করা কঠিন, কিন্তু একে সহনীয় করা সম্ভব। আরেকটি হলো অভিযোজন বা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে তোলা। যেমন দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন টপোগ্রাফিতে (ভূসংস্থান) মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সব টপোগ্রাফিতে মানুষ যদি একই রকম আচরণ করে এবং সব জায়গায় একই ধরনের যাতায়াতব্যবস্থা গড়ে তোলে, সেটা মোটেও ঠিক হবে না।



বাংলাদেশ বদ্বীপ অঞ্চল। এখানে প্রচুর নদ-নদী আছে। এখানে সড়কপথ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, নদীমাতৃক দেশ হিসেবে এর জলপথের উপযোগিতাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আবার রেলপথও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে আমাদের ভারসাম্য রাখতে হবে। এর চেয়েও বড় কথা, যে অঞ্চলে যেটা উপযোগী এবং যেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথ বাধাগ্রস্ত করবে না, সেটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে পানির সঙ্গে বসবাস একটি সাধারণ চিত্র। তাই আমরা যদি অভিযোজনব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারি, তাহলে বন্যার দুর্যোগের দিকটি বড় না হয়ে এর ইতিবাচক দিকটা নিয়েও ভাবা যাবে। যেমন–বন্যায় অনেক পলি মাটি আসে, মাটির উর্বরতা বাড়ে। সুতরাং আমাদের কর্মসূচিগুলো হতে হবে অভিযোজনমূলক, যাতে জান-মালের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়।

দেশে প্রতিবছরই সিলেট, তথা হাওরাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল দিয়ে বন্যার বিস্তৃতি ঘটে। এ দুটি দিক থেকে আসা পানির স্বাভাবিক গতি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেভাবেই আমাদের অবকাঠামোগুলো তৈরি করতে হবে। তাই পানিপ্রবাহের পথে নানা রকম বাঁধ বা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে। আমরা যে পদ্মা সেতু করেছি, সেখানে নদীশাসন ও নদীর স্বাভাবিক গতি ধরে রাখতে গিয়ে বহু টাকা খরচ করা হয়েছে। একই উদাহরণ নেদারল্যান্ডসে দেখতে পাওয়া যায়। দেশটির টপোগ্রাফি আমাদের মতো অনেকটা। এদের ভূমির স্তর পানি থেকে বেশি ওপরে নয়। এরা সব কিছু সেভাবেই গড়ে তোলে। পানির স্বাভাবিক গতি যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেভাবেই রাস্তাঘাট করেছে। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞদের ভাবতে হবে।

আমাদের জরুরি মোকাবেলা (ইমার্জেন্সি রেসপন্স) নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা তৎক্ষণিকভাবে যে মোকাবেলা ব্যবস্থা গ্রহণ করি, সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এরপর সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে কাজ হয়। যেকোনো দুর্যোগে দেখা যায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ এগিয়ে আসছে। এটা স্বতঃস্ফূর্ত। সামাজিক পর্যায়ে মোকাবেলার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি হতে পারত ইউনিয়ন পরিষদ; কিন্তু সেটা ততটা কাজ করে না। আমাদের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সামাজিক সংগঠন ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। আমরা আগেও এটা দেখেছি এবং এবারও দেখছি। ১৯৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়–এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। তবে এবারের সিলেট ও সুনামগঞ্জের দুর্যোগের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মোকাবেলা ব্যবস্থা আগের মতো দেখা যায়নি। বলা হচ্ছে, ওই অঞ্চলের সবাই আক্রান্ত বলে ততটা চোখে পড়েনি; কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না।

জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এবার তাদেরও খুব একটা তৎপর দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় পর্যায়ে সরকার কাজটি করছে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে, ডিসি, ইউএনওর মাধ্যমে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজটি খুব একটা দেখতে পাইনি। বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব কাজ করেছে। একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থেকেই দুর্যোগ মোকাবেলার কাজটি করা হচ্ছে।

করণীয় : এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে। এ জন্য কয়েকটি করণীয় ঠিক করা যেতে পারে। প্রথমেই প্রশাসন ও উন্নয়নকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। হাওরের ভেতর দিয়ে বিরাট রাস্তা নির্মাণ নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা রাস্তাটি না করতে মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের বন্যার পর দেখা গেল, এমন কিছু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাঁরা বলছেন, অতিবৃষ্টির কারণেই এটা হয়েছে এবং রাস্তাটি বড় কোনো সমস্যা নয়। মূলত প্রশাসন ও উন্নয়ন কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে প্রায়ই স্থানীয় সমস্যাগুলো উপেক্ষিত থেকে যায় এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলোর দায় এড়িয়ে যান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। অথচ বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহির একটা সুযোগ থাকে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক পুঁজি শক্তিশালী করা। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক সংহতি, সহমর্মিতা, সমাজ ও সরকারের প্রতি আস্থা–এসব মিলেই সামাজিক পুঁজি গড়ে ওঠে। এটা একটা বিরাট শক্তি। বেসরকারি সংগঠন, সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম–সবই সামাজিক পুঁজির অংশ। স্বাস্থ্য খাতে, বিশেষ করে ইপিআই কর্মসূচিতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের অংশগ্রহণ আমরা দেখেছি। এ কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের টিকাদানের সাফল্য প্রশংসিত। তবে দুঃখজনকভাবে এই পুঁজি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে। উৎসাহ দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। এর একটা কাঠামোগত কারণও রয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রশাসন। প্রশাসনই সব দেখবে–এই প্রবণতাই সামাজিক পুঁজিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, সরকারি ও সামাজিক ভবনগুলো বহুমুখী করে নির্মাণ করা। আশ্রয়কেন্দ্র সবখানে তৈরি করা যাবে না। আমার পরামর্শ হলো স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এমনকি থানা কমপ্লেক্সকে বহুমুখী করে নির্মাণ করা। ভবনগুলো এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে নিচের অংশ প্রয়োজনের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রকম দেশ, সে রকম অবকাঠামো তৈরি করতে হয়। এখন শোনা যাচ্ছে, কেল্লা তৈরি করা হবে। কিন্তু এগুলো সারা বছর খালি পড়ে থাকবে। কেল্লাটি যদি মাল্টিফাংশনাল বা বহুমুখী হয়, তাহলেই কেবল যথার্থ হবে।

চতুর্থত, তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের আগে-পরে তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সময় তথ্যের সুষ্ঠু প্রচার দরকার। এখন বলা হচ্ছে, সতর্কতা ঠিকভাবে পাওয়া যায়নি, আবহাওয়া অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর আগে থেকে বুঝতে পারেনি কিংবা ভারত থেকে যা পাওয়া গেছে তা সঠিক ছিল না। এসব না বলে যথাযথ তথ্য সরবরাহ জরুরি। প্রাপ্ত তথ্য ফিল্টার করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয়। সঠিকভাবে সতর্কবার্তা প্রচারিত হলে প্রস্তুতি নেওয়া যায় এবং স্বেচ্ছাসেবীদের তৎপর রাখা যায়। এবারের ঘটনায় এই দুর্বলতাটি স্পষ্ট হয়েছে।

পঞ্চমত, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্ম এলাকা বণ্টন করা। কে কার ওপর দায় বর্তাবেন, তা করার সুযোগ না দিয়ে দায়িত্ব সুস্পষ্ট করতে হবে।

ষষ্ঠত, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী, যারা ভেতর ও বাইরে থেকে কাজ করবে, তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে হবে।

সপ্তমত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সংগঠিত করা। এসব মানুষকে সাহস প্রদান, তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য তাদের প্রস্তুত রাখা।

লেখক: সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বন্যা মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা কি হতাশাজনক নয়



আলী রীয়াজ

সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। সিলেট, সুনামগঞ্জসহ ওই অঞ্চলে বন্যার কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনটি বিষয় আমাদের মনোযোগ দাবি করে।

প্রথমত, এই বন্যার ফলে মানবিক বিপর্যয়ের সময় বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ এগিয়ে এসেছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানুষের প্রতি সহমর্মিতার এই প্রকাশ সামাজিক সংহতির ব্যাপারে আমাদের আশাবাদী করে। বিপদের সময় সাধারণ মানুষের ঐক্যই বিপদ মোকাবিলার প্রথম শর্ত। এসব কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখেই আমাদের স্মরণ করতে হবে যে এই বিপদ মোকাবিলায় নাগরিকদের আশ্রয়ের জায়গা হওয়ার কথা রাষ্ট্রের; রাষ্ট্রের হয়ে এই কাজ করবে সরকার।

সিলেটের এই বন্যা ১২২ বছরের মধ্যে ভয়াবহ। তাহলে বন্যার পানি সরে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ঘুরে দাঁড়াবেন কী করে, সেটা নিয়ে সরকারের ভাবনা কী। নাগরিকেরা তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী করছেন এবং করবেন, কিন্তু তাঁরা তো সরকারের বিকল্প নয়। সরকারের দায়িত্ব কী, তা কতটুকু পালিত হলো, কেন পালিত হলো না–এ প্রশ্নগুলো তোলা জরুরি।

বন্যার ভয়াবহতার মুখে সরকারের ত্রাণমন্ত্রী যখন প্রথম ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেন, তাতে বোঝা যায় যে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী। যে দেশে মেগা প্রকল্পে লাখো কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া কোনো বিষয় নয়, যে দেশে সরকারি কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণের জন্য অহরহ বিদেশ যান, এমনকি দিঘি পুনঃখননের প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশ যেতে চান, সেখানে বন্যা ত্রাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ নিশ্চয় নীতিগত সিদ্ধান্তের বাইরের বিষয় নয়। এটা একটা উদাহরণমাত্র। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে মানুষেরা ভয়াবহ বিপদে পড়লেন, তাঁদের পাশে এসে সরকার দাঁড়াচ্ছে কি না। সবচেয়ে বেশি বন্যাপীড়িত এলাকা সিলেট এবং সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্যরা, এমনকি ওই অঞ্চলের মন্ত্রীরা পর্যন্ত যে বিপদের প্রথম মুহূর্তে এলাকায় উপস্থিত হননি, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ করার বিষয়।

যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, শুধু এ অঞ্চলেই নয়, সারা দেশেই অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরিবেশের ওপরে এগুলোর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সামান্যই বিবেচিত হয়।

এ মুহূর্তে সরকারের দায়িত্বের অন্যতম হচ্ছে সবার জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, কিন্তু ত্রাণ দেওয়াই একমাত্র বিষয় নয়। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। যেহেতু ইতিমধ্যে আরও অনেক এলাকাই বন্যাপীড়িত হয়ে পড়েছে, এখনই এ জন্য পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

এক হিসাবে বলা হচ্ছে যে সিলেটের এই বন্যা ১২২ বছরের মধ্যে ভয়াবহ। তাহলে বন্যার পানি সরে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ঘুরে দাঁড়াবেন কী করে, সেটা নিয়ে সরকারের ভাবনা কী। নাগরিকেরা তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী করছেন এবং করবেন, কিন্তু তাঁরা তো সরকারের বিকল্প নয়। সরকারের দায়িত্ব কী, তা কতটুকু পালিত হলো, কেন পালিত হলো না–এ প্রশ্নগুলো তোলা জরুরি।

কেননা সরকার ও রাষ্ট্রের এই জবাবদিহির অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে সরকার নাগরিকের জন্য নয়, গোষ্ঠীর। বাংলাদেশে জবাবদিহির কাঠামো ও ব্যবস্থা সব সময়ই দুর্বল ছিল, গত কয়েক বছরে তা প্রায় তিরোহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, এ বন্যার আভাস দেওয়া এবং পূর্বপ্রস্তুতির অভাবের কারণ কী? এ কথা দীর্ঘদিন ধরেই বলা হচ্ছে যে দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু সিলেটের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় টিআইবির একটি প্রতিবেদনের কথা। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের পর ২০২০ সালের ডিসেম্বরে টিআইবি বলেছিল 'প্রাণহানি কমানো, দুর্যোগ মোকাবিলার একটি কাঠামোবদ্ধ মডেল প্রস্তুত করা এবং তা অনেক দেশ কর্তৃক অনুসরণসহ বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও এখানে এখনো যথেষ্ট উৎকর্ষসাধনের সুযোগ আছে এবং এখনই আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই।'

সিলেট এলাকায় গত দুই মাসে এ নিয়ে তিনবার বন্যা হয়েছে। তারপর অকস্মাৎ বন্যার ঢল নামে জুন মাসের ১৬ তারিখ। ভারতের আসাম এবং মেঘালয়ে অতিবৃষ্টির কারণে এ বন্যার সূচনা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বন্যার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল কি না। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এ বিষয়ে সরকারকে জানিয়েছিল। নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া বলেছেন, 'একটা বন্যা হবে, সেটা অবশ্যই আমরা আগে আঁচ করতে পেরেছিলাম। তবে বৃষ্টির পরিমাণ যে এত বেশি হবে, সেটা আমাদের আইডিয়া ছিল না। ভারী বৃষ্টি যে হবে, সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।' (বিবিসি বাংলা, ১৯ জুন ২০২২)। এ কথা ঠিক যে আকস্মিক বন্যার মাত্রা একেবারে সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব কি না, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু যতটুকু জানা গিয়েছিল, সেই মাত্রায় প্রস্তুতি ছিল কী? এ প্রস্তুতিহীনতার দায়িত্ব কার? এ বিষয়ে কোনো ধরনের তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ সরকারের আছে, এমন মনে করার কারণ নেই।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, বন্যার ভয়াবহতার মাত্রা বৃদ্ধিতে এ অঞ্চলে যেসব অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তার ভূমিকা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বন্যা ও পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, এ অঞ্চলের অবকাঠামোগুলো একটি বড় কারণ। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, 'সিলেট বিভাগে বন্যা এতটা তীব্রতা পাওয়ার কারণ, পানি নামতে বাধা পাচ্ছে। হাওরে নানা অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এটা পানিপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। কারণ, এ অঞ্চলের পানি হাওর হয়ে নদী দিয়ে নেমে যায়। শুধু এ অবকাঠামো নয়, পাশাপাশি নদী নাব্যতা হারিয়েছে। এতে পানি দ্রুত সরতে পারছে না' (ডয়চে ভেলে, ১৮ জুন ২০২২)।

যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, শুধু এ অঞ্চলেই নয়, সারা দেশেই অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরিবেশের ওপরে এগুলোর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সামান্যই বিবেচিত হয়। সিলেট অঞ্চলের খাদ্যগুদাম বা বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যন্ত বন্যা মোকাবিলা করার মতো করে নির্মাণ করা হয়নি, কিন্তু নয়নাভিরাম পথ তৈরির ব্যাপারে উৎসাহের অভাব হয়নি। এগুলো বিরাজমান 'উন্নয়ন দর্শন'-এর বাইরের বিষয় নয়।

বন্যা এবং বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগের সময় এ তিন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া জরুরি, নাগরিকদের দরকার এসব বিষয়ে সজাগ থাকা। চলমান বন্যাকে কেন্দ্র করে এসব প্রশ্ন, কিন্তু এগুলো কেবল বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার মধ্যেই সীমিত নয়।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

- নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য
- বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

‘শেষ ইচ্ছা’ পূরণে জেনারেল এখন বাড়ি ফিরতে চান

আলতাফ পারভেজ

ইতিহাস বেশ কৌতুকপ্রিয়। অনেকের কাছে অনেক সময় তাতে শামিল হওয়া কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। যেমন ঘটছে এখন পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের জীবনে। সোনালি দিনগুলোতে এই চার তারকা জেনারেল নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এখন শরিফদের মুসলিম লিগ আবার সেখানে ক্ষমতায়। ঠিক তখনই মোশাররফ নির্বাসন থেকে ‘দেশের মাটিতে ফিরে’ মৃত্যুর সুযোগ চাইছেন। এ রকম সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে কি না, এ নিয়ে পাকিস্তানে এ মুহূর্তে চলছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। যদিও সব মানুষের নিজ ভিটায় ফেরার অধিকারে বিশ্ব স্বীকৃতি আছে।

ক্ষমতার দিনগুলোতে মোশাররফ অন্তত চারবার চোরাগোপ্তা হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যান। যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের জোড়া আত্মঘাতী হামলা। কিন্তু এখন তিনি প্রকৃতই মৃত্যুর মুখোমুখি। দুরারোগ্য রোগে কাবু হয়ে পড়েছেন।

রাজনীতিবিদেরা যে যা ভাবছেন

২০১৬ থেকে দেশের বাইরে জেনারেল মোশাররফ। এখন তিনি দেশে আসতে চান। তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে কি না এই আলোচনায় অংশ নিয়ে পাকিস্তানের সিনেট সদস্য জামায়াত নেতা মুস্তাক আহমেদের বক্তব্য উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেন, মোশাররফকে যদি দেশে এসে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেওয়া হয় তাহলে স্থানীয় সব কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি আদালতগুলোও বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুস্তাক আহমেদ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি নন। সিনেট আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে মুসলিম লিগ ও পিপলস্ পার্টি উভয়ে ক্ষমতাচ্যুত জেনারেলকে ফেরার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে। সিনেট বিতর্কে পিপিপির ইউসুফ রাজা গিলানির বক্তব্য ছিল খুবই করুণ। তিনি বলেন, পারভেজ মোশাররফের দেশ ছেড়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারেনি। তাঁর আসাও হয়তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। গিলানির ইঙ্গিত স্পষ্ট। সেনাবাহিনী যে এখনো তাদের সাবেক এই ‘বস’র প্রতি সহানুভূতিশীল, সেটাই বোঝাচ্ছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে বিচার শুরুর পর সেনা সহায়তাতেই দেশ ছাড়েন মোশাররফ। তবে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ক্রোধ যাঁর থাকার কথা, সেই নওয়াজ শরিফও তাঁকে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে এখন। এর কারণও সেনাবাহিনীর সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা। নওয়াজও লন্ডনের স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন। মোশাররফের জন্য নওয়াজ শরিফের সহানুভূতি তাই ইতিহাসের দিক থেকে কৌতুকময়। গিলানির বক্তব্যও তাই। পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতায় থাকার সময়ই পিপিপির নেত্রী বেনজির ভুট্টো রাজপথে নিহত হন। অথচ আজ এই দলকেও মোশাররফের প্রতি করুণা দেখাতে হচ্ছে। বেনজির ভুট্টোর বাবাকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিলেন সেনাবাহিনীর আরেক প্রধান। কিন্তু সেসব বেদনার কথা ভুলেই রাজনীতি করতে হচ্ছে দলটিকে এখন।

পিপিপি এবং মুসলিম লিগ উভয়ে রাজনীতিতে সেনা হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধী। কিন্তু তেমন হস্তক্ষেপের অন্যতম জনক মোশাররফের বিরুদ্ধে তারা আর কঠোর নেই। কথা ও কাজের এই ব্যবধানের কারণ বোঝা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে মোটেই কঠিন কিছু নয়।

উপরন্তু বাড়তি প্রশ্ন হলো, দেশে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলে এই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কবরস্থ করা হবে কি না? এ ক্ষেত্রে পুরোনো দৃষ্টান্ত বলছে, ইতিহাস মোশাররফের পক্ষে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নিষ্ঠুরতার জন্য হামুদুর রহমান কমিশন যখন ইয়াহিয়া খানকে বিচারের মুখোমুখি করার সুপারিশ করে, তখনো মৃত্যুর পর ওই জেনারেলকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই দাফন করা হয়।

অ্যামাইলয়েড জেনারেলকে কাবু করে ফেলেছে

এই লেখা যখন তৈরি হচ্ছে, তখন মোশাররফ আরব আমিরাতে আছেন। তবে তাঁর শরীর ভালো নেই। অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালো কাজ করছে না।



অ্যামাইলয়েডোসিস নামের বিরল এক রোগে ভুগছেন তিনি। যে রোগের মূল কারণ অ্যামাইলয়েড নামের অস্বাভাবিক এক প্রোটিন। এই প্রোটিন শরীরের শাখা-প্রশাখাকে স্বাভাবিক কাজ করতে দেয় না। যা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নেয় রোগীকে। এই রোগ সারানোর নির্ভরযোগ্য উপায় আবিষ্কৃত হয়নি এখনো। তবে মোশাররফের দেহে নতুন একটা ওষুধের নিরীক্ষা চলছে। জেনারেল এখন চাইছেন জীবনের শেষ দিনগুলো পাকিস্তানে নিজ মাটিতে কাটাতে।

সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান হিসেবে মোশাররফের শেষ ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়ানো পাকিস্তানে যে কারও পক্ষেই দুরূহ। তবে তাঁর ‘শেষ ইচ্ছা’ পুরো পাকিস্তানকে এই শতাব্দীর প্রথম বছরগুলোর দুঃসহ রাজনৈতিক বন্দিদশার দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়েছে আবার। মোশাররফের ফিরে আসার প্রধান প্রতিবন্ধকতা এখনো তিনিই। কারণ পাকিস্তানে তাঁর প্রত্যাশিত চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার এমনও হতে পারে, হাতের কাছে পেয়ে জনতার ধিক্কারে পাত্র হতে পারেন তিনি। তবে পাকিস্তানের আইনে যেকোন নাগরিকের দেশে ফেরার অধিকার আছে।

দুঃশাসকদের দেশপ্রেম

মোশাররফ সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৯৯-এ। আবার ২০০৭ সালে ক্ষমতায় টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টায় জরুরি অবস্থা জারি করেন। আইনগত অনিয়মের জন্য ২০১৯ সালে আদালতে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়। তবে রায়ের সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সেনাবাহিনীর অদৃশ্য ভূমিকায় ২০১৬ সালে গ্রেপ্তার এড়িয়ে বিদেশে চলে যেতে পেরেছিলেন। পরে লাহোর হাইকোর্ট এই মর্মে মতামত দেয়, ইসলামি বিধান মতে, কারও অনুপস্থিতিতে এ রকম রায় দেওয়া যায় না। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা আছে। তবে সেই আবেদনের শুনানি হয়নি এখনো এবং সেই থেকে মোশাররফ আছেন বিদেশে। মাঝেমধ্যে টুইটারে কিছু লিখতেন তিনি। জীর্ণশীর্ণ শরীরের কিছু ছবিও তাঁর মাঝেমধ্যে প্রকাশ পেত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তাঁর ‘উপস্থিতি’র শেষ অধ্যায় ছিল এ রকমই।

অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর শঙ্কার মুখে মোশাররফের দেশে ফেরার হাহাকার এবং শান্তিপূর্ণভাবে কবরস্থ হওয়ার আকুতি অনেককে দেশটির প্রথম সামরিক শাসক ইসকান্দার মির্জার কথাও মনে করিয়ে দিতে পারে। ইসকান্দার মির্জাকে দেশছাড়া করেছিলেন আইয়ুব খান। অথচ ইসকান্দার মির্জার হাতে তৈরি সেনাপ্রধান ছিলেন তিনি। ১৯৬৯ সালে লন্ডনে প্রায় কপর্দক শূন্য অবস্থায় মির্জা যখন মারা যান আইয়ুব খানও তখন করুণভাবে ক্ষমতাচ্যুত। মির্জার মৃত্যুর পর তাঁর লাশ দেশে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন আইয়ুবের প্রিয়ভাজন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সেই ইয়াহিয়া খানেরও মৃত্যু হয় দীর্ঘ গৃহ বন্দিত্বের পরপর একাকী। তারও আগে চুয়াত্তরের এপ্রিলে আইয়ুবের মৃত্যু দিনে তখনকার নির্বাহী প্রধান ভুট্টো লাশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। আর মির্জার লাশ নিজ দেশে নিয়ে দয়াপরবশ হয়ে কবরস্থ করেছিলেন যে ইরানি শাসক রেজা পাহলভী, তাঁরও মৃত্যুর পর দেশে সমাহিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। জনরোষের মুখে কায়রোর আল-রিফাই মসজিদের পাশে শেষশয্যা পাততে হয় তাঁকে। মৃত্যুকালে তাঁর সংগ্রহে দেশের এক ব্যাগ মাটি পাওয়া যায়। দুঃশাসকদের এ রকম দেশপ্রেমের নজির ইতিহাসে আরও বেশ আছে। মোশাররফ অবশ্যই সেই তালিকায় শেষজন নন।

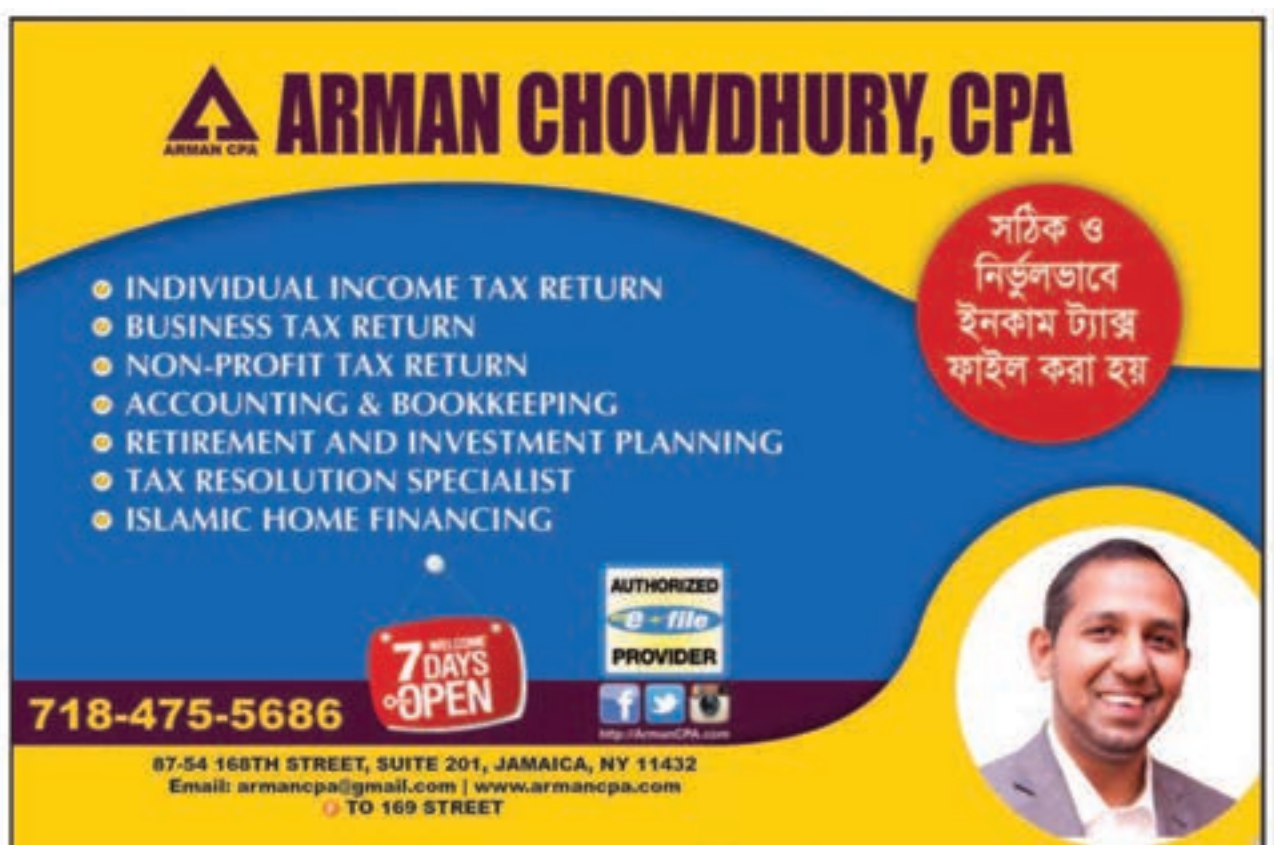
তারপরও পাকিস্তানের ‘ইতিহাস’ মোশাররফের পক্ষে

১৯৫১ সালের বামপন্থী অভ্যুত্থানটি ছাড়া পাকিস্তানে কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়নি। শেষ জীবনের করুণ পরিণত সত্ত্বেও সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় থাকাকালে সিংহের মতোই দাপটের সঙ্গে দেশ চালান। তবে বারবার নির্বাচিত সরকারও ফিরে এসেছে। পুরোনো দিনের দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দেশটিতে বন্দুক ও ভোটের শাসনের আসা-যাওয়া চলছে। তবে অভিনব এই চক্রের প্রায় স্থায়ী এক ফল সামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বপনা। সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য কোন জেনারেলকে সাজা ভোগ করতে হয়নি, কারণ সেনাবাহিনী সেরকম কিছু দেখতে চায় না। মূলত সে কারণেই পিপিপি ও মুসলিম লিগ যৌথভাবে সরকারে থাকার পরও ৭৯ বছর বয়সী মোশাররফকে নির্দোষ হিসেবে দেশে ফেরায় সম্মতি দিতে হচ্ছে। অথচ তাঁর ৯ বছরের শাসনে পাকিস্তানে যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে পেন্টাগনকে সহযোগিতার নামে নিজ দেশে ড্রোন হামলার দ্বার খুলে দিয়ে অসংখ্য বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর কারণ হন তিনি। আবার একই সময় ওসামা বিন লাদেনকেও গোপনে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। বালুচিস্তানে এখনকার অসন্তোষের আগুনও নতুন করে উসকে উঠেছে মোশাররফ সরকার বালুচ নেতা নওয়াব আকবর বুগতিকে হত্যার পর। কিন্তু তারপরও পাকিস্তানি স্টাবলিশমেন্টে তাঁর প্রতি দরদ আছে। তবে মোশাররফকে দেশে আসতে হলে তাঁর আইনজীবীকে আদালতে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিচার চলাকালে বহুদিন আদালতে হাজির হননি তিনি। তারও আগে একসময় দেশের প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মদ চৌধুরীকে চাকরিচ্যুত এবং গৃহবন্দী করার দম্ভও দেখিয়েছিলেন, যা ছিল পাকিস্তানের ৬০ বছরের ইতিহাসে অভিনব। কিন্তু এখন ইতিহাস নতুন বার্তা নিয়ে হাজির। আইনজীবীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিবৃতির পরই কেবল আদালত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইঙ্গিতে স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে ফিরতে চাওয়া জেনারেলকে দেশে প্রবেশের সুযোগ দেবে। বিষয়টি অবশ্যই আইনের শাসনের জন্য পাকিস্তানে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য।

উপরন্তু বাড়তি প্রশ্ন হলো, দেশে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলে এই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কবরস্থ করা হবে কি না? এ ক্ষেত্রে পুরোনো দৃষ্টান্ত বলছে, ইতিহাস মোশাররফের পক্ষে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে নিষ্ঠুরতার জন্য হামুদুর রহমান কমিশন যখন ইয়াহিয়া খানকে বিচারের মুখোমুখি করার সুপারিশ করে, তখনো মৃত্যুর পর ওই জেনারেলকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই দাফন করা হয়।

লেখক: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক





টিকিট বিক্রির সঙ্গে বাড়ছে দুশ্চিন্তা



ঢাকা, ২৫ জুন : কাতার বিশ্বকাপের ইতোমধ্যে ১২ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছে। বাকি রয়েছে আর আট লাখ টিকিট। বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি যত বাড়ছে, চিন্তাও তত বাড়ছে উদ্যোক্তাদের।

বিপুলসংখ্যক মানুষের থাকার ব্যবস্থা করা কতটা সম্ভব হবে- সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।

কাতার অর্থনৈতিক ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে টিকিট বিক্রির সংখ্যা। টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া। অনলাইনে এখনো পর্যন্ত দুইভাগে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। মোট ২০ লাখ টিকিট বিক্রি করা হবে। আরও ১০ লাখ টিকিট থাকবে ফিফার বিভিন্ন কর্তা এবং স্পনসরদের জন্য।

কাতারের রাজধানী দোহার জনসংখ্যা ২৪ লাখ। বিশ্বকাপের সময় বিশাল সংখ্যক মানুষ সেখানে আসবেন খেলা দেখার জন্য। আটটি স্টেডিয়ামে ৩২টি দেশ খেলবে। শহরের আশপাশেই রয়েছে সব স্টেডিয়াম। এ বছর ২১ নভেম্বর শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ।

ব্যাটিং নিয়েই যত দুশ্চিন্তা



ঢাকা, ২৪ জুন : শুক্রবার রাত ৮টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্ট লুসিয়ায় শুরু হবে দুই টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচটি। অ্যান্টিগায় টপঅর্ডার ব্যাটসম্যানদের অফ ফর্মের কারণেই হেরেছে বাংলাদেশ।

তাইতো সেন্ট লুসিয়া টেস্ট শুরুর আগেও সেই ব্যাটিং নিয়েই দুশ্চিন্তা। ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় টেস্টে যে কোনো উপায়ে রানে ফেরাটা বাংলাদেশের জন্য জরুরি।

২০০৪ সালে সেন্ট লুসিয়ার এই মাঠে দারুণ খেলে ড্র করাটা অনুপ্রেরণা। সুখস্মৃতির ভেন্যুতে আরেকবার সুখের খোঁজে বাংলাদেশ দল।

চলতি সিরিজের প্রথম টেস্ট টিভিতে সরাসরি বাংলাদেশের দর্শকরা দেখতে পাননি। রাত ৮টায় শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্ট সরাসরি দেখা যাবে টি স্পোর্টস এবং আইসিসি টিভিতে।

বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতা প্রথম টেস্টে প্রকট হয়ে ওঠে। অ্যান্টিগায় প্রথম ইনিংসে ১০৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৬ রানে ছয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে সাকিব আল হাসান ও নুরুল হাসান দলকে ২০০ পার করান।

টানা ব্যর্থতার জেরে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন আনতে পারে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট। ১৭ ইনিংসে মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি পাওয়া নাজমুল হোসেন শান্তর পরিবর্তে একাদশে জায়গা পেতে পারেন এনামুল হক বিজয়। সেন্ট লুসিয়ার এই মাঠেই আট বছর আগে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন এনামুল। এদিকে ইনজুরি কাটিয়ে শরীফুল ইসলাম দলে ফেরায় মোস্তাফিজুর রহমানকে একাদশের বাইরে যেতে হতে পারে।

মুশফিকুর রহিম না থাকায় এবং ইয়াসির আলী ইনজুরিতে পড়ায় সুযোগ পাচ্ছেন নুরুল হাসান। দ্বিতীয় ইনিংসে সাকিবের সঙ্গে তার জুটিতে ইনিংস হার এড়ায় বাংলাদেশ। নেতৃত্ব নেওয়ার পর সাকিব প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই হাফ সেঞ্চুরি করেছেন।

প্রথম টেস্টে বোলারদের পারফরম্যান্স ছিল আশা জাগানিয়া। মোস্তাফিজ, ইবাদত হোসেন ও খালেদ আহমেদ তিন পেসারই ভালো করেন। সাফল্য পেয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ এবং সাকিবও। সেন্ট লুসিয়ার উইকেটেও পেস বোলিং সহায়ক। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে এই মাঠে কোনো দলই প্রথম ইনিংসে তিনশ রান তুলতে পারেনি।

অপরিবর্তিত দল নিয়েই মাঠে নামতে পারে স্বাগতিকরা। কেমার রোচ নতুন বলে আগুনে বোলিং করছেন। প্রথম টেস্টে পেস আক্রমণে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সাত উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। ব্যাটিংয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন ক্যারিবীয়রা। অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাফেট আগের ম্যাচে ৯৪ রানে আউট হয়েছেন। সব মিলে পঞ্চমবার নড়বড়ে নব্বইয়ের শিকার হন তিনি। এই টেস্টেও জিততে পারলে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে পাকিস্তানকে টপকে পাঁচে উঠে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাকিস্তানের চেয়ে দুই পয়েন্ট কম নিয়ে বর্তমানে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে উইন্ডিজ।

১৮ বছর আগের স্মৃতি ফেরাতে চায় বাংলাদেশ



ঢাকা, ২৫ জুন : সেন্ট লুসিয়ার সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে নয়নাভিরাম ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়াম। আগে নাম ছিল বোশেজা ক্রিকেট গ্রাউন্ড। পরে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক স্যামির নামে এটির নামকরণ করা হয়েছে।

এই লুসিয়ায় ১৮ বছর আগের সুখময় স্মৃতি ফেরাতে চায় বাংলাদেশ দল।

২০০৪ সালে মেন্টু লুসিয়ায় ঐতিহাসিক ড্র করেছিল হাবিবুল বাশারের বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ রফিক ও খালেদ মাসুদ পাইলট সেঞ্চুরি করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিলেন ব্রায়ান লারা, ক্রিস গেইল, শিবনারায়ণ চন্দরপলের মতো ক্রিকেটাররা।

২০১৪ সালে মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেন্ট লুসিয়ায় ১৬১ ও ১৯২ রানে অলআউট হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে চলতি সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০তে পিছিয়ে আজ দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

সেন্ট লুসিয়ার ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে এবার ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা সাকিব আল হাসানদের।

টাকার অভাবে ভুগছে বিসিসিআই!

ঢাকা, ২৪ জুন : চলতি মাসেই আইপিএলের পাঁচ বছরের জন্য মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি করে ৫০ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। অথচ এক মাস না যেতেই চাউর হলো অর্থাভাবে ভুগছে বিশ্বের সবচেয় ধনী ক্রিকেট বোর্ডটি।

ভারতের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট রঞ্জি ট্রফিতে ব্যবহার করা হচ্ছে না ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস)। ডিআরএস প্রযুক্তি কাজে লাগানোর মতো টাকা নেই বোর্ডের তহবিলে, এমনটি শুনে অবাক ক্রিকেটবোদ্ধারা।

রঞ্জিট্রফির নকআউট পর্বে প্রায় প্রতি ম্যাচেই আম্পায়ারদের ভুল চোখে পড়েছে। সেমিফাইনালে বাংলা বনাম মধ্যপ্রদেশের ম্যাচে একাধিক ভুল করেছেন আম্পায়াররা।

এ ব্যাপারে বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেছেন, লোকাল আম্পায়ারদের ওপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। ডিআরএস ব্যবহার করতে গেলে অনেক খরচ। ফাইনালে ডিআরএস না থাকলে এমন কী আসে যায়! মাঠের আম্পায়ারদের ভরসা করতে হবে। ভারতের দুই সেরা আম্পায়ার কেএন অনন্তপদ্মনাভন এবং বীরেন্দ্র শর্মা রঞ্জির ফাইনাল ম্যাচের দায়িত্বে। ফাইনালে যদি ডিআরএস চালু করতে হয় তাহলে গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও চালু করা উচিত।

প্রসঙ্গত, ২০১৯-২০ মৌসুমের সেমিফাইনালে সীমিত মাত্রায় ডিআরএস ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে আসল যে দুইটি বিভাগ, সেই হকআই এবং আল্ট্রাএজই ছিল না। ফলে কর্নাটকের বিরুদ্ধে ম্যাচে সৌরাষ্ট্র ব্যাটার চেতেশ্বর পুজারা দুইবার কট বিহাইন্ড হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। কর্নাটক অভিযোগ করে, আম্পায়ারদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই তারা হেরেছে।

তবে ক্রিকেট বোর্ডের যুক্তি, ডিআরএসের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য তার জোড়া এবং আলাদ করা অনেক ঝক্কির। হকআইয়ে অনেক ক্যামেরা লাগবে। রঞ্জিতে সীমিত যন্ত্র নিয়ে কাজ করা হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারে যে কেন সব ম্যাচ টিভিতে দেখানো হবে না? খাপছাড়া ডিআরএস ব্যবহার করে কাজের কাজ হবে না।

মালয়েশিয়াকে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৪ জুন : মালয়েশিয়ার নারী ফুটবল দলকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ। ফিফা প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন আঁখি খাতুন, একটি করে গোল করেছেন সাবিনা খাতুন, সিরাত জাহান স্বপ্না, মনিকা চাকমা ও কৃষ্ণা রানী সরকার।

দারুণ এই জয়ে মধুর প্রতিশোধও নিল বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল।

আগামী রোববার দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু'দল।

বৃহস্পতিবার ঢাকার কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে খেলে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধ শেষে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণা রানী সরকার ও মনিকা চাকমা গোল করেন।

খেলার ৯ মিনিটে মারিয়া মান্দার কর্নার থেকে বল পেয়ে বাংলাদেশের গোল উৎসব শুরু করেন আঁখি খাতুন।

১২তম মিনিটে বক্সে ফাঁকায় থাকা সানজিদা গোলের সুযোগ পেয়েও তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বল ক্রসবারের উপর দিয়ে মেরে হতাশ করেন।

২৬তম মিনিটে ডান দিক থেকে কোনাকুনি শটে সাবিনার দৃষ্টিনন্দন গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। এরপর আঁখির প্লেসিং শটে গোল (৩-০) নিশ্চিত হয়।

৩৬তম মিনিটে গোলেপোষ্ট লক্ষ্য করে প্রথম শট নিয়েও ব্যর্থ হয় মালয়েশিয়া।

৪৫তম মিনিটে স্বপ্নার গোলে স্কোরলাইন ৪-০ করে বাংলাদেশ।

৬৭তম মিনিটে মনিকা চাকমার গোলে আরও একধাপ এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। সাত মিনিট পর ঋতুপর্না চাকমার ক্রস থেকে বল পেয়ে গোল করেন কৃষ্ণা রানী সরকার।



সিলেটের বন্যা : কতোটুকু দায়ী ফারাক্কা, তিস্তা বা টিপাইমুখ!

হাসান ইবনে হামিদ

সিলেট অঞ্চলে হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। এবারের বন্যা এতো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেল স্টেশন, এয়ারপোর্ট সবই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। পুরো সিলেট শহর এখন পানির নিচে। সুনামগঞ্জ জেলার অবস্থা এখন ভয়াবহ, সুনামগঞ্জের ১১টি উপজেলার সব কয়টি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। সুনামগঞ্জ জেলা ও উপজেলা শহরগুলোও পানির নিচে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎহীন সিলেট-সুনামগঞ্জের মানুষ পুরো নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন। সুনামগঞ্জ পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গণমাধ্যম কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারছে না তাই মৃতের সংখ্যা বা ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত অজানা আমাদের কাছে। পরিস্থিতি ভয়াবহতা এতটাই বেশি যে, সামাল দিতে সিভিল প্রশাসনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে নামাতে হয়েছে। সাম্প্রতিক এক মাসের মধ্যে সিলেট পরপর দুই দফায় বন্যার কবলে পড়ল। বিশেষজ্ঞরা এই ঘন ঘন বন্যার বিষয়টা সামনে এনে নিজেদের মতামত দিচ্ছেন, গণমাধ্যমের বদৌলতে আমরা তা জানতে পারছি। কিন্তু এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের জন্য অনেকে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ ও তিস্তা বাঁধকে দায়ী করছেন। সোশাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও ব্যাপকাভাবে শেয়ার করা হচ্ছে এই বলে যে, টিপাইমুখ বাঁধের ১১টি গেট নাকি খুলেও দেয়া হয়েছে। আর তাই সিলেট অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও সোশাল মিডিয়াতে যখন ব্যাপক আকারে এই বক্তব্যগুলো ছড়িয়ে পড়েছে তখন ভাবলাম কিছু লেখা দরকার। সকলের জানা দরকার সিলেটের আকস্মিক বন্যায় আসলেই এই বাঁধগুলোর কোন ভূমিকা আছে কিনা!

ফারাক্কা বা টিপাইমুখ বর্তমান বন্যার জন্য আদৌ দায়ী কিনা তা জানতে হলে সবার আগে জানতে হবে এই বাঁধগুলোর অবস্থান। প্রথমত, ফারাক্কা বাঁধের সঙ্গে সিলেট অঞ্চলের কোন সংযোগই নেই। ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত একটি বাঁধ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বাঁধটি অবস্থিত। বাংলাদেশ বর্ডার থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে এই বাঁধ অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধ খুলে দিলে ভৌগলিক কারণে সবার আগে পাবিত হবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা ও নাটোরের নিম্নাঞ্চল। কোনোভাবেই সিলেট ও নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে প্লাবিত হবে না। আর যে টিপাইমুখ বাঁধের কথা বলা হচ্ছে তার সাথে এই সিলেটের আকস্মিক বন্যার কোন সম্পর্ক নেই কারণ টিপাইমুখ বাঁধ এখনো নির্মিতই হয়নি।

টিপাইমুখ বাঁধ ভারতের মণিপুর রাজ্যের বরাক নদীর উপর একটি প্রস্তাবিত বাধ বাঁধ। এই বাঁধ নির্মাণের কাজ বিলম্ব হচ্ছে কারণ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পানির অধিকার নিয়ে অমীমাংসিত কিছু বিষয় রয়েছে। তাছাড়া এই প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবটাও বিবেচনায় আনতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের। তো যে বাঁধই নির্মাণ হয়নি সেই বাঁধ বা তার ১১ টি গেট খুলে দেয়ার ভিত্তিহীন সংবাদ কিভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ালো। তার মানে একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়েই একদল এই অপপ্রচার চালিয়েছে। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই অসম্পূর্ণ টিপাইমুখ বাঁধের গেট খুলে দেয়া হয়েছে তবে এই পানি কখনোই সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে উঠতো না। কারণ টিপাইমুখ বাঁধের প্রস্তাবিত লোকেশন ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীতে যা বাংলাদেশ-ভারত বর্ডার থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে। এই বরাক নদীর পানি সুরমা-কুশিয়ারা হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয়। সুতরাং এই গুজবগুলো যে হীন উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা তা স্পষ্ট। এবার আসি তিস্তা নিয়ে।

তিস্তা বাঁধের সাথে সিলেট কিভাবে সম্পর্কিত তা আমার অজানা তবে যারা এই গুজবটা রটিয়েছেন তারা হয়তো জানেন! একটু ম্যাপের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখবেন, তিস্তা মূলত ভারতের কোন অঞ্চলে অবস্থিত। তিস্তা বাঁধের গজলডোবা নিয়েই যত বিতর্ক। এই গজলডোবা বাঁধ স্থাপিত হয়েছে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিস্তা নদীর উজানে ভারতীয় অংশে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিস্তা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ কিলোমিটার উজানে ভারত সরকার এই বাঁধ নির্মাণ করে। তাই তিস্তা বাঁধের কারণে যদি বন্যা হয় তবে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম সবার আগে পাবিত হবে। সিলেটে সাম্প্রতিক যে বন্যা হচ্ছে সেখানে এই তিস্তা বাঁধের প্রসঙ্গ আনাটাই হাস্যকর।

এবার আসা যাক সিলেটের সাম্প্রতিক বন্যার মূল কারণসমূহের দিকে। সিলেট ও সুনামগঞ্জে আকস্মিক বন্যার পেছনে বিশেষজ্ঞরা ভিন্নমত দিয়েছেন। তারা বেশ কয়েকটি কারণকে সাম্প্রতিক সিলেট বন্যার পেছনে দায়ী করছেন। ভারতের মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে সেটা সিলেট বন্যার একটা বড় কারণ, চেরাপুঞ্জিতে যে বৃষ্টি হয়েছে তা এ যাবৎকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ। বিবিসি বাংলা'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের পরিচালক এ কে এম সাইফুল বলছেন, 'চেরাপুঞ্জিতে যখন বৃষ্টি হয়, সেটা ছয় থেকে আট ঘণ্টার ভেতরে তাহিরপুরে চলে আসে। কিন্তু সেখানে এসে পানি তো আর দ্রুত নামতে পারছে না। ফলে তখন সেটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে বন্যার তৈরি করছে'।

এদিকে গত তিনদিন চেরাপুঞ্জিতে যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, ২৪৮৭ মিলিমিটার এবং এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম ধারাবাহিক বৃষ্টি হয়েছে ১৯৯৫ সালে একবার, তিনদিনে ২৭৯৮ মিলিমিটার আর ১৯৭৪ সালে ২৭৬০ মিলিমিটার। এরকম খুব কম দেখা গেছে। আশংকার কথা হলো, চেরাপুঞ্জিতে আরও দুই তিনদিন বৃষ্টিপাত হলে বন্যার ধকল সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতি কি হবে তা বলা মুশকিল! অতিবৃষ্টির কারণে ভারতের আসামেও বন্যা এবং ভূমিধ্বসের সৃষ্টি হয়েছে। আসামে



বরাক ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গুয়াহাটিসহ অনেক এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। আসাম, মেঘালয় মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো খবর দিচ্ছে, আসামের বন্যায় অন্তত ১১ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এছাড়াও নদী পানি বহনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়াও এই বন্যার প্রধান একটি কারণ। সাধারণত মেঘালয় বা আসাম থেকে আসা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নদী পথে হাওর থেকে বের হয়ে মেঘনা বা যমুনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যায়। কিন্তু এবারের বন্যার পেছনে হঠাৎ উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানি বের হতে পারছে না। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া এক্ষেত্রে মূল কারণ। প্রতি বছর উজান থেকে পানির সাথে পলি আর পাথর নেমে আসে। সেটা এসে বাংলাদেশের অংশে নদীর তলদেশ ভরে ফেলে। নদীর পানি বহনের ক্ষমতা কমে যায়। তখন এই নদীতে বেশি পানি আসলে সেটা উপচে আশেপাশের এলাকা ভাসিয়ে ফেলে। পাথর উত্তোলন বা নদী খনন না করা অর্থাৎ সরকারি পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলেই এমনটা হচ্ছে।

অনেকেই অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং হাওড়ে যে সড়ক ব্রীজ গড়ে উঠেছে তাকে দায়ী করছেন। হাওরে বিভিন্ন জায়গায় পকেট পকেট রোড করে ফেলা হয়েছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে নষ্ট করে দিয়ে হাওরের মাঝ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা, ব্রীজ। তবে এটাও সত্য যে, বন্যার জন্য এককভাবে অনেকেই আবার ইটনা, মিঠামইন সড়ককে দায়ী করছেন। কিন্তু এই ধারণাটাও ভুল। এগুলো হয়ত প্রবাহে বাধার তৈরির একটা উপকরণ মাত্র। এমন উপরে উল্লেখিত অনেক কারণের সার্বিক রূপ হচ্ছে আজকের বন্যা। তার উপর আবার আছে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট। তাই এককভাবে কোন কিছুকে দায়ী করাটা সমীচীন নয়।

সিলেটের বন্যার জন্য কোনভাবেই ফারাক্কা, টিপাইমুখ বা তিস্তা দায়ী না। আকস্মিক এই বন্যা মূলত হয়েছে অতিবৃষ্টির কারণে। দীর্ঘমেয়াদী অনেক কিছু অবশ্য এর জন্য দায়ী। আমাদের দেশে একটা শ্রেণী আছে, তারা ঘুম থেকে উঠে যেকোন সমস্যা দেখলেই পাশের দেশ ভারতের উপর দায় দিতে চায়। এই যেমন ভারতের কারণে বন্যা, ভারতের কারণে খাবারের দাম, ভারতের কারণে পিয়াজের দাম বা ভারতের কারণে গরুর দাম বাড়ছে টাইপ বক্তব্য দেন। সোশাল মিডিয়াতে ভারতের বিরুদ্ধে ঝড় তুলেন অথচ তারা যা করেন তার পুরোটাই থাকে প্রোপাগান্ডা। যেমনটা এবারো সেই অপপ্রচারকারী গোষ্ঠী করছেন সিলেটের বন্যা নিয়ে। অপপ্রচার নয় বরং বাংলাদেশ দ্রুত এই মানবিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো এখন একযোগে মাঠে আছে এই বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য। আমরা আশা রাখছি দ্রুতই এই বিপর্যয় কাটিয়ে সুস্থ সুন্দর পরিবেশে ফিরে যাবে বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা

লেখক: রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক



সাফল্য সংগ্রামে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা

(৫ পাতার পর)

লীগের এক দল নেতা এনডিএফের বাইরে দলের আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন।

১৯৬৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ওই সভায় ১১ দফা পেশ করেন। ১১ দফা নিয়ে সভায় বেশ হৈচৈ শুরু হয়। কেউ কেউ এটাকে দুঃসাহসিক বলে অভিহিত করেন। সম্পূর্ণটাই ছিল স্বায়ত্তশাসনের বিষয়। এতে ফেডারেলভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা, মুদ্রার আয়-ব্যয় হিসাব পৃথক করণ, পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন, নৌবাহিনীর সদরদপ্তর পূর্বাঞ্চলে স্থাপন ইত্যাদি ওই ১১ দফায় ছিল। অনেক আলোচনার পর ১১ দফা গৃহীত হলেও প্রচার এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে কিছুটা অনীহা প্রকাশ পায়। বলা হয়, এতে আওয়ামী লীগের ওপর চরম দমননীতি শুরু হবে।

১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে গভর্নর মোনেম খাঁ ছাত্রদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়েন এবং প্যান্ডেল ইত্যাদি ভেঙে ফেলা হয়। মোনেম খাঁ কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনির এমএ বাংলা, রোল-৭৪, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং আসমত আলী এমএ ইতিহাস, রোল নং-২৫৮-এ দু'জনের এমএ ডিগ্রি বাতিল করে। দু'জনই ১৯৬২ সালে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ এ সময় ১৯৬৪ সালের ৩ জুনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে দলের শাখা কমিটি গঠনের সাংগঠনিক কাজ শুরু করে। ১৯৬৪ সালের ১৩ জুলাই আওয়ামী লীগ দল পুনর্গঠনের পর প্রকাশ্য জনসভা করে পল্টনে। সভার সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যরা বক্তব্য দেন। রাজবন্দিদের মুক্তি, শিক্ষাঙ্গনে সরকারি সন্ত্রাস বন্ধ, যুক্ত নির্বাচন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি দাবি ছাড়াও জোর দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ওপর। ১৯৬৪ সালের ১৪ জুলাই পুলিশ নগর আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা চালায়। কমপক্ষে উপস্থিত আটজনকে গ্রেপ্তার করে এবং দলিলপত্র সিজ করে।

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ একযোগে কর্মসূচি নিয়েছিল আরবি বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি জনসভায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব, বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে বক্তব্য রাখত, যাতে এ দেশের অন্যান্য বিরোধী দলের অনীহা ছিল। সরকার বাংলাকে উর্দু হরফে লেখার ওই প্রস্তাব রেখেছিল ১৯৬৪ সালের ১৭ মে। আওয়ামী লীগ তার লিফলেট, প্রচারপত্র এবং জনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বসহকারে প্রচার করত।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ লেগে যায়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ থামে। যুদ্ধে পাকিস্তানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেই যুদ্ধ চলেছে। আইয়ুব খানের ধারণা হয়েছিল, যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ঐক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে। আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো কোনো ব্যবস্থাই পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। ১৯৬৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের বিশেষ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের ওই অসহায় বিশ্লেষণ হয় এবং একই সঙ্গে বলা হয় যে, ওই যুদ্ধের সিংহভাগ ব্যয়ভার পূর্ব পাকিস্তানকেই বহন করতে হবে। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আইয়ুব খানের মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এনডিএফের নুরুল আমিনও চুক্তির বিরোধিতা করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, আমরা তাসখন্দ চুক্তির বিষয়ে মোটেও উৎসাহিত নই। আমরা চাই, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। ১৯৬৬ সালের ১৬ জানুয়ারী ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসায় শেখ সাহেবের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির সভার পর ওই বিবৃতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে আইয়ুব খানের পক্ষে এনডিএফের নেতা আতাউর রহমান পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন তাসখন্দ চুক্তির বিষয়ে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সালের ১৮ জানুয়ারী যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আইয়ুব খানের মন্ত্রী খান আবদুস সবুর এক বিবৃতিতে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার দাবির নিন্দা জানান। ১৯৬৬ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাল্টা বিবৃতিতে বলেন, জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়াটা অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই তাসখন্দ চুক্তিটা অর্থহীন।

এ সময়টা শেখ মুজিবের ওপর দমননীতি চলে, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে প্রদত্ত ভাষণের জন্য মামলা চলছিল। তিনি জামিনে ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ২৩ জানুয়ারী ওই মামলার শুনানিকালে তাঁর জামিন নামঞ্জুর হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই হাইকোর্ট থেকে জামিন নেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ৩১ জানুয়ারি এনএসএফের সম্মেলনে মোনেম খাঁ বলেন যে, দুষ্কৃতকারীরা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। তিনি চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন। এতে বোঝা গেল, পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর ওপর সরকার কড়া মনোভাব নিচ্ছে।

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী নেজামে ইসলাম প্রধান লাহোরের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে পাকিস্তানের সব বিরোধী দলের সভা বসে। কিন্তু তার আগে ৫ ফেব্রুয়ারী সরকার ওই বৈঠকের সব খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ জারি করে। বৈঠকেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পেশ করেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো কোনো অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কথা না তোলার জন্য আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগ বৈঠক বর্জন করে। ওই দিনই তিনি লাহোরে সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফা ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালের ৭ মার্চ পাকিস্তানের সব পত্রপত্রিকায় ছয় দফার খবর ছাপা হয়। ১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি এটাকে বাঙালীর বাঁচার দাবি বলে আখ্যায়িত করেন সেদিনই। কিন্তু অবাক ব্যাপার ছিল এটাই, তরুণ সমাজ তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগেই বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রামসহ সর্বত্র পোস্টার এবং দেয়াল লিখনে ছেয়ে ফেলেছে ছয় দফার কথা। ছয় দফার প্রথম প্রচার পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন কর্তৃক, যা গোব প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। পুস্তিকাটি সম্ভবত প্রথম প্রচার করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে। তখনই বোঝা যাচ্ছিল, ছয় দফার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কেউ কেউ দল থেকে সরে যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে।

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা অনুমোদন করা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ মতিঝিলের হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতি মাওলানা তর্কবাগীশ অনুপস্থিত থাকেন। ওই কাউন্সিলেও ছয় দফা বিপুল সমর্থনে অনুমোদিত হয়। করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মিয়া মঞ্জুরুল হক তাঁর ভাষণে সর্বাত্মক সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। ১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ কমিটিও অনুমোদন করেন কাউন্সিলররা। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ।

ছয় দফাই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক বিষয় হয়ে ওঠে। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ছয় দফার প্রথম জনসভাটি হয়েছিল ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ। পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলনে পরিগণিত হয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে ছয় দফাকেই মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছয় দফা যে বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে, কেউই কল্পনা করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি জনসভাতেই বলতেন, ওরা বেশি সময় দেবে না। দ্রুত নিজেদের আত্মত্যাগের জন্য তৈরি হতে হবে। ছয় দফা প্রচারে ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ২০ মার্চের পর শেখ মুজিব সময় পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। ৩৫ দিনে তিনি প্রায় ৩২টি মূল জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন। পল্টনের জনসভার সময় আইনমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, ছয় দফা পাকিস্তানের জনগণের জন্য যে আত্মঘাতী, তা তিনি প্রমাণ করতে পারেন। শেখ মুজিব তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো আর এগোননি। ১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল খুলনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। পরে যশোর পুলিশ তাঁকে যশোরে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় রাষ্ট্রদ্রোহী ভাষণ দেওয়ার অভিযোগে। সঙ্গে সঙ্গে জজকোর্ট থেকে জামিন নেওয়া হয়। ২২ এপ্রিল মুজিব ঢাকা এসডিও কোর্টে হাজির হন। এসডিও তাঁর জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে জজকোর্ট থেকে আবার জামিন নেওয়া হয়। ২২ এপ্রিল রাত ১২টার সময় তাঁকে ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে সিলেট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ১৯৬৬ সালের ৪ এপ্রিল সিলেটের জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, সিলেট প্রশাসন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছিল। ২৩ এপ্রিল সিলেট জজকোর্টে তাঁর জামিন হলে জেলগেট থেকে বের হওয়ার আগেই পুলিশ ময়মনসিংহের ভাষণের মামলার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ নিয়ে যায়। সিলেটের মানুষ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ময়মনসিংহের জজকোর্টে জামিনের আবেদন জানানো হয় ১৯৬৬ সালের ২৫ এপ্রিল। জামিন মঞ্জুর হয়। ১৯৬৬ সালের ২৬ এপ্রিল তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ ভিন্ন ভিন্নভাবে সারাদেশে ছয় দফার প্রচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালের ৭ মে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি ছয় দফা আন্দোলনের কর্মসূচি নতুন করে তৈরি করে দেন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি নারায়ণগঞ্জে বিশাল জনসভা করেন। এটাই ছিল তাঁর ছয় দফার শেষ জনসভা। সম্ভবত তিনি নিজেও তা আগে থেকেই জানতেন। বক্তৃতায় তিনি সবাইকে বৃহত্তর আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়ে তাঁর নিজের আবস্থার কথাও ব্যাখ্যা করেছেন। ওই দিনই গভীর রাতে ৩২ নম্বরের বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সরাসরি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার তাঁর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ দাঁড় করানো হয় ৩২ ধারা মোতাবেক কঠোরতম দেশরক্ষা আইনে।

বঙ্গবন্ধুসহ বন্দিদের মুক্তির দাবি এবং ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ১৩ মে পল্টনে জনসভা হয় এবং ২০ মে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং থেকে ৭ জুন হরতালের কর্মসূচি দেওয়া হয়। ৭ জুন হরতাল পালনের সময় তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল বেভারেজের শ্রমিক সিলেটের মনু মিয়া গুলিতে প্রাণ হারান। এতে বিক্ষোভের প্রচন্ডতা আরও বাড়ে। তেজগাঁওয়ে ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। আদাজ অ্যানামেল অ্যালুমিনিয়াম কারখানার নোয়াখালীর শ্রমিক আবুল হোসেন ইপিআরের গুলিতে শহীদ হন। বিকেলের দিকে নারায়ণগঞ্জে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে মারা যান ছয়জন শ্রমিক। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হয়। দুই শহরে প্রায় এক হাজার গ্রেপ্তার হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা নারায়ণগঞ্জের থানা থেকে বন্দিদের ছাড়িয়ে আনতেও দ্বিধা করে না। ফলে ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের তৃতীয় সারির নেতারাও গ্রেপ্তার হন। ১৫ জুন ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিয়াকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ জুন ইত্তেফাক ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হলো, ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস্টার ওঝার সঙ্গে যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এ যাবৎ বিভিন্ন বিভাগের ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ইতিহাসে এটাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। যদিও মামলার শিরোনাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান গং বনাম পাকিস্তান। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারী ঢাকা জেলে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এটা ছিল গভীর রাতের ঘটনা। জেলগেটেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। উল্লেখ করা যেতে পারে, এবার ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা জেলে ছিলেন তিনি। ১৯৬৮ সালের ২৩ জুন সৈয়দ নজরুল ইসলামের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, যা লিফলেট আকারে হাজার হাজার কপি সারাদেশে বিলি করা হয়েছিল। ওতে উল্লেখ ছিল, ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা জেলগেট থেকে ধরে পশ্চিমা আর্মিরা কোথায় নিয়ে গেছে, কাউকে জানানো হয়নি। ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সবার মুক্তির দাবিতে দেশের প্রায় সব শহর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বহু গ্রেপ্তার হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এক অর্ডিনেন্সে জানানো হয় যে, পাকিস্তান পেনাল কোডের ১২১ ও ১৩১ ধারায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিচার করা হবে। এ জন্য ঢাকায় বিশেষ একটি আদালত গঠন করা হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এসএ রহমান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মুজিবর ও মাকসুদুল হাকিমের সমন্বয়ে গঠিত কুর্মিটোলা সেনানিবাসের বিশেষ আদালতে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বিচার শুরু হয়। অভিযুক্তদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন- শেখ মুজিবুর রহমান, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, এলএস সুলতান আহমদ, এলএসডিআই নুর মোহাম্মদ, আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন, ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, খন্দকার রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, বিভূতিভূষণ ওরফে মানিক চৌধুরী, বিধানকৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহিরুল হক, ক্লার্ক মজিবর রহমান, প্রাক্তন সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, প্রাক্তন এটি মোহাম্মদ খুরশিদ, খান এম শামসুর রহমান সিএসপি, হাবিলদার একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, এএসপি মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শাসমুল হক, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী, ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এএনএম রহমান, প্রাক্তন সুবেদার এএকে তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমদ ও ফার্স্ট লে. আবদুর রউফ। ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট ফজলুল হক ও সার্জেন্ট জহিরুল হকের ওপর গুলি চালায়। সার্জেন্ট জহিরুল হক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। কেউ কেউ এটা আইয়ুব খানবিরোধী সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র বললেও খবরটি ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে। পল্টনে সার্জেন্ট জহিরুল হকের লাশ নিয়ে আসা হলো। এখানে জানাজা অনুষ্ঠিত হলো। কারফিউ জারি করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে ছাত্র-জনতা-মিলিটারি প্রতিরোধ করে। এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে প্রায় বিনা উস্কানিতে ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সেনাবাহিনীর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে ওঠে। সারাদেশ থেকে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। আগরতলা মামলার বিচারকের অস্থায়ী বাসভবনসহ আইয়ুব খানের ১০ জন মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। ঢাকা সেনানিবাস যে কোনো সময় জনগণ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, এ ধরনের আশঙ্কার কথাও ক্ষমতাসীন মহল চিন্তা করতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী কঠোর কারফিউ বলবৎ করা হয়। ছাত্র-জনতা শহরের বিভিন্ন স্থানে কারফিউ ভেঙে রাজপথে নেমে আসে। পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে।

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান এক বেতার ভষণে ঘোষণা করলেন, তিনি আর কখনও প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন না। আগরতলা মামলা খারিজ করা হলো এবং তিনি বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বসে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা চান। আনন্দে উল্লসিত জনতার ঢল নামে রাজপথে। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ লাখ জনতার অনুমোদনক্রমে তাঁকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেন। এখানেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ছয় দফা বাঙালীর মুক্তির সনদ। ছয় দফার ব্যাপারে কোনো আপস নেই; যেখানে যার সঙ্গেই সংলাপ হোক না কেন।

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক বসে। আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে ১৫ জন, নির্দলীয় ২ জন এবং ১৬ জন রাজনীতিক নেতা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা সফল হয় না, ১০ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা মুলতবি রাখা হয়। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ আবার গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। ছয় দফাই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। বঙ্গবন্ধুকে ছয় দফার একটি দফা প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানানো হয়; কিন্তু তিনি তা নাকচ করেন। ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে সব জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ন্যস্ত করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯৬৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া পাকিস্তানের এই ইউনিট বাতিল, সমগ্র পাকিস্তানে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে প্রকাশ্যে রাজনীতি অনুমোদন করে। গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ছয় দফার পক্ষে একটি দলও সমর্থন দেয়নি। বঙ্গবন্ধু ঘরোয়া রাজনীতির মধ্যেই অনেক জেলায় সাংগঠনিক সফর করেন। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে তিন দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

১৯৭০ সালের ৪-৫ জুন হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৪০ মিনিটের ভাষণে বলেন, বাঙালী জাতির মুক্তির আন্দোলন আওয়ামী লীগকে একাই করতে হবে। আওয়ামী লীগের কোনো বন্ধু নেই। ছয় দফাকে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো দল সমর্থন করেনি। ছয় দফা জনগণের মুক্তির সনদ। এর জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি; আপনারাও যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

১৯৭০-এর ৩১ মার্চ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) আইনি মাধ্যমে ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০-এর ৭ জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ছয় দফাকে রেফারেন্ডাম ঘোষণা করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে ৩ মার্চ সংসদ অধিবেশন পহেলা তারিখে স্থগিত ঘোষণা করলে সরাদেশ দাবানলের মতো আন্দোলনে জ্বলে ওঠে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন, ট্যাপ-খাজনা বন্ধ করে দিতে বললেন, পাশাপাশি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। বললেন, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ আক্রমণ করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুদের মোকাবিলার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লাখ লোকের আত্মাহুতির বিনিময়ে ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি।

জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারী তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় আসেন। এসে দেখলেন- পুরো দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, সাড়ে ৩ কোটি লোক গৃহহারা, ১ কোটি লোক বিদেশের মাটিতে আশ্রিত, ৩০ লাখ শহীদ পরিবার, ২ লাখ বীরাঙ্গনা, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট-রেললাইন সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। ব্যাংকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা নেই, খাদ্যের গুদামে খাদ্য নেই, পোর্ট-বিমানবন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবকিছু সচল করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যখন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে যখন তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হলো।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে যে সামরিকতন্ত্র এই দেশের মানুষের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ হত্যা করে সংবিধানের চার মূলনীতি ফেলে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা পুনঃপ্রবর্তন করেছিল। এই অপশক্তি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নব্য পাকিস্তান সৃষ্টির প্রক্রিয়া করছিল। এ সময় দেশে চলছিল দল ভাঙার রাজনীতি, যা থেকে আওয়ামী লীগও রেহাই পায়নি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র হনন, জিয়াউর রহমান ঘোষিত 'I Shall Make Politics difficult for : the Politicians'-এর মতো বিরাজনীতিকীকরণের হুঙ্কার। হুন্ডা-গুন্ডা-স্টেনগানের মাধ্যমে ভোট ব্যবস্থা বিধ্বস্ত ও গণতন্ত্র হত্যা, জেল, জুলুম, গুম, হত্যা, নির্যাতন মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। তখনকার দেশের বিরাজমান এই পরিস্থিতিতে ১৯৮১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সর্বসম্মতভাবে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি পিতৃমাতৃহীন স্নেহের ভাই রাসেলসহ ভাইদের হারিয়ে স্বজনহারা বুকভরা বেদনা নিয়ে ঢাকায় অবতরণ করেন। ৬৫-৭০ মাইল বেগের ঝড়ঝঞ্জা, প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়। মনে হচ্ছিল, মানুষ তাদের হারিয়ে যাওয়া বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খাই ছুটে এসেছে। বিমানবন্দর থেকে শেরেবাংলা নগরে ঝড়ঝঞ্জার মধ্যে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় তাঁর সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে বলেন, খুনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকার জনগণের কোনো কল্যাণ করতে পারে না। তিনি জনগণের কাছে বিচার দাবি করেন, যেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

রুপার্ট মারডক ও জেরি হলের বিচ্ছেদ হচ্ছে

মিডিয়া মোগল হিসেবে পরিচিত রুপার্ট মারডক (৯১) অভিনেত্রী ও সাবেক সুপার মডেল জেরি হলের (৬৫) দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। বিয়ের ছয় বছরের মাথায় এ দম্পতির বিচ্ছেদ হচ্ছে। মার্কিন গণমাধ্যমের বরাতে বিবিসি এ কথা জানিয়েছে। রুপার্ট মারডকের এটি চতুর্থ বিচ্ছেদ। আর ৬৫ বছরের জেরি হল এর আগে বিয়ে করেছিলেন রোলিং স্টোনের মাইক জ্যাগারকে। জ্যাগারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরই মারডকের সঙ্গে বিয়ে হয় জেরির। ২০১৬ সালে লন্ডনে বিয়ে হয় রুপার্ট মারডক আর জেরি হলের। মারডকের মুখপাত্র ব্রাইস টম এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। হলের একজন প্রতিনিধিও বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধেও সাড়া দেয়নি। নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, রুপার্ট মারডক ও জেরি হলের বিচ্ছেদের খবরে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিস্মিত হয়েছেন। রুপার্ট মারডক-জেরি হলের প্রথম দেখা হওয়ার চার মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম নেওয়া মার্কিন নাগরিক মারডকের এটি ছিল চতুর্থ বিয়ে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের অক্টোবরে লন্ডনে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার রাগবি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার দিনে রুপার্ট মারডক ও জেরি হলের দেখা হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে ৭৩তম গোল্ডেন গোব অ্যাওয়ার্ডস উৎসবে বাগ্ দান সম্পন্ন করেন মারডক ও জেরি। এরপর ২০১৬ সালে লন্ডনে বিয়ের দিনে মারডক টুইটে লেখেন, 'আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ও সুখী মানুষ।' রুপার্ট মারডক এর আগে প্যাট্রিসিয়া বুকার (১৯৫৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত), সাংবাদিক আন্না মান (১৯৬৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত) ও সবশেষ ওয়েন্ডি ডেংকে (১৯৯৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) বিয়ে করেছিলেন। ওয়েন্ডির সঙ্গে ২০১৩ সালে বিচ্ছেদ হয় মারডকের। তবে জেরি হল সংগীতশিল্পী স্যার মিক জ্যাগারের সঙ্গে ২৩ বছর একসঙ্গে ছিলেন। জ্যাগার ও হলের চারটি সন্তান আছে।' ১৯৯৯ সাল থেকে তাঁরা আলাদা থাকা শুরু করেন। নিউজ করপোরেশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান মারডক। ২২ বছর বয়সে সংবাদপত্রের ব্যবসা শুরু করেন মারডক। বিশ্বের ৫টি দেশে ১২০টি পত্রিকার মালিক মারডক ও তাঁর এই পরিবারের সদস্যরা। মার্কিন ফক্স নিউজ, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ইংল্যান্ডের দ্য সান ও দ্য টাইমসের মালিক মারডক। ফোর্বসের তথ্য অনুসারে, ধনকুবের মারডকের এখন সম্পদ ১৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

বিভিন্ন ষ্টেট ও সিটির নুতন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ পরিবারের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

(শেষের পাতার পর)

প্রেরীত বিবৃতিতে বলা হয়:

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নামে ড. সিদ্দিকুর রহমান পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বিভিন্ন ষ্টেট ও সিটির নতুন কমিটি গঠনের দিনক্ষন ঠিক করছেন যা আমাদের দৃস্টিগোচর হয়েছে। ইতোমধ্যে ড. সিদ্দিকুর রহমান মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসি আওয়ামী লীগের তথাকথিত নতুন কমিটি গঠন করতে গেলে ঐ ষ্টেটের নেতাকর্মীরা তা প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়েছে, যা আমরা মিডিয়াতে দেখতে পাই। একই ঘটনা ঘটেছে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে। সেখানও কমিটি গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে নেতাকর্মীরা মধ্যে চরম অসন্তোষ এবং এক পর্যায়ে মিরপিট ও হৈচৈ মধ্যে দিয়ে পন্ড হয় তথাকথিত কমিটি গঠন প্রক্রিয়া।

২০১১ সালে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বয়স এখন ১১ বছর। যার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে অনেক আগেই। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. আবদুল সোবহান গোলাপ কর্তৃক দলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে গ্রান্ড হায়াৎ হোটেলে শতাধিক নেতাকর্মীর সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অবিলম্বে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের জন্যে ড. সিদ্দিকুর রহমানকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী লংআইল্যান্ড সিটির একটি হোটেলের কনফারেন্স রুম ভাড়া করে তিনি মিটিং আহবান করেন। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার কতিপয় মাস্তান ও ভাড়াটে সিকিউরিটি দিয়ে সেই মিটিং পন্ড করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে জ্যাকসন হাইটসে ডাকা কার্যকরী কমিটির আরেক সভায়ও তিনি গোলযোগ সৃষ্টি করে ঐ সভাও মূলতবী করেন। অদ্যবদি তিনি (ড. সিদিকুর রহমান) সেই মুলতবী আর ডাকেননি এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে সম্মেলনের মাধ্যমে নুতন কমিটি গঠনের কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করেননি।

বর্তমানে ২০১১ সালে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কমিটির বৈধতা নিয়ে চরম সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজ করছে। কারন: (১) ঐ কমিটির অধিকাংশ সদস্যই কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বের (সিদ্দিক-সামাদ) প্রতি আস্থাশীল নয়, (২) ২০১৮ সালে হিলটন হোটেলের বলরুমে জননেত্রী শেখ হাসিনার সামনে হাজার হাজার নেতা-কর্মী ইতিমধ্যেই 'নো-মোর সিদ্দিক' ধ্বনি তুলে তাকে বর্জন, (৩) কমিটির অনেক সদস্যই ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন, (৪) অনেক সংখ্যক সদস্য দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত বা দেশের বাহিরে বছরের পর বছর অবস্থান করছে এবং (৫) এছাড়াও সংগঠনের কনভেনশন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তার অধিনস্থ কমিটির কোন সভায় সভাপতিত্ব করলে ঐ কমিটি অটোমেটিক অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই প্রথা আওয়ামী লীগ তার জন্মের পর থেকেই অনুসরণ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে এবং আজ অবধি সিদ্দিকুর রহমান আর কোন সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেননি। সুতরাং এ সকল বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিদ্দিক-সামাদ কমিটির আর কোন বৈধতা আছে বলে আমরা মনে করি না।

বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমানে ড. সিদ্দিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নামে যা কিছু করছেন তা সম্পূর্ণই তার মনগড়া, স্বেচ্ছাচারিতা ও একক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি করে থাকেন এবং এর সাথে কার্যকরী কমিটির সদস্য বা কেন্দ্রীয় কমিটির বা হাইকমান্ড কারোই কোন সম্পর্ক নেই। যেমন অতি সম্প্রতি তিনি দেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের দিন বিশ্ব ব্যংকের সামনে আনন্দ সমাবেশ করার কর্মসূচি দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। যা ছিল আত্মঘাতী। অবশ্য পরবর্তীতে নেতা-কর্মীদের চাপের মুখে সেই কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর ড. সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে 'নো-মোর সিদ্দিক' ধ্বনি তোলার পর থেকে আজ পর্যন্ত সকল অসাংগঠনিক, অনিয়ম ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজ ও দলের নীতি ও আদর্শ বিরোধী কাজের কারনে দলের হাই কমান্ডের সাথে তার কোন প্রকার যোগাযোগ নেই।

এমতঃ পরিস্থিতিতে, মেয়াদোত্তীর্ণ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নুতন কমিটি গঠন না হওয়ার পূর্বে তার অধিনস্থ বিভিন্ন ষ্টেট ও সিটির নতুন কমিটি গঠন সম্পূর্ণ অন্যায়, অবৈধ ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি। যারা স্টেট ও সিটি আওয়ামী লীগের নুতন কমিটি গঠনের অবৈধ প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন তাদের এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ব্যতিত এই প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে এর জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তার জন্য ড. সিদ্দিকুর রহমান-আব্দুস সামাদ সম্পুর্ণ দায়ী থাকবে।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, ২০১৯ সালে কানাডার টরেন্টোতে ড. সিদ্দিকুর রহমান বিভিন্ন স্টেটে নতুন কমিটি গঠন করে ৩৬,০০০ ডলার তুলেছেন নেত্রীর সামনে এ কথা উল্লেখ করলে মাননীয় নেত্রী সকলের সামনে তাকে ধমক দিয়ে বলেন "কার নির্দেশে তিনি নুতন কমিটি গঠন করে এত টাকা তুলেছেন? ড. সিদ্দিকুর রহমানকে জননেত্রী শেখ হাসিনা অবিলম্বে সকল অর্থ ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দেন। অথচ আজ পর্যন্ত ড. সিদ্দিকুর রহমান সেই অর্থ কাউকেই ফেরৎ না দিয়ে নেত্রীর নির্দেশ অমান্য করছেন এবং অবৈধ কমিটি গঠন করে হাজার হাজার ডলার চাঁদা তুলছেন। আমরা ড. সিদ্দিকুর রহমানের এহেন অবৈধ ও অসাংগঠনিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আগামী কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেশে-বিদেশে দলের মধ্যে নুতন করে অগঠনতান্ত্রিক কাজের মাধ্যমে বিভেদ-বিভ্রান্তি না ছড়ানো এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী দলের কাজ করে চলার জন্য সকলের প্রতি বিনীত আহবান জানাচ্ছি।

বিবৃতিদাতা নেতৃবৃন্দে মধ্যে রয়েছেনঃ সর্বজনাব সৈয়দ বসারত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, হাজী শফিকুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসীন আলী, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, মোস্তাইন দারা বিল্লাহ, ড. খন্দকার মনসুর, ড. সৈয়দ আবু হাসনাত, রমেশ চন্দ্র নাথ, তোফায়েল চৌধূরী, মোহাম্মদ হানিফ, বদরুল হোসেন খান, আইরিন পারভিন, চন্দন দত্ত, আব্দুর রহিম বাদশা, প্রকৌঃ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, এ্যাডভোকেট শাহ মোঃ বখতিয়ার আলী, মনসুর খান, এম এ করিম জাহাঙ্গীর, কাজী কয়েছ আহমেদ, ডা. এ বাতেন, মিসবাহ আহমদ, ফরিদ আলম, শরিফ কামরুল আলম হীরা, শরাফ সরকার, কায়কোবাদ খান, রেজাউল করিম চৌধুরী, আজাহারুল ইসাম লিটন, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হাসান চৌধূরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রীচি, বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশীদ আনোয়ার বাবলু, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হোসেন হিরু ভূইয়া, গোলাম কুদ্দুস, জালালউদ্দিন জলিল, মোহম্মদ আকতার হোসেন, মঞ্জুর চৌধূরী, রুমানা আকতার, হেলাল মাহমুদ, ওসমান গনি, বিশ্বজিৎ সাহা, নাসিম পারভীন পারু, সুহাস বড়ুয়া হাসি, খসরুল আলম, শেখ জামাল হোসেন, আবুল কাসেম ভূইয়া, সিরাজুল ইসলাম সরকার, ইফজাল চৌধূরী, টি মোল্লা, উৎফত মোল্লা, নাদের আলী মাষ্টার, নুরে আজম বাবু, মোঃ জামাল বক্স, খন্দকার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, আতাউর রহমান তালুকদার, মোঃ শহিদুল ইসলাম, ফরিদা আরভি, একে চৌধূরী, হেলেমউদ্দিন, নূরুল ইসলাম, মোঃ আলীমউদ্দিন, শাহিন কামালী, আজাদুল কবির, রবিউল ইসলাম, শহেব আহমদ, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধূরী, মোঃ মাসুদুর রহমান, অমিত হাসান মুরাদ, নুর হোসেন ফরহাদ, আজমান আলী, মোঃ আলীম উদ্দিন, মোঃ মামুন হোসাইন, শুপি চৌধূরী, লায়েক আহমদ, মহিবুর রহমান, আমিনুল মোর্শেদ হক, সাঈদউল্লা সাঈদ, সাহে আলম ভূইয়া, মীর কাসেম, মোশারফ হাওলাদার, সাঈদ আলী, আকবর আলী, নূরুল আমীন ভূইয়া, সাফায়েত খান, কোহিনুর বেগম ও শারমিন তালুকদার।

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

এখনো সু-অভিনেতা হতে পারিনি

আলমগীর

(শেষের পাতার পর)'

আমার জন্মভূমি'র স্থিরচিত্র রেখে দেওয়া প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেন ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আলমগীর।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র দর্শকদের উপহার দেওয়া এই অভিনেতা বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) অভিনয় জীবনের ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন। দীর্ঘ এই পথচলায় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জনের ঝুলিতে জমা করেছেন সংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। এমনকি দেশের অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ৯ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ আজীবন সম্মাননা পদক পাওার রেকর্ড নায়ক আলমগীরেরই রয়েছে।

১৯৭২ সালের ২৪ জুন আলমগীর কুমকুম পরিচালিত 'আমার জন্মভূমি' সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করেন। এরপর থেকে এখন অবধি ২২৫টি বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে ৫০ বছর পার করা এই অভিনেতা নিজের অভিনয় জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে আরও বলেন, 'এখনও সু-অভিনেতা হতে পারিনি। কারণ শিল্পী হওয়া এত সহজ নয়। অভিনয়ে পূর্ণমান ১০০-তে নিজেকে পাস মার্কস দিতে রাজি, এর বেশি নয়।'

জনপ্রিয় এই অভিনেতার চলচ্চিত্র যাত্রার ৫০ বছর পূর্তিতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তার সহকর্মী, পরিবার থেকে শুরু করে অনেকেই।

গুণী অভিনেত্রী ববিতা বলেন, 'অভিনয়ে ৫০ বছর পরিপূর্ণতা লাভ করা একজন শিল্পীর জন্য বিরাট ব্যাপার বলেই আমি মনে করি। কারণ কিছুদিন আগে আমার জীবনেও এমন সময় এসেছিল। আলমগীর ভাই অপূর্ব একজন মানুষ। তিনি সবসময়ই শিল্পীদের খোঁজখবর রাখেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার প্রযোজিত প্রথম সিনেমা ঝুমকা ও নির্দোষ সিনেমায় কাজ করার। এছাড়া বেশকিছু সিনেমাতে আমরা একসঙ্গে অভিনয় করেছি। আমার প্রযোজিত পোকা মাকড়ের ঘর বসতি সিনেমায় অভিনয় করেও তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। অথচ এই সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য তিনি কোনো সম্মানী নেননি। এমন মহান মানুষের অভিনয় জীবনের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমার শ্রদ্ধা, সম্মান, শুভেচ্ছা।'

এদিকে গুণী এই অভিনেতা অসংখ্য সম্মাননা, পুরস্কার এবং প্রশংসা পেলেও এখনও দেশের চলচ্চিত্রকে অনেককিছু তার দেওয়ার সামর্থ্য আছে বলে মনে করেন অভিনেতার মেয়ে আঁখি আলমগীর।

আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'আমার আজেকর আঁখি আলমগীর হয়ে ওঠা পর্যন্ত বাবার তো আসলে অনেকগুলো ধাপ আমার নিজের চোখে দেখা। আমার বাবা এমন একজন শক্তিমান অভিনেতা, যার অভিনয়ে এখনও অনেক আগ্রহ রয়েছে। এখনও তাকে নিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ বচ্চন এই সময়ে এসে যে ধরনের গল্পের সিনেমাতে অভিনয় করেছেন সেই ধরেনর সিনেমা নিমা র্ণ সম্ভব। আমি মনে করি, বাংলাদেশের সিনেমার দর্শককে ঠকানো হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালে প্রথম 'মা ও ছেলে' চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান তিনি। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত টানা ৪ বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়ে নতুন এক রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি, যা আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবেও সফল এই অভিনেতা। তার প্রযোজিত প্রথম সিনেমা 'ঝুমকা' এবং পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'নিষ্পাপ'। এছাড়া মোস্তফা মেহমুদের 'মনিহার' সিনেমায় তিনি প্রথম গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও সত্য সাহার সুরে প্লেব্যাক করেন।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

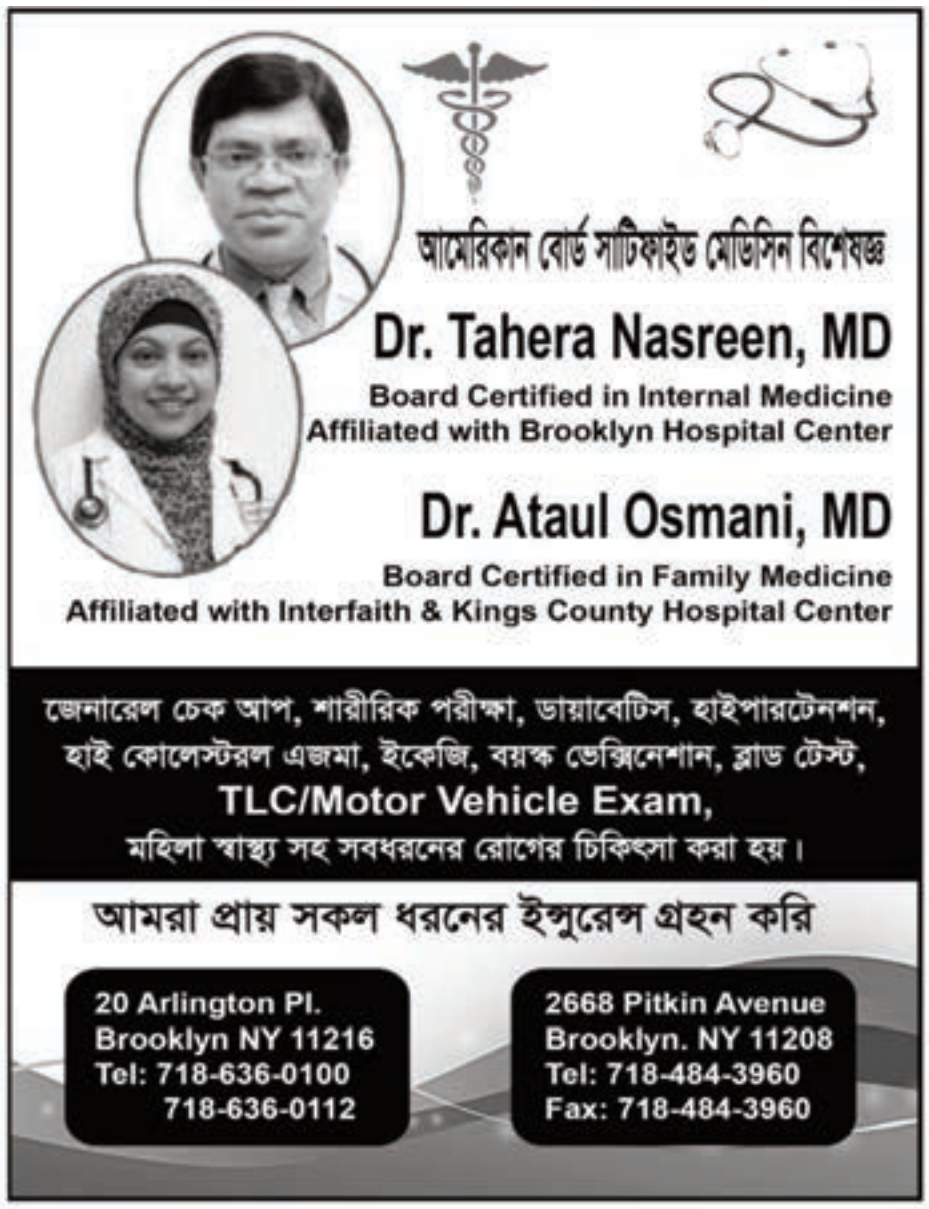
Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কুশিয়ারার পাড়ে দীর্ঘশ্বাস

সিলেট, ২৫ জুন : প্রথম ধাক্কা সুরমায় । সীমান্ত দিয়ে হু হু করে পানি নামে । ভেসে যায় কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও সিলেট সদর । পানি কমছে ওই এলাকায় । কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে কুশিয়ারা । প্রবল বেগে ঢল নামছে । এতে করে দুর্গতি বেড়েছে জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগরে । ওই ৬টি উপজেলার পরিস্থিতি ভয়াবহ । লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি । আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নেই । খাবার নেই । হাহাকার বাড়ছে । এখন ত্রাণ পাচ্ছে সীমান্ত এলাকার মানুষ । কিন্তু নতুন করে প্লাবিত এলাকায় এখনো বেসরকারি ত্রাণ পৌঁছায়নি । ফলে বানভাসি মানুষের মধ্যে হাহাকার চলছে । বিদ্যুৎ সংযোগ নেই কয়েকটি উপজেলায় । বিশেষ করে সিলেটের সঙ্গে জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও বালাগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । পানিতে আটকে থাকা মানুষজনকে উদ্ধার করতে বেগ পেতে হচ্ছে । এ কারণে ওইসব এলাকায় সেনাবাহিনী দিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা । বালাগঞ্জ সদর কুশিয়ারা নদীর তীরের জনপদ । গোটা সদর পানিতে তলিয়ে গেছে । প্রতিটি দোকানপাটে ঢুকেছে পানি । তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়কে কোথাও কোমরপানি । যানবাহন চলাচল বন্ধ । বিচ্ছিন্ন বালাগঞ্জ । গতকাল দুপুর পর্যন্ত পানি বেড়েই চলেছে । নদীর তীরবর্তী পূর্ব গৌরীপুর, পশ্চিম গৌরীপুর, বালাগঞ্জ সদরসহ কয়েকটি এলাকায় মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে উঠেছেন । বাজারে পানি উঠে যাওয়ায় খাদ্যসামগ্রী কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে না । সরকারি খাদ্য গুদাম রক্ষায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা কাজ করছেন । খাদ্য গুদামের নিচে থাকা চালের বস্তা ভিজে গেছে । ওসমানীনগরের হাওর অঞ্চলের অবস্থা ভয়াবহ । গ্রামে গ্রামে বুক সমান পানি । ৪০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে ওই এলাকায় । কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন না । খাদিমপুর এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন জানিয়েছেন, স্থানীয়ভাবে লোকজন একবেলা রান্না করা খাবার দিচ্ছেন । এখনো সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো ত্রাণ তাদের কাছে পৌঁছেনি । সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা সাদিপুর ও পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়নে । এ দুটি ইউনিয়নের শতভাগ এলাকা পানির নিচে । ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে গ্রামগুলো । উপজেলা সদরের সঙ্গে সংযোগ প্রায় সব সড়কই পানিতে নিমজ্জিত । সড়কের উপর দিয়ে যাচ্ছে নৌকা । এমন পরিস্থিতি বিগত একশ' বছরে হয়নি বলে জানিয়েছেন ওসমানীনগরের লোকজন । সিলেটের উজানে ভারতের শিলচর এলাকা । আসামের গণমাধ্যমের খবর শিলচর এলাকা পানির নিচে ।

ফলে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে সিলেটের কুশিয়ারা । বরাক নদীর ৮০ ভাগ পানি টানছে কুশিয়ারা । অমলসীদ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে । অমলসীদের স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গতকাল বিকাল পর্যন্ত প্রবল বেগে উজান থেকে নামছিল পানি । জকিগঞ্জের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে । সুলতানপুর, বীরশ্রীসহ কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে । কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে গেছে । এসব এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই হচ্ছে না মানুষের । পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা । পানিবন্দি মানুষজন মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন । অনাহারে অর্ধাহারে তারা দিন কাটাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা । পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের উপ বিভাগীয় প্রধান প্রকৌশলী একেএম নিলয়পাশা জানিয়েছেন, নদীর সঙ্গে এখন জনপদ মিশে গেছে । বাঁধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে । বাঁধ ভেঙে পানি প্রবেশ করেছে । তিনি জানান, পরপর দু'দফা বন্যায় সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর সাড়ে ৩০০ কিলোমিটার বাঁধের ৪০টি পয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । আর এখন পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় বাঁধগুলোর মাটিও নরম হয়ে পড়ছে । এজন্য বন্যা পরবর্তী সময়ে সিলেটে বাঁধ মেরামত করাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ । সিলেটে আইজিপি: বন্যায় আটকে পড়া প্রায় ৫ হাজার মানুষকে পুলিশ সদস্যরা ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আইজিপি বেনজির আহমদ ।

গতকাল বিকালে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ত্রাণ বিতরণকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান । তিনি জানান, এখন ত্রাণ তৎপরতায় কেউ পুলিশের সহযোগিতা চাইলে পুলিশ সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে । তিনি সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করায় সিলেটের পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান । এর আগে দুপুরে সিলেট শহরতলীর সাহেব বাজারে ত্রাণ বিতরণ করেন আইজিপি ।







জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।

যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

WANTED

Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at ravi@gehilaw.com
জু-২০/২৭

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এফ ট্রেন ডিটমার্স এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে ২ বেডরুমের বাসা (স্বামী-স্ত্রীর) ভাড়া দেয়া হবে। সাইদ ৭১৮-৬০০-১০০৯, ৭১৮-৪৩৫-৭২৩৫

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

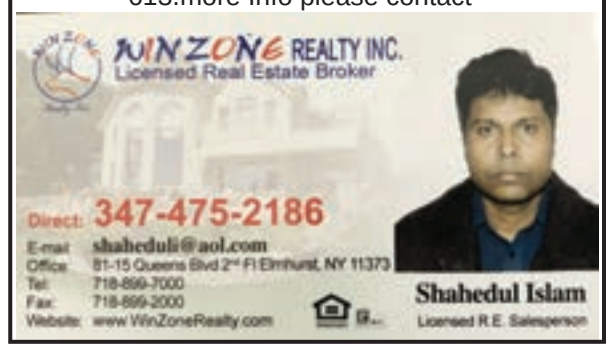
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





সাহিব লস্কর ও সায়মন প্রীতি সকলের দোয়া প্রত্যাশী

নিউইয়র্ক: গত ৯ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ম্যালিন ব্যাঙ্কুইট হলে সাহিব এ লস্কর ও সায়মন জাহান প্রীতি'র শুভ নিকাহ্ (আক্দ) অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই মহতী অনুষ্ঠানে সাহিব ও সায়মন এর মাতা পিতা, নিকট আত্মীয় ও তাদের পরিবারবর্গ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বজন উপস্থিত ছিলেন। বর সাহিব এ লস্কর, জকিগঞ্জ সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্ক'র প্রাক্তণ সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সবির এ লস্কর ও জিনাত জাহান লস্কর-এর কনিষ্ঠ পুত্র। কনে সায়মন জাহান প্রীতি, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্ক'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ) ও জাহানারা বি. আহমদ (লক্ষ্মী)-এর একমাত্র কন্যা। সাহিব ও প্রীতি তাদের সুন্দর আগামীর জন্য সকলের দোয়া প্রত্যাশী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





প্রবাসীরাও বন্যার্তদের পাশে

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন, বিভিন্ন সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব সংগঠনের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করে দেশে অবস্থানরত সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি বা বিশ্বস্থ লোকের মাধ্যমে বন্যার্তদের মাঝে নগদ অর্থ প্রদান বা খাবার সামগ্রী সহ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হচ্ছে।

'বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান' এই আহ্বান নিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক গত ২২ জুন বিকেলে জ্যাকসন হাইটসে অর্থ সংগ্রহ করে। এসময় সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম এ আজিজ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা অংশ নেন।

আব্দুর রহিম হাওলাদার জানান, শুক্রবার পর্যন্ত সোসাই-টির উদ্যোগে প্রায় ৪ হাজার ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অর্থ সংগ্রহ চলছে। আগামীতে আরো অর্থ সংগ্রহ করে তা সিলেটে প্রেরণ করা হবে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল জানান, দেশের আকস্মিক বন্যায় আমরা মর্মাহত। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধ্যমত সাহায্য প্রেরনের উদ্যোগ নিয়েছি।

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলা থেকে খসরুজ্জামান খসরু জানান, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র পক্ষ থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার দূর্গতদের মাঝে নগদ অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে নগদ অর্থ প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, সংগঠনের উদ্যোগে আমরা নিউইয়র্ক থেকে ডলার অর্থ সংগ্রহ করে কয়েক লক্ষ টাকা বনার্তদের মাঝে বিতরণ করেছি। এবং এই কর্মসূচী অব্যহত রয়েছে।

অপরদিকে নিউইয়র্কের ব্যবসীয়ক প্রতিষ্ঠান ফাতেমা ব্রাদার্স গ্রুপ ও হাজী তাহির ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্র সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও ফাতেমা ব্রাদার্স গ্রুপের অন্যতম পরিচালক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

ওজনপার্কে এঙ্কর ট্রাভেলসের ২য় শাখার উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)বলেন, কত স্বল্প খরচে প্রবাসীদের ভ্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় সেটিই দেখছে তার প্রতিষ্ঠান। এই শাখায় সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারবেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে স্যানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস করপোরেশনের সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, সততার সাথে সেবা দেয়াই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।



STUDY IN USA
COLLEGE / UNIVERSITY

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ইং সেশনে ভর্তি আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। স্টুডেন্ট ভিসায় যারা বাংলাদেশ থেকে USA এর বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চান আমরা তাদের সহায়তা করছি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২২ (ফল) সেশনে ভর্তি হতে আগ্রহীরাসহ অভিভাবক, স্বজনরা যোগাযোগ করুন।

- ইতিমধ্যে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় USA এর বিভিন্ন স্টেইটে এবং সিটিতে পড়তে এসেছেন কলেজ পরিবর্তন করতে চান আমরা তাদের সাহায্য করছি।

আমাদের আরো সেবাঃ
☑ এমপ্লয়মেন্ট ভিসা ☑ ভিজিট ভিসা ☑ ফ্যামিলি ভিসা ☑ ইমিগ্রেশন সাপোর্ট

প্যাকেজ/ননপ্যাকেজ

IELTS	Masters Course
without IELTS	Bachelor Course
Associate	Language Course

সরাসরি যোগাযোগঃ সোম ও মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩ টা

Global Link LLC

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেইট এর অর্ধশতাধিক কলেজের সাথে কাজ করি। আমাদের রয়েছে নিজস্ব প্রতিনিধি। এছাড়া দেশে বিদেশে আমাদের রয়েছে ভর্তি বিষয়ক পেশাদার জনবল।

More Information & Address:
New York Office: 37-55 72nd Street, NY 11372
Dhaka Office: House No. 55, Road No. 08, Block: D
Niketon, Gulshan-1, Dhaka-1212, Mobile: 01756757863
Phone: **929-586-6559, 9175958820**
Email: ecgloballinkllc@gmail.com

Sylhet Conctact:
Advocate Abdul Khalik Khaled
Md. Mizanur Rahman
Agrani 14, Londoni Road
Subidbazar, Sylhet.
01754707577, 01716526313

আমরা আছি ecgloballinkllc ecgloballinkllc.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না




Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ট্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com



বারী হোম কেয়ার
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনদের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টার
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ ট্রাম্প/ফ্রড স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন উষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901



Asif Bari (Tutul)
C.E.O

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100	JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163	BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave, Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000	BUFFALO OFFICE: 927 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901	OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554	BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200	BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com

MW
জ্যামাইকায় Grand Opening

বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

MY SECOND WIFE

Steaks & Kabab palace | 100% zabiha Halal

169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com

-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-

- Afghan Kabab
- Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
- Chicken Kadai
- Chicken Tikka Masala
- Butter Chicken
- Chapli Kabab
- Iranian Beef Kabab
- Steaks
- We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.

Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99

বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- **Mohammed**

For Catering Call- 917-497-0774

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ইউক্রেনকে আরও ৪৫০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্কঃ ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আরও ৪৫০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এ নিয়ে জো বাইডেন সরকার ১৩ বার ইউক্রেনকে আর্থিক সহায়তার অনুমোদন দিল। রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে ইউক্রেনকে অস্ত্র কিনকে অতিরিক্ত এ ৪৫০ ডলার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সমন্বয়ক জন কিরবি বলেছেন, এসব অর্থ দিয়ে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা, গোলাবারুদ এবং সমুদ্রে টহল দেওয়ার জন্য অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ করবে। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সবসময় কিয়েভের পাশে আছে। ইউক্রেনকে এ পর্যন্ত ৬১০ কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে রাশিয়া। এরই মধ্যে দেশটির কয়েকটি অঞ্চল নিজের দখলে নিয়ে গেছে রাশিয়া।







'৯৩ ইউএসএ'র বর্ণিল ঈদ পুনর্মিলনী

বিশেষ প্রতিনিধি: নতুন প্রজন্মের ব্যাপক অংশ গ্রহণে নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন '৯৩ ইউএসএ'র বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী। গত ১৯ জুন রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি সেন্টারে জমকালো আয়োজনে এ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, কেক কাটা সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা ফেসবুক মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া '৯৩ ইউএসএ' নামের এই প্লাটফর্মের আয়োজনে সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন।

'৯৩ ইউএসএ' গ্রুপ ক্রিয়েটর ও এডমিন মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সিয়া চৌধুরী। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর শুরু হয় বন্ধুদের স্মৃতিচারণ পর্ব। এতে একেক করে স্মৃতিচারণ করেন এডমিন মোহাম্মদ রিমন, কামরুজ্জামান নিন, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, এএসএম মাঈনুদ্দিন পিন্টু, মোহাম্মদ মেজবাউল হক অপু, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ হান্নাই, আনোয়ার পারভেজ, এইচ এম শরিফুল ইসলাম রানা, শ্যামা শ্যামা, কামরুল হাসান, জোবায়ের আহমেদ, রাফেজা রাফি, আমির আহমেদ, শারমিনা লিপা, রাজিব আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে খলিল বিরিয়ানী হাউজ এর কর্ণধার বন্ধু মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হওয়ায় '৯৩ ইউএসএ'র পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ সম্মাননা জানান হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে বন্ধুরা খলিলুর রহমানের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় মাটি ব্যান্ডের পরিচালনায় শুরুতেই দ্বৈত কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন গ্রুপ এডমিন মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও মডারেটর শ্যামা শ্যামা। সংগীত পরিবেশন করেন পরিজাত, রাফির ছেলে রিশাদ, অপুর সহধর্মিনী সনজনা। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা তিথি-রাজিব জুটি। তারা একক ও দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেমন করেন।অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বন্ধুদের সন্তানেরা কেক কেটে পিতাদের হ্যাপি ফাদার্স ডে'র শুভেচ্ছা জানায়।

নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ বিএনপি'র পূনাঙ্গ কমিটি ঘোষনা

সভাপতি সৈয়দ কাউছার সাধারণ সম্পাদক বাবুল

আটলান্টিক সিটি থেকে আকবর হোসাইন: গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ঘোষিত হল নিউজার্সী স্টেট সাউথ বিএনপির পূনাঙ্গ কমিটি। যুক্তরাষ্ট্রের নি-উজার্সীতে এই প্রথম বিএনপির মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি গঠিত হল। এর আগে গত ১৬ জুন বৃহস্পতিবার বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ কমিটিতে সৈয়দ মোঃ কাউছার সভাপতি এবং মোঃ এম রহমান বাবুল সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।



সৈয়দ কাউসার



এম রহমান বাবুল

সভাপতি সৈয়দ মোঃ কাউছার এবং সাধারন সম্পাদক মোঃ এম রহমান বাবুল ছাত্র জীবন থেকে তাদের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ছাত্রদল, যুবদল এবং সবশেষে যুক্তরাষ্টের বিএনপির সাথে প্রায় গত ১৬ বছর ধরে নিউজার্সীতে তাদের সাংগাঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যান এবং ইতিমধ্যে নিউজার্সীতে বসবাসরত জাতী-য়তাবাদী শক্তির অন্যতম সংগঠক হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। জাতীয় এবং দলীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নেতা কর্মীদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। দলের পরিক্ষীত নেতাকর্মীরা এই কমিটিতে যোগ্য পদে স্থান পাওয়ায় নিউজার্সী স্টেট সাউথ বিএনপির অধিকাংশ নেতাকর্মী ঘোষিত কমিটির ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আফ্রিকা এবং উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার সাংগঠনিক সমন্বয়ক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন দীর্ঘ তিন বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে কমিটি গঠনকল্পে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি নিউজার্সীর সকল নেতাকর্মীদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে দলীয় বিভিন্ন কর্মশালা, আলাপ-আলোচনা এবং মতামতের ভিত্তিতে নেতাকর্মীদের পছন্দের এই কমিটি উপহার দেন। জুম কলের মাধ্যমে কমিটি ঘোষনা করে আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, সকলকে দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের জন্য কাজ করে যেতে হবে এবং যার যার অবস্থান থেকে দলের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কৃতি সন্তান জনাব সৈয়দ মোঃ কাউছার ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সাংগাঠনিক সম্পাদক এবং নন্দন কানন বিএনপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামের ২৫ নং ওয়ার্ড মধ্য রামপুর বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

নতুন কমিটির ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সৈয়দ মোঃ কাউছার ও মোঃ এম রহমান বাবুল তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করায় দলের চেয়ারপারসন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কমিটি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে আগামী দিনে নিউজাসী স্টেট সাউথ বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে সাথে নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী এবং গতিশীল করার মাধ্যমে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেষ্ঠ থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ জন্য তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতাও কামনা করেন।

এছাড়াও নির্বাচিত সভাপতি সৈয়দ মোঃ কাউছার এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ এম রহমান বাবুল বিদায়ী আহবায়ক গিয়াসউদ্দিন পাঠান এবং সদস্য সচিব মোহাম্মদ দিদারকে বিগতে দিনে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে তাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH

PayPal MasterCard VISA AMEX DISCOVER

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

আসেম্বলীম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট লীডার, জুডিশিয়াল ডেলিগেট, ষ্টেট কমিটিতে লড়ছেন বাংলাদেশীরা

মঙ্গলবার নিউইয়র্কের প্রাইমারী নির্বাচন


ক্যাথি হোকুল

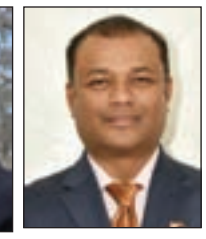

টস সুজি


জুমান উইলিয়াম

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক ষ্টেটের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন ২৮ জুন মঙ্গলবার। নির্বাচনে ষ্টেট গভর্নর পদ সহ বিভিন্ন পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে গভর্নর পদ ছাড়াও লেফটেন্যান্ট গভর্নর, স্টেট অ্যাসেম্বলি, সিভিল কোর্ট জজ ও (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)


শাহ নেওয়াজ


সাবুল উদ্দিন


মিজান চৌধুরী


আনাফ আলম


মাহতাব খান

জ্যামাইকার স্টার কাবাব এন্ড চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে চুরি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে কয়েক দিনের ব্যবধানে তিন/চারটি স্টোরে রবারীর (চুরি) ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২২ জুন) সকাল সাড়ে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

ওজনপার্কে এক্কর ট্রাভেলসের ২য় শাখার উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এক্কর ট্রাভেলসের দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন হলো ওজন পার্কে। কেক কেটে এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদের জনপ্রিয় অভিনেতা মিশা সওদাগর। এরপর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মোনাজাত। অনুষ্ঠানে এক্কর ট্রাভেল এজেন্সির প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও এস এম মাইনুদ্দিন পিন্টু (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

কুমিল্লা সোসাইটির নতুন কমিটি

সভাপতি কাজী আসাদুল্লাহ সম্পাদক মিঠু





বিশেষ প্রতিনিধি: কুমিল্লা সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে কাজী আসাদ উল্লাহকে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

প্রসঙ্গ জালালাবাদ ভবন

শুরু হয়েছে 'কাউনডাউন' ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচন শেষ হতে না হতেই 'জালালাবাদ ভবন' ক্রয়ের ব্যাপারে প্রবাসী জালালাবাদবাসীরা 'কাউনডাউন' অর্থাৎ '(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

প্রবাসীরাও বন্যার্তদের পাশে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বৃহত্তর সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন জেলার আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে প্রবাসী-রাও সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ সোসাইটি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ, (বাকি অংশ ৪৪·পাতায়)



খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে বিএনপির মানব বন্ধন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি, বিদেশে সুচিকিৎসা এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

বিভিন্ন ষ্টেট ও সিটির নুতন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ ও পরিবারের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নুতন কমিটি গঠনের পূর্বে বিভিন্ন ষ্টেট ও সিটির নুতন কমিটি গঠনের বৈধতা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ পরিবারের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি দিয়েছেন। গত ২৩ জুন বৃহস্পতিবার ড. প্রদীপ রঞ্জন কর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



কবুল হজ নিষ্পাপ বানিয়ে দেয়

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। জিবরাইল (আ.) কর্তৃক রাসুল (সা.) (বাকি অংশ ২৫ পাতায়

খেলার খবর

মেসির জন্মদিন

স্পোর্টস ডেস্ক: ফুটবল বিশ্বের অনন্য এক নাম লিওনেল মেসি। যার ফুটবলশৈলীতে মুগ্ধ পুরো বিশ্ব। ব্রাজিল থেকে আর্জেন্টিনা, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেও রয়েছে মেসি অনুরাগ দেখা যায়। আর্জেন্টাইন জাদুকরের আজ ৩৫তম জন্মদিন। লিওনেল মেসি,(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

হেলথ টিপস

প্যানিক অ্যাটাক থেকে বাঁচতে হলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্যানিক অ্যাটাক এমন একটি মানসিক রোগ, যাতে ব্যক্তি প্রচন্ড আতঙ্কের শিকার হন। সাধারণত প্রতিটি প্যানিক (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

বিনোদন

এখনো সু-অভিনেতা হতে পারিনি

আলমগীর

বিনোদন রিপোর্ট: 'আমি সিনেমা খাই, সিনেমা পান করি, সিনেমাতে ঘুমাই, সিনেমাই আমার সব।' নিজের অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/প্লেসেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com